পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 237 Saturday, 27 July, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ২৩৭ সংখ্যা ✻ ১১ শ্রাবণ ১৪৩১, শনিবার, ২৭ জুলাই, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

দেশকে টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনা বিজেপির ঃ মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ তিনি দিল্লি গেলেন, নীতি আয়োগের বৈঠকেও যোগ দিতে। কিন্তু সেটা বাংলার বঞ্চনা এবং রাজ্যভাগের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করার লক্ষ্যে, এটা পরিস্কার বলে গেলেন। কিন্তু দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লি গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। গত কয়েকদিন ধরে নতুন করে দানা বাঁধছে বাংলা ভাগ প্রসঙ্গ। সূত্রপাত হয়েছিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের এক পদক্ষেপে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাকে উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন সুকান্ত। এর পর আবার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বাংলার দুই জেলা মালদহ এবং মুর্শিদাবাদসহ ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের কয়েকটি জেলা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের ডাক দিয়েছেন। সব মিলিয়ে বাংলাভাগের চক্রান্তের অভিযোগ উঠছে বিজেপির বিরুদ্ধে। এদিন দিল্লি যাত্রার আগে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলা ভাগের এই চক্রান্ত কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।

দিল্লি যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওরা বাংলাকে বিভিন্ন দিক থেকে চাপে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করছে। বাজেটে বঞ্চনা করেছে। রাজ্যের টাকা আটকে রাখছে। এমনকী বাংলাকে ভাঙার চক্রান্ত করা হচ্ছে। বাংলা ভাগের কথা বলছেন খোদ কেন্দ্রের মন্ত্রী। বিজেপির নেতারাও রাজ্য ভাগের চক্রান্ত করছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। এই চক্রান্ত মেনে নেওয়া হবে না। বাংলা ভাগ মানেই ভারত ভাগ। এই চক্রান্ত মানা হবে না। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদ জানানোর মঞ্চ নীতি আয়োগ। আমি যাব, কিছুক্ষণ থাকব। বলতে দিলে বলব। না হলে বেরিয়ে চলে আসব। ইন্ডিয়া জোটের সাত মুখ্যমন্ত্রী নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করেছেন। কিন্তু মমতা সে পথে না হেঁটে ওই মঞ্চ থেকেই রাজ্যের বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে চান। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি যাওয়ার আগে বললেন, সাত দিন আগেই আমাদের ভাষণের লিখিত প্রতিলিপি পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাভাগের চক্রান্ত হচ্ছে। বাজেটেও যেভাবে বাংলাসহ অন্যান্য বিরোধী শাসিত রাজ্যকে বঞ্চনা করা হয়েছে, এই বিদ্বেষ মেনে নিতে পারছি না। এই রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব মানা সম্ভব নয়। নীতি আয়োগ থেকেই এর প্রতিবাদ করব। দিল্লিতে বঙ্গ ভবনে পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে চা চক্রে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার বিষয়ে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে হয়ত অন্য কিছু ভাবা যেত। এখন অবশ্য নীতি আয়োগের বৈঠকে তিনি যে যোগ দেবেন সে কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ শুক্রবার বাদল অধিবেশনের পঞ্চম দিনে প্রথমার্ধের প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হতেই বিরোধী দল বিজেপির তরফে এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করে বিজেপি। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ তা পাঠ করেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীসহ বিশাল লামা, তাপসী মন্ডল, মধুসূদন বাগ, জোয়েল মুর্মু প্রমুখ এই প্রস্তাবের সমর্থনে সই করেছেন। উল্লেখ্য, ৩ জুলাই কলকাতার মহানাগরিক তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম এক বিতর্কিত মন্তব্য করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা দূরে থাক, এ নিয়ে জলঘোলা অব্যাহত। যদিও অধ্যক্ষ তাদের ওই দাবি খারিজ করেছেন। এরই প্রতিবাদে সরব হন। সকলের হাতে ধরা ছিল শ্রীমৎ ভাগবতগীতা। প্রতীকী প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি তাদের দাবি অবিলম্বে ওই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় জানান, এই বিষয়ে আলোচনার জন্য সভায় সময় বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। হইচই বাঁধে তাতে। স্লোগান শুরু করে চিৎকার চেঁচামেচি চলতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াকআউট করে বিজেপির সমস্ত সদস্যরা। লবি পেরিয়ে সটান বিধানসভার দক্ষিণ গেটে পৌঁছে যান তাঁরা সকলে। বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী এর নেতৃত্বে ছিলেন। সেখানে বিক্ষোভকারীদের দাবির স্বপক্ষে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, অবিলম্বে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে ওই বক্তব্যের জন্য পদত্যাগ করতে হবে। তা না হলে বিরোধী দল বিজেপির তরফে বয়কট চলবে।

সোমবার পুনরায় তিস্তা জলচুক্তি আলোচনা হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ তিস্তা জলচুক্তি পুনর্নবীকরণ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার দাবি জানিয়ে বিধানসভায় আজ এক প্রস্তাব আনা হয়। প্রস্তাব আলোচনার জন্য সভায় উত্থাপন করে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে ডুয়ার্স বাঁচাতে ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন তৈরি করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেন, রায়ডাক,সঙ্কোশ, কালচিনি প্রভৃতি একাধিক নদী ভুটান থেকে আসে। এই সব নদীর জল বেড়ে হরপা বানে উত্তরবঙ্গ বারবার বিধ্বস্থ হচ্ছে। চা বাগান, কৃষি জমি, বনাঞ্চলেরও পাশাপাশি সাধারণ জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন উত্তরবঙ্গের এই সমস্যা নিয়ে পূর্বতন ইউপিএ সরকার বা বর্তমান এন ডি এ সরকার উদাসীন। চলতি বছরের বাজেটে অন্যান্য একাধিক রাজ্যকে অর্থ সাহায্য করা হলো এ রাজ্যের গঙ্গা পদ্মা ভাঙ্গন রুখতে এক পয়সা দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে বিরোধী বিজেপি বিধানসভায় আনা এই প্রস্তাবকেই অসংবিধানিক বলে আখ্যা দিয়েছে। বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন তিস্তা চুক্তি বা ফারাক্কার জল বন্টন প্রশ্নে দুটি প্রতিবেশী দেশ ভুটান এবং বাংলাদেশ যুক্ত রয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমেরও ভূমিকা রয়েছে। এই ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে বিধানসভার আলোচনার এখতিয়ার আছে কিনা তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর ?

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ জাতীয় মহিলা কমিশন প্রধান রেখা শর্মাকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় 'অবমাননাকর' মন্তব্য করার অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। সেই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মহুয়া। সেই মামলায় এবার দিল্লি পুলিশের জবাব তলব করল আদালত। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান রেখা শর্মার বিরুদ্ধে 'পাজামা' মন্তব্যের জেরেই মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে দিল্লি পুলিশ। ন্যায় সংহিতার সেকশন ৭৯ অনুসারে এফআইআর দায়ের হয়। ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়ার পর ন্যায় সংহিতার অধীনে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেলের দায়ের করা এটি প্রথম এফআইআর।

জম্মু ও কাশ্মীর এখন নতুন ভবিষ্যৎ এবং বড় স্বপ্নের কথা বলছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

লাদাখ, ২৬ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীর এখন নতুন ভবিষ্যৎ এবং বড় স্বপ্নের কথা বলছে। শুক্রবার লাদাখের দ্রাসে কার্গিল বিজয় দিবস শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহ অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আর কিছুদিনের মধ্যেই ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা বাতিলের পাঁচ বছর পূর্ণ হবে। এখন জম্মু ও কাশ্মীর একটি নতুন ভবিষ্যতের কথা বলছে, বড় স্বপ্নের কথা বলছে। জি২০-র মতো বিশ্ব সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আয়োজনের জন্য পরিচিতি পাচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটন সেক্টরও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কার্গিল বিজয় দিবস শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহ অনুষ্ঠানে এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখন লাদাখেও উন্নয়নের নতুন ধারা তৈরি হয়েছে। শিনখুন লা টানেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে, লাদাখ সারা বছর এবং প্রতিটি মরশুমে দেশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। এই টানেল লাদাখের উন্নয়ন এবং উন্নত ভবিষ্যতের জন্য নতুন সম্ভাবনার নতুন পথ খুলে দেবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিগত ৫ বছরে আমরা লাদাখের বাজেট ১,১০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬,০০০ কোটি টাকা করেছি। এখন এই অর্থ লাদাখের মানুষের উন্নয়নে এবং এখানকার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, গত ১০ বছরে, আমরা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকারে প্রতিরক্ষা সংস্কার করেছি। এসব সংস্কারের ফলেই এখন আমাদের বাহিনী আরও সক্ষম হয়েছে এবং স্বাবলম্বী হচ্ছে। ভারতকে একসময় অস্ত্র আমদানিকারক দেশ হিসেবে গণ্য করা হতো। এখন রফতানিকারক হিসেবে ভারত নিজস্ব ছাপ রেখেছে। অগ্নিপথ প্রকল্পের লক্ষ্য হল সেনাবাহিনীকে পুনরুজ্জীবিত করা ও যুদ্ধের নিরন্তর যোগ্য রাখা। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে সেনাবাহিনী মানে ১৪০ কোটি দেশবাসীর বিশ্বাস। আমাদের কাছে সেনাবাহিনী মানে ১৪০ কোটি দেশবাসীর শান্তির নিশ্চয়তা। আমাদের কাছে সেনাবাহিনী মানে দেশের সীমান্তের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। শুক্রবার সকালে লাদাখের দ্রাসে কার্গিল বিজয় দিবস শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, অগ্নিপথ প্রকল্পের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নের সমাধান করেছে দেশ। অগ্নিপথের লক্ষ্য সেনাবাহিনীকে পুনরুজ্জীবিত করা ও যুদ্ধের নিরন্তর যোগ্য রাখা। দেশের বিরোধীদের ভূমিকার নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, কিছু মানুষ জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়কেও রাজনীতির বিষয় বানিয়ে ফেলেছে। কেউ কেউ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে সেনাবাহিনীর এই সংস্কার নিয়ে মিথ্যার রাজনীতি করছে। এরাই সেই লোক যারা হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করে আমাদের বাহিনীকে দুর্বল করেছে। এরা সেই একই লোক যারা চেয়েছিল এয়ার ফোর্স যেন কখনোই আধুনিক যুদ্ধবিমান না পায়। এরাই সেই লোক যারা তেজস যুদ্ধবিমানকে একটি বাক্সে আটকে রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সত্য যে অগ্নিপথ প্রকল্প দেশের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং দেশের দক্ষ যুবকরাও মাতৃভূমির সেবায় এগিয়ে আসবে। বেসরকারি সেক্টর এবং আধা সামরিক বাহিনীতে অগ্নিবীরদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছে। বীর সেনা জওয়ানদের প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কার্গিলের বিজয় কোনও দলের নয়, দেশের জয় ছিল। এই জয় আমাদের দেশের ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটি গর্ব এবং আত্মসম্মানের একটি প্রমাণ। ১৪০ কোটি দেশবাসীর পক্ষ থেকে, আমি আমাদের সাহসী সৈনিকদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

রাজ্যপাল সম্পর্কে মন্তব্য করতেই পারেন মুখ্যমন্ত্রী ঃ হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ রাজ্যপাল সম্পর্কে মন্তব্য করতেই পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ চার তৃণমূল নেতা। তবে তা কোনওভাবেই কুৎসা কিংবা অপপ্রচার যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের মানহানি মামলায় নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যপাল বোসের আদৌ মানহানি হয়েছে কিনা, তা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চকেই বিবেচনা করে দেখতে বলল ডিভিশন বেঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পরে মামলায় যুক্ত করতে হয় আরও তিনজনের নাম। তাঁরা হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস তাঁকে অসম্মানের অভিযোগে মামলা করলেও আদালতে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মামলায় পক্ষভুক্ত সকলেই। গত ১৬ জুলাই ওই মামলার প্রেক্ষিতে এক অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করে কলকাতা হাই কোর্ট। রাজ্যপালের নামে কোনও আপত্তিজনক মন্তব্য করা যাবে না বলে জানিয়েছিলেন হাই কোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ ও দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন - মামলায় পক্ষভুক্ত চারজনকেই রাজ্যপাল সম্পর্কে কোনও আপত্তিকর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সিঙ্গল বেঞ্চের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে গত ১৯ জুলাই হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের হয়। হাই কোর্টের বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে শুক্রবার মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি জানান, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতেই পারেন মুখ্যমন্ত্রীসহ চারজনই। তবে মন্তব্য কোনওভাবেই কুৎসা কিংবা অপপ্রচার যাতে না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

নিটে অনেক কমল টপার সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ একধাক্কায় অর্ধেকেরও কম হয়ে যাচ্ছে নিটের টপার সংখ্যা! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে নিটের ফলাফল প্রকাশ করেছে এনটিএ। সূত্রের খবর, সেই ফলাফলের ভিত্তিতেই টপারদের তালিকায় পড়ুয়াদের ভিড় কমতে পারে। কারণ ৪৪ জন পড়ুয়া 'ভুল' উত্তর দিয়েও ওই প্রশ্নে পুরো নম্বর পেয়েছিলেন। কিন্তু এইভাবে নম্বর দেওয়ার বিরোধিতা করে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ৫ মে নিট ইউজি পরীক্ষা হয়। ফল প্রকাশের পরে দেখা যায়, প্রথম স্থান অধিকার করেছে ৬৭ জন। এর পর থেকে এই প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে উঠেছে বিস্তর অভিযোগ। পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের পাশাপাশি অনেককে গ্রেস মার্কস দেওয়ারও অভিযোগ তোলেন পরীক্ষার্থীরা। পরে গ্রেস মার্কস দেওয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করে নেয় ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। সূত্রের খবর, নিট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বড় অংশের পড়ুয়ারা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়েছিলেন। প্রশ্নপত্রে থাকা এমন একটি উত্তর তাঁরা ঠিক হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, যেটাকে পরবর্তীকালে ভুল বলে ঘোষণা করে আইআইটি দিল্লি। যদিও পড়ুয়াদের দাবি, NCERT এনসিইআরটি বইয়ে ওই উত্তরকেও ঠিক বলেই গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নপত্রে থাকা ওই ভুল উত্তর বেছে নেওয়ার কারণে মোট পাঁচ নম্বর কাটা যাবে পরীক্ষার্থীদের। ভুল উত্তর দেওয়ার জন্য এক নম্বর কাটা যাবে এবং ওই প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ চার নম্বর পাবেন না তাঁরা। নম্বরের এমন রদবদলের কারণে নিটের প্রথম প্রকাশিত ফলাফলেও পরিবর্তন হবে। সূত্রের খবর, ফুল মার্কস পেয়ে প্রথম হওয়া ৬৭ জনের মধ্যে ৪৪ জনই সরে যাবেন মেধা তালিকার শীর্ষস্থান থেকে। ৪.২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর নম্বরে পরিবর্তন হওয়ার কারণে গোটা মেধাতালিকাতেও বড়সড় রদবদল হবে। তার প্রভাব পড়বে মেডিক্যাল কলেজগুলোর অ্যাডমিশনেও।

আদালতে বয়ান রেকর্ড করালেন রাহুল গান্ধী

সুলতানপুর, ২৬ জুলাই ঃ মানহানির মামলায় উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর আদালতে নিজের বয়ান রেকর্ড করলেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার সুলতানপুর আদালতে হাজিরা দিয়ে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মানহানির দায়ে অভিযুক্ত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার এই মামলায় উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর আদালতে হাজিরা দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা।রাহুল গান্ধীর আইনজীবী কাশি প্রসাদ শুক্লা বলেছেন, রাহুল গান্ধী আদালতে নিজের বিবৃতি রেকর্ড করেছেন। তিনি বলেছেন, সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা এবং রাজনৈতিক বিদ্বেষের কারণে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ১২ আগস্ট পরবর্তী শুনানির তারিখ হিসাবে ধার্য করা হয়েছে এবং অভিযোগকারীকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল আটকে রাজভবনে, রাজ্যের মামলায় রাজ্যপালকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া একাধিক বিল আটকে রাজভবনে। রাজ্যপাল

সই করছেন না। দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ করে আসছে রাজ্য সরকার। এই নিয়ে মামলাও হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলার প্রেক্ষিতে এবার রাজভবনকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। নোটিস দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেও। রাজ্যের একাধিক বিল রাজভবনে আটকে। এই অভিযোগে রাজ্যপালের সচিবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল রাজ্য সরকার। সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকায় সরাসরি সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি। এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ মৌখিকভাবে রাজ্যপালকেই নোটিস পাঠানোর কথা জানিয়েছে। একই সঙ্গে নোটিস দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেও। নিয়ম অনুযায়ী, বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে রাজ্যপাল সই করলে সেটা আইনে পরিণত হয়। রাজ্যপালের কোনও বিলে আপত্তি থাকলে সেটা তিনি বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। সংশোধনের সুপারিশ করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রাজ্যপাল কোনওটিই করছেন না বলে অভিযোগ। রাজ্য সরকার বলছে, বিল নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে রাজ্যপাল সেগুলিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখছেন। এই নিয়ে এর আগেও একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর রাজভবনে যে বিল গুলি আটকে রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখ্য গণপিটুনি সংক্রান্ত বিল, হাওড়া ও বালি পুরসভাকে একত্রিত করা সংক্রান্ত বিল, মুখ্যমন্ত্রীকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা সংক্রান্ত আটটি বিল। এছাড়াও আটকে রয়েছে উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত সার্চ কমিটি নিয়ে বিল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সেসব বিল নিয়ে পদক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজের কাজ করেননি। সুপ্রিম কোর্টের এই তোপের পর রাজভবনের অবস্থান বদলায় নাকি সেটাই দেখার।

ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রস্তাবে উত্তাল প্রেসিডেন্সি

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ এক নিমেষেই আড়াই গুণ! ভর্তি ফি বৃদ্ধির এমন প্রস্তাবেই চাঞ্চল্য প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে। অভিযোগ, গাজোয়ারি করে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি ফি, সেমিস্টার ফি বাড়াতে চলেছে কর্তৃপক্ষ! আর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায .বিশ্ববিদ্যালয. ক্যাম্পাসেই অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হযেছে এসএফআই। প্রায় একই সুরে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদও। ঠিক কী অভিযোগ? বলা হচ্ছে, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে একটি ফি পুনর্মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয় খতিয়ে দেখে প্রস্তাব দিয়েছে ফি বৃদ্ধির! যে ফি বৃদ্ধির বহর ভয়ানক বলেই অভিযোগ। দাবি, স্নাতক স্তরে ভর্তি ফি ছিল ৪২০৫ টাকা। নয়া প্রস্তাবে সেটা বেড়ে হতে পারে ৭২০০ টাকা। আবার স্নাতকোত্তর স্তরে ৪৩০০ থেকে যা বেড়ে হতে পারে ৭২০০ টাকা। অন্যদিকে পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে সেমিস্টার ফি-তেও। কলা বিভাগের ক্ষেত্রে ১১০০ টাকা থেকে বেড়ে নতুন সেমিস্টার ফি হতে পারে ৩২০০ টাকা। আবার বিজ্ঞানে সেই পরিমাণ ১১২৫ থেকে ৩২০০ করা হতে পারে। অন্যদিকে স্নাতকোত্তর স্তরে কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগেও সেমিস্টার ফি হতে পারে ৩২০০ টাকা।
বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এই প্রস্তাবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়য়া এবং এসএফআই নেতা বিতান ইসলামের অভিযোগ, ১৮ জুলাই আমাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের তৈরি ওই কমিটির বৈঠক হয়। আমরা ফি বৃদ্ধি না করে বিকল্প পথে আয় বাড়ানোর কথা বলি। কিন্তু সেই বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়নি। বরং ছাত্রছাত্রীদের কথা না ভেবে, এক ধাক্কায় বিপুল পরিমাণে ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যা মানতে পারছি না আমরা। পড়াশোনার জন্য এই বিপুল বোঝা পড়ুয়াদের উপর আসবে, এই বিষয়টি মানা যায় না। অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থানে বসেছেন বিতান ইসলামরা। দাবি, এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার বা ভর্তি ফি না কমালে অবস্থান চালাবে এসএফআই। প্রয়োজনে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্রনেতারা।

কলকাতা হাইকোর্টে নির্দেশে স্বস্তি পেলেন বিজেপি সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ কলকাতা হাইকোর্টে নির্দেশে স্বস্তি পেলেন বিজেপি সাংসদ। বাঁকুড়ার সোনামুখী থানায় দায়ের করা পুরনো এক মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। শুক্রবার হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের একক বেঞ্চ সোনামুখী থানার ওই এফআইআর খারিজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সৌমিত্রের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানো, মারধর এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগও ওঠে। সেই মামলাতেই তদন্ত করে এমপি, এমএলএ বিশেষ আদালতে চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। এর পরেই সৌমিত্রকে তলব করেছিল নিম্ন আদালত। অভিযোগ, একাধিক বার তলব করা হলেও হাজিরা দেননি তিনি। বার বার হাজিরা এড়িয়েছেন। আর তা নিয়েই বিজেপি সাংসদের

বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে নিম্ন আদালত। নিম্ন আদালতের নির্দেশের পর কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সৌমিত্র। শুক্রবার হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ সোনামুখী থানায় দায়ের হওয়া সৌমিত্রের বিরুদ্ধে ওই এফআইআরটি খারিজের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত অতীতে ২০১৯ সালে বাঁকুড়ার পত্রসায়র ও বিষ্ণুপুর থানাতেও সৌমিত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। আদালত সূত্রে খবর, সেই সময় বেআইনি ভাবে বালি উত্তোলনের অভিযোগে এবং অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই মামলার জেরে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের সময় নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রচারে যেতে পারেননি সৌমিত্র।

সরকারের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে পথে নামছে ইন্ডিয়া জোট

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে মোদী সরকার! এই অভিযোগ তুলে পথে নামতে চলেছে ইন্ডি জোটের নেতারা। তিহার জেলে থাকাকালীন কেজরিওয়ালের স্বাস্থ্যের ব্যাপক অবনতি হয়েছে বলে দাবি আম আদমি পার্টির। আর এরই প্রতিবাদে ৩০ জুলাই প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ইন্ডি জোট। কেজরিওয়ালের মেডিক্যাল রিপোর্টের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আপ দাবি করেছে, ৩ জুন থেকে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে কেজরিওয়ালের সুগার লেভেল ২৬ বার কমেছে। দলের তরফে জানানো হয়েছে, কেজরিওয়ালের স্বাস্থ্যের অবনতির প্রতিবাদে ইন্ডি জোট ৩০ জুলাই যন্তর মন্তরে একটি বড় সমাবেশ করবে। এনডিএ সরকার এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর জীবন নিয়ে খেলা করার অভিযোগ তুলেছে দিল্লির শাসক দল। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির মন্ত্রী অতিশি বলেন, বিজেপি দিল্লির মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তাঁর অভিযোগ, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দিল্লির মানুষের বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। দিল্লির মানুষের কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে। দিল্লির মানুষের টাকা আটকে দিচ্ছে। দিল্লিবাসীর জন্য কাজ করা অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া এবং সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করেছে বিজেপি। অতিশির দাবি, বিজেপি যখন জানতে পারে যে কেজরিওয়ালের সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন পরিকল্পনা মাফিক তাঁকে সিবিআই দিয়ে গ্রেফতার করায়। দিল্লির মন্ত্রীর কথায়, ওরা ভালোমতই জানেন গত ৩০ বছর ধরে কেজরিওয়ালের ডায়াবেটিস রয়েছে। হেফাজতে তাঁর ওজন সাড়ে ৮ কেজি কমে গিয়েছে। একটি গ্লুকোমিটার সারা দিন কেজরির শর্করার মাত্রা পর্যবেক্ষণ করে। এই ডিভাইসের যাবতীয় তথ্য এলজি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রয়েছে। কেজরিওয়ালের শরীরের শর্করার মাত্রা অনেকটাই নেমে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন অতিসি। গত সপ্তাহে ভিকে সাক্সেনা দিল্লির মুখ্য সচিবকে চিঠি লিখে কেজরিওয়ালের শারীরিক অবস্থার কথা জানান। তিনি লেখেন, তিহার জেল সুপারের দেওয়া রিপোর্টে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে কম ক্যালোরি গ্রহণ করছেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর কেজরিওয়ালের রক্তে শর্করার মাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্য জরুরি পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন।

ফ্রান্সের রেল ব্যবস্থায় বড়সড় হামলা, নেপথ্যে অন্তর্ঘাত ?

প্যারিস, ২৬ জুলাই ঃ অলিম্পিকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই বড়সড় হামলা ট্রেন পরিষেবায়। জানা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে একাধিক জায়গায় ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধ্বংসের চেষ্টা হয়েছে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা। ফরাসি রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এতটাই বেশি যে গোটা সপ্তাহান্তে ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হবে। কারণ মেরামতি ছাড়া ট্রেন পরিষেবা আগের মতো স্বাভাবিক করা যাবে না। যদিও কারা কোন উদ্দেশ্যে হামলা চালাল, সেই নিয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি। শুক্রবার উদ্বোধন হবে অলিম্পিকের। তার আগেই অবশ্য বেশ কিছু ইভেন্টে খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ শুরুর আগেই জঙ্গি হামলাসহ নানা নাশকতামূলক ঘটনা ঘটতে পারে বলে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল। তার জন্য কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়েছিল গোটা প্যারিস। এমনকি ভারত থেকেও বিশেষ জওয়ানদের পাঠানো

হয়েছে প্যারিসের নিরাপত্তার জন্য। তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার গোটা ফ্রান্সের রেল পরিষেবায় বড়সড় হামলা চলেছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, ফ্রান্সের একাধিক এলাকায় ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেল ব্যবস্থাকে পুরোপুরি পঙ্গু করে দেওয়ার জন্যই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক ট্রেন এবং পরিচালন পরিকাঠামোয়। রাতের অন্ধকারে একই সময়ে একাধিক এলাকায় তাণ্ডব চালানো হয় রেল পরিষেবার উপরে। অ্যাটলান্টিক, নর্দান এবং ইস্টার্ন ফরাসি রেলের এই তিনটি শাখা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রেলের তরফে জানানো হয়, মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে গোটা ব্যবস্থায়। মেরামতির জন্য গোটা সপ্তাহান্তে পরিষেবা বিঘ্নিত হবে। তার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন অন্তত ৮ লক্ষ মানুষ। ইতিমধ্যেই আম জনতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা যেন ট্রেনে যাতায়াত করা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলেন। গোটা দেশজুড়ে কে এইভাবে হামলা চালাল, সেই নিয়ে ফরাসি প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু সূত্রের খবর, অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব উঠে আসছে প্রাথমিক তদন্তে।

পাকিস্তানকে তোপ প্রধানমন্ত্রীর, বললেন ভারতীয় সেনা পূর্ণ শক্তি দিয়ে সন্ত্রাসবাদকে দমন করবে

কার্গিল, ২৬ জুলাই ঃপাকিস্তানকে আবারও হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ণ শক্তি দিয়ে সন্ত্রাসবাদকে দমন করবে ও শত্রুদের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, অতীতে পাকিস্তান সমস্ত ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান নিজস্ব ইতিহাস থেকে কিছুই শিক্ষা নেয়নি। পাকিস্তান সন্ত্রাস ও প্রক্সি যুদ্ধের সাহায্যে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখার চেষ্টা করছে। আজ আমি এমন একটি জায়গা থেকে বলছি, যেখানে সন্ত্রাসের মাথার সরাসরি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে, আমি এই সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকদের বলতে চাই, তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না। আমাদের সৈন্যরা পূর্ণ শক্তি দিয়ে সন্ত্রাসবাদকে দমন করবে এবং শত্রুদের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সকালে ২৫-তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে লাদাখের দ্রাসে কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শুক্রবার সকালেই লাদাখের দ্রাসে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে পৌঁছনোর পর কার্গিল যুদ্ধে শহীদ বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। বীর যোদ্ধাদের সাহসিকতার প্রতি কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পরে কার্গিল বিজয় দিবস শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, লাদাখের এই মহান ভূমি কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫-তম বার্ষিকীর সাক্ষী। কার্গিল বিজয় দিবস আমাদের বলে, দেশের জন্য করা আত্মত্যাগ অমর।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে কার্গিল যুদ্ধের সময় আমাদের সৈন্যদের মধ্যে থাকতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। এখন, যখন আমি আবারও কার্গিলের পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, সেই স্মৃতিগুলি মনে ভেসে ওঠাই তো স্বাভাবিক। আমার মনে আছে কিভাবে আমাদের বাহিনী চরম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ যুদ্ধ পরিস্থিতি সত্ত্বেও সফলভাবে অপারেশন সম্পূর্ণ করেছিল। মোদী বলেছেন, কার্গিলে আমরা শুধু যে যুদ্ধই জিতেছি তা নয়, আমরা 'সত্য, সংযম এবং শক্তি'-র চমকার প্রদর্শনও দিয়েছি। আপনারা জানেন, ভারত তখন শান্তির জন্য চেষ্টা করছিল, এর বিনিময়ে পাকিস্তান আবারও নিজস্ব অবিশ্বাসের মুখ দেখিয়েছিল। কিন্তু সত্যের সামনে অসত্য ও সন্ত্রাস পরাজিত হয়।অন্যদিকে লাদাখতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সকালে রিমোটের বোতাম টিপে শিনখুন লা টানেল প্রকল্পের কাজের সূচনা করেছেন। লাদাখের দ্রাস সেক্টরে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) অনিল চৌহানের উপস্থিতিতে শিনখুন লা টানেল প্রকল্পের প্রথম বিস্ফোরণ ঘটান। একইসঙ্গে কাজেরও সূচনা হয়েছে। নিমু-পাদুম-দারচা রোডে ৪.১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেলের উচ্চতা হবে প্রায় ১৫,৮০০ ফুট। এটিই হবে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু টানেল। এর ফলে সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনের কাজে যেমন সুবিধা হবে তেমনই লাদাখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নও তরান্বিত হবে।শিনখুন লা টানেলের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখন লাদাখেও উন্নয়নের নতুন ধারা তৈরি হয়েছে। শিনখুন লা টানেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে, লাদাখ সারা বছর এবং প্রতিটি মরশুমে দেশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। এই টানেল লাদাখের উন্নয়ন এবং উন্নত ভবিষ্যতের জন্য নতুন সম্ভাবনার নতুন পথ খুলে দেবে।

প্রবীণ বিজেপি নেতা প্রভাত ঝা প্রয়াত, শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব

গুরুগ্রাম ও ভোপাল, ২৬ জুলাই ঃ প্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা প্রভাত ঝা। শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। প্রবীণ এই বিজেপি নেতা মধ্যপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে ভোপালের বনসল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন প্রভাত ঝা। বনসল হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দু'দিন পর প্রভাত ঝা-কে এয়ারলিফট করে মেদান্তা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, প্রবীণ নেতা, শ্রদ্ধেয় প্রভাত ঝা-র মৃত্যুর অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদ পেয়েছি। মধ্যপ্রদেশের উন্নয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর প্রয়াণে রাজনৈতিক জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

ভারতের ৫০০ তম কমিউনিটি রেডিও স্টেশন-আপনা রেডিও ৯০.০ এফএম-এর সূচনা

নতুন দিল্লি ২৬ জুলাই(পিআইবি)ঃ কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব দশম জাতীয় কমিউনিটি রেডিও পুরস্কার বিজেতাদের নাম ঘোষণা করেছেন। মন্ত্রী ভারতে ৫০০ তম কমিউনিটি রেডিও স্টেশনেরও উদ্বোধন করেছেন।কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগন এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী লালদুহোমা উপস্থিতিতে। আপনা রেডিও ৯০.০ এফএম স্টেশনটি পরিচালনা করে আইজলের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন। ভারতের কমিউনিটি রেডিওর যাত্রাপথে এটি একটি মাইল ফলক বলে ঘোষণা করে শ্রী বৈষ্ণব বলেন, আপনা রেডিও স্টেশনের আওতায় থাকা এলাকার মানুষের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। তিনি আরও বলেন, এই উদ্বোধন সরকারের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক।মন্ত্রী মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য রেল বাজেটে রেকর্ড অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, এতে মিজোরামে ভালো রেল সংযোগের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সফল হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী লালদুহোমা সমাবেশে ভাষণে বলেন, আইজলের আইআইএমসি-র আপনা রেডিও স্টেশনটি রাজ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় লিখবে।কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগন এই ধরনের কেন্দ্রগুলির সামাজিক উপকারিতার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, বেসরকারি রেডিও চ্যানেলের বাণিজ্যিক চরিত্রের উল্টোদিকে কমিউনিটির রেডিও স্টেশনগুলি স্থাপিত হয় দূরতম স্থানে তথ্য পৌঁছে দিতে।তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু বলেন, কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলি কৃষি, কৃষক কল্যাণের জন্য সরকারি কর্মসূচি, আবহাওয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। দশম জাতীয় কমিউনিটি রেডিও পুরস্কার বিজেতাগণবিভাগঃ ভাবনাভিত্তিক পুরস্কার প্রথম পুরস্কারঃ টেক সখী অনুষ্ঠানের জন্য বিহারের সারন জেলার রেডিও ময়ূরদ্বিতীয় পুরস্কারঃনিরঞ্জন অনুষ্ঠানের জন্য কেরালের রেডিও কোচি তৃতীয় পুরস্কারঃমেরি বাত অনুষ্ঠানের জন্য উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের হ্যালো দুনন্ড বিভাগঃসবচেয়ে উদ্ভাবনমূলক সমাজ সংযোগ পুরস্কারপ্রথম পুরস্কারঃ কাহানি সুনন্দাছি অনুষ্ঠানের জন্য মহারাষ্ট্রের ইয়েরলাওয়ানি সাংলির দ্বিতীয় পুরস্কারঃলেটস বিল্ড এ নিউ নর্ম অনুষ্ঠানের জন্য তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের ভায়লাগা ভানোলিতৃতীয় পুরস্কারঃমেইড দিদি অনুষ্ঠানের জন্য উত্তরপ্রদেশের সালাম নমস্তে নয়ডান্ড বিভাগঃস্থানীয় সংস্কৃতি প্রসার পুরস্কার প্রথম পুরস্কারঃইগারেকুন অনুষ্ঠানের জন্য অসমের ডিব্রুগড়ের রেডিও ব্রহ্মপুত্রন্ড দ্বিতীয় পুরস্কারঃএন মাক্কালুদান অরু পায়ানাম অনুষ্ঠানের জন্য তামিলনাড়ুর নীলগিরির রেডিও কোটাগিরিন্ডতৃতীয় পুরস্কারঃ আং প্রদেশ কি অদ্ভুত ধরোহর অনুষ্ঠানের জন্য বিহারের ভাগলপুরের রেডিও অ্যাকটিভন্ড বিভাগ ঃদীর্ঘস্থায়িত্ব মডেল পুরস্কারপ্রথম পুরস্কারঃকেরালের কোল্লমে বিশপ বেনজিগার হসপিটাল সোসাইটি পরিচালিত রেডিও বেনজিগারদ্বিতীয় পুরস্কারঃ ইয়াং ইন্ডিয়া পরিচালিত ওড়িশার কোণারকের রেডিও নমস্কারতৃতীয় পুরস্কার শরণবাসবেশ্বর বিদ্যা বর্ধক সংঘ পরিচালিত কর্ণাটকের গুলবর্গার রেডিও অন্তরওয়ানি মস্তক ২০১১-১২ সালে জাতীয় কমিউনিটি রেডিও পুরস্কারে প্রচলন করে কমিউনিটি রেডিওস্টেশন(সিআরএস) গুলির মধ্যে উদ্ভাবন এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিতে।

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে ক্ষুব্ধ মায়াবতী, বঞ্চনার অভিযোগ আনলেন বিএসপি প্রধান

লখনউ, ২৬ জুলাই ঃকেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র প্রধান মায়াবতী। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি আনলেন বঞ্চনার অভিযোগ। মায়াবতী শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, কেন্দ্রের এই ধরনের বিমাতৃসুলভ আচরণ নতুন কিছু নয়। ইউপিতেও এই আচরণের মুখোমুখি হয়েছে বিএসপি। অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় বাজেটে অসন্তুষ্ট হয়ে নীতি আযোগে সভায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে বিপুল জনসংখ্যার উত্তর প্রদেশের মতো একটি দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া রাজ্যের প্রতি বাজেটে যথাযথ মনোযোগ না দেওয়া কতটা ন্যায়সঙ্গত? দেশ এবং জনস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া কেন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।মায়াবতী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, সংসদে পেশ হওয়া এনডিএ সরকারের বাজেটেও দেশ ও সাধারণ জনগণের স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব ও ভারসাম্যহীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ হওয়া স্বাভাবিক। মায়াবতী কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, দেশ ও জনস্বার্থকে সর্বাগ্রে রাখা কেন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাজধানী ঢাকায় ২০০ মামলায় গ্রেফতার ২১০০ সন্ত্রাসীঃডিএমপি যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব

ঢাকা, ২৬ জুলাই ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় যারা সহিংসতা করেছে তারা যাতে ঢাকা শহর না ছাড়তে পারে, সে ব্যাপারে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ব্যাপক ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে, জানিয়েছেন ডিএমপি-র যুগ্ম কমিশনার (অপারেশনস) বিপ্লব কুমার সরকার।আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের সরকারি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি এ কথা বলেন। বিপ্লব কুমার সরকার বলেন, এখন পর্যন্ত ২০০টি মামলায় ২,১০০ জনের বেশি সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও কিছু মামলা দায়ের হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।তিনি জানান, রামপুরা বিটিভি ভবনে যারা সরাসরি হামলায় জ।তি ছিল, সেতু ভবনে হামলার সঙ্গে জ।তি ছিল, যারা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং মেট্রোরেল ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদের মধ্যে গ্রেফতার ২,১০০ জনের মধ্যে প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন ছিল।ডিএমপি-

পকসো মামলায় অভিযুক্তের ২০ বছরের কারাদণ্ডঃঝাড়গ্রামে বিশেষ আদালতের রায়

ঝাড়গ্রাম, ২৬জুলাহঃপকসো আইনের ধারায় রুজু হওয়া একটি মামলায় অভিযুক্ত অমরেশ মাহাতোকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে ঝাড়গ্রামের বিশেষ আদালত। বিচারক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় এই রায় ঘোষণা করেন।জামবনি থানার অন্তর্গত এই ঘটনায় অভিযুক্ত অমরেশ মাহাতো ২০২১ সাল থেকে একটি নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন সহবাসে লিপ্ত হয়। এর ফলে নাবালিকা অন্ত ঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। কিন্তু, অভিযুক্ত বিয়ে করতে অস্বীকার করে এবং গর্ভপাত করানোর জন্য চাপ দিতে থাকে। পরবর্তীতে, ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নাবালিকা জামবনি থানায় অমরেশের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।অভিযোগের কয়েক দিনের মধ্যেই পুলিশ বিভিন্ন সূত্র মারফতর পলাতক অমরেশকে ঝাড়খন্ড রাজ্যের জামশেদপুর থেকে গ্রেফতার করে। পুলিশ দ্রুততার সাথে চার্জশিট গঠন করে এবং পকসো আইনের ৬ ধারায় বিচার কার্যক্রম শুরু হয়।গত বুধবার, পকসো আদালতের বিচারক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় অমরেশ মাহাতোকে দোষী সাব্যস্ত করেন। গত বৃহস্পতিবার আদালত সাজা ঘোষণা করে। অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অতিরিক্ত জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ নাবালিকাকে তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার আদেশ দিয়েছে আদালত।

বীর সেনানীদের শৌর্য্যকে স্মরণ অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বীর সেনানীদের শৌর্য্যকে স্মরণ করেছেন। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লেখেন, হিমালয়ের দূর্গম অঞ্চলে যে ভাবে সেনা জওয়ানরা বীরত্বের প্রদর্শন করে শত্রুপক্ষকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিল তার জন্য দেশ কৃতজ্ঞ।

মমতাই দেশের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নেত্রী, প্রশংসায় পঞ্চমুখ শত্রুঘ্ন সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দেশের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নেত্রী। দলনেত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রবীণ অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। শুক্রবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের অন্যতম জনপ্রিয় নেত্রী। তিনি নীতি আয়োগ বৈঠকে নিজের আওয়াজ তুলবেন। অনেক নৃশংস ঘটনা ঘটেছে।কেন্দ্রীয় বাজেটে বঞ্চনার অভিযোগ এনে বিহারীবাবু বলেছেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে জোটের অংশীদারদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে...পঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো বিভিন্ন রাজ্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে...পশ্চিমবঙ্গকে কোনও টাকা দেওয়া হচ্ছে না... 'কুরসি বাঁচাও বাজেট'।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৭২ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৭ টা ২৫ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৩ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৯মিনিট ।

সিসোদিয়ার হাজতবাস ফের বাড়ল, ৩১ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতে কে কবিতাও

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়ার হাজতবাসের মেয়াদ ফের বাড়ল। সিসোদিয়াকে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে (জেল হেফাজত) পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।এছাড়াও বিআরএস নেত্রী কে কবিতার জেল হেফাজতের মেয়াদও ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শুক্রবার দু'জনকে তিহাড় জেল থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে পেশ করা হয়। আদালত এদিন দু'জনকেই আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে (জেল হেফাজত) পাঠিয়েছে। পাশাপাশি কে কবিতার বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই।

নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির জন্য কাজ করছিঃপ্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমরা বিদেশে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছি। কর্মীদের দক্ষ করে জনশক্তিতে রূপান্তর করে বিদেশে প্রেরণ করতে হবে। বলেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরি।প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ সব কথা বলেছেন।মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার কবে নাগাদ খুলতে পারে সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়া সরকারের কাছে যেতে না পারা কর্মীদের বিষয়ে চিঠি লিখেছি। আগামী মাসে আমাদের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আছে, শ্রমবাজার কবে খুলবে তখন জানা যাবে।মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা শ্রমিকদের বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বায়রা আমাদের জানিয়েছে, যেতে না পারা কর্মীদের ৭০ শতাংশকে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে।তিনি বলেন, আমরা বায়রাকে বলেছি, কর্মীরা যত টাকা দিয়েছে, সেই টাকা পাওয়ার পর তারা অ্যাগ্রিমেন্টে সাইন করবে, যে আমরা টাকা পেয়েছি। এর পর সেই লিস্ট বায়রা আমাদের পাঠাবে। তখন জানা যাবে কতজন মানুষ টাকা পেয়েছেন। তাই ঠিক কতজন কর্মী টাকা পেয়েছেন এখনই তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারছিনা।

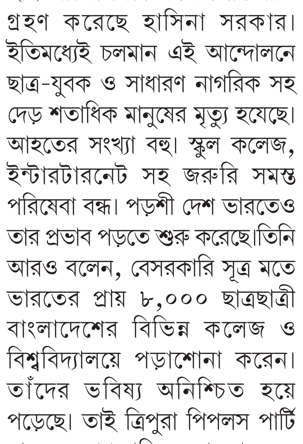

সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দিতে না পারলে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।সংযুক্ত আরব আমিরা ইস্যুতে বাংলাদেশিদের শাস্তির বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে আমি গতকাল আপনাদের সাথে কথা বলেছি। আজ আবারও বলছি, যে দেশে বসবাস করবে সে দেশের আইন সম্পর্কে তাদের সচেতন থাকা উচিত। দুবাইয়ে আন্দোলন করে প্রবাসীরা আইন অমান্য করে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। এজন্য তাদের বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত প্রবাসীদের ব্যাপারে আমরা কোনও হস্তক্ষেপ করব না। এটা তাদের রাষ্ট্রীয় বিষয়।প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে সিংহভাগ প্রবাসীদের অবদান আছে। বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার এখন একটা মহল নষ্ট করতে চাচ্ছে। আমি মনে করি, ৭১-এর যুদ্ধোপরাধী জামাত বিএনপি-র প্রেতাত্মারা এ সব রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা পিপলস পার্টির স্মারকপত্র প্রেরণ

আগরতলা, ২৬ জুলাই ঃ ত্রিপুরা পিপলস পার্টির তরফে গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনারের কাছে স্মারকপত্র পেশ করা হয়েছে। মূলত কোটা সংরক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে চলছে অস্থির পরিস্থিতি। তাই সেখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে এই স্মারকপত্র দিয়েছে ত্রিপুরা পিপলস পার্টি।স্মারকপত্র প্রদান করার পর ত্রিপুরা পিপলস পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ সিংহ বলেন, সংরক্ষণ সংস্কারের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গোটা বাংলাদেশের স্বাভাবিক জীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সরকার ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথে আলোচনার টেবিলে না বসে উল্টো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।বুলেটের মুখে ছাত্র আন্দোলনকে দমন করার নীতি গ্রহণ করেছে হাসিনা সরকার। ইতিমধ্যেই চলমান এই আন্দোলনে ছাত্র-যুবক ও সাধারণ নাগরিক সহ দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হযেছে। আহতের সংখ্যা বহু। স্কুল কলেজ, ইন্টারটারনেট সহ জরুরি সমস্ত পরিষেবা বন্ধ। পড়শী দেশ ভারতেও তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।তিনি আরও বলেন, বেসরকারি সূত্র মতে ভারতের প্রায় ৮,০০০ ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁদের ভবিষ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই ত্রিপুরা পিপলস পার্টি ছাত্রদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করে জনজীবনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ সিংহ।

সুলতানপুরে চর্মকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ লোকসভা নির্বাচনের পর শুক্রবার উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরে গেলেন রাহুল গান্ধী। এদিন সুলতানপুরে হাজির হয়ে পেশায় এক চর্মকারের সঙ্গে সাক্ষা করেন রাহুল। প্রৌঢ় চর্মকারের সঙ্গে সাক্ষা করে তাঁর খোঁজখবর নেন তিনি। ওই চর্মকারের সঙ্গে রাহুল গান্ধীকে খোশ গল্প করতেও দেখা যায়।উল্লেখ্য, মানহানির একটি মামলায় শুক্রবার উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর আদালতে নিজের বয়ান রেকর্ড করাতে যান কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার সুলতানপুর আদালতে হাজিরা দিয়ে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মানহানির দায়ে অভিযুক্ত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার এই মামলায় উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর আদালতে হাজিরা দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেখান থেকে বেরিয়ে চর্মকারের সঙ্গে সাক্ষা করেন রাহুল।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতির

আগরতলা, ২৬জুলাই ঃ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সকল দলীয় প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। সেই সাথে তিনি দাবি করেছেন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ৭১ শতাংশ আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা জয় পাওয়ার পেছনে মূল কারণ, স্বজনপোষণ নীতি থেকে রাজ্য বের হয়ে আসছে।গত বৃহস্পতিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন চলছে। আর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বলছে তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারছে না। মূল কারণ হলো তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা। আর সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকায় তারা প্রার্থী দিতে না পেরে শাসকদলের ওপর মিথ্যা অভিযোগ করছে, দাবি করেছেন তিনি।রাজীব আরও বলেন, কমিউনিস্টের লজ্জা থাকা দরকার। তাঁরা সন্ত্রাস করে ভোট বৈতরণী পার হতো। এখন তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে।বিজেপির প্রদেশ সভাপতি জানান, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬০৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ৬,৩৭০টি। এর মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪ হাজার ৭০৪ জন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা ৪২৩টি। এর মধ্যে ২৪৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। ভোট হবে ১৭৯টি আসনে। আটটি জেলায় ১১৬টি জেলা পরিষদের আসনের মধ্যে ২০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন।

রাশিফল

মেষরাশিঃসন্তানের পড়াশোনায় পরিবর্তন যোগ লক্ষ্য করা যায়।স্ত্রীর কাছ থেকে কোনও সুখবর পেতে পারেন। নতুন গৃহনির্মাণের জন্য আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ মঞ্জুর হয়ে যাবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন।

বৃষ রাশিঃনতুন যানবাহন কেনার জন্য ঋণ পেয়ে যাবেন। তবে ঋণ নেওয়ার আগে ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা- অবশ্যই করে নেবেন। কর্মক্ষেত্র থেকে কোনও মূল্যবান উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা।

মিথুনঃনববিবাহিতদের পারিবারিক জীবন সুখের হবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার জন্য পড়াশোনার ফলের উপর প্রভাব পড়তে পারে। এই সময় অপরিকল্পিত খরচ বাড়ার জন্য সঞ্চয়ে টান পড়তে পারে।

কর্কট রাশি ঃচিকিৎসক, অধ্যাপক ও আইনজ্ঞরা এই সময় নাম ও যশ সবই পাবেন। বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবেন না।

সিংহ রাশিঃ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ার ফলে ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। হস্তশিল্পীরা তাদের শিল্প-সত্তার দক্ষতার কারণে সরকার থেকে প্রশংসিত হতে পারেন। কন্যা-সন্তানের বিবাহ ঠিক করার আগে ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে নেবেন।

কন্যা রাশিঃআপনার বহু বন্ধু থাকলেও প্রয়োজনের সময় অনেকেরই সহযোগিতা পাবেন না। বিদ্যার্থীদের পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য পড়াশোনায় আরও যত্নবান হওয়া উচিত।

তুলারাশিঃ বেহিসাবি হওয়ার ফলে সংসারে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ আসতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি ঃপরিবারে ভাইয়ের সঙ্গে কোনও ছোট বিবাদ তৃতীয় ব্যক্তির প্ররোচনায় বড় রূপ নিতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা সপ্তাহের মধ্যভাগে ভালো কাজের সুযোগ পাবেন।

ধনু রাশি ঃ তবে ব্যয়ের দিকে একটু নজর রাখতে হবে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অযথা তর্ক-বিতর্কে যাবেন না।

মকর রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বুঝেশুনে কথাবার্তা বলুন। ব্যবসায়ীদের ব্যবসার কাঙ্ক্ষিত লাভ পেতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে।

কুম্ভ রাশি ঃএই সময় বিভিন্ন সূত্রে অর্থ হাতে আসতে পারে। চিকিসক, অধ্যাপক ও আইনজ্ঞরা এই সময় নাম ও যশ সবই পাবেন।

মীন রাশিঃ খুচরো ও পাইকারি বিক্রেতারা বাড়তি মুনাফার জন্য ব্যবসায় অল্প কিছু বিনিয়োগ করতে পারেন। কন্যাসন্তানের বিবাহ ঠিক করার আগে ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে নেবেন। বিবাহের যোগ আছে। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে।

ভুবনেশ্বর স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত মালগাড়ি, বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা

ভুবনেশ্বর, ২৬ জুলাই ঃওড়িশার ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল মালগাড়ির দু'টি বগি। শুক্রবার ভুবনেশ্বর স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে একটি মালগাড়ির দু'টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। দু'টি বগি রেললাইন থেকে নেমে যাওয়ায় রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকালে ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায় একটি মালগাড়ি। মালগাড়ির দু'টি ওয়াগন রেললাইন থেকে নেমে যায়। ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে (ইসিওআর) জানিযেছে, এই ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কটকগামী মালগাড়িটি ভুবনেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম করার পরই লাইনচ্যুত হয়ে যায়।

কারগিল বিজয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনে লড়াকু সৈনিকদের অভিবাদন জানাল গোটা দেশ

দুরন্তবার্তা,হাওড়াঃযুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। এই আপ্তবাক্য বহুশ্রুত। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বজুড়ে আজ শান্তির খোঁজে মানুষের আর্তি পরিব্যপ্ত হয়ে আছে সর্বত্র। যেখানে যুদ্ধের অভাব সেখানেই শান্তি। কিন্তু বাস্তব তো অন্য কথা বলে। সমাজের গতিপথে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে এই যুদ্ধও কখনো কখনো ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। সেরকমই এক যুদ্ধের রজত জয়ন্তী বর্ষ পালিত হচ্ছে এ বছর। প্রতি বছর ২৬ জুলাই কারগিল দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে ভারতে। এবছর সেই কার্গিল বিজয় স্মৃতিরই রজতজয়ন্তী বর্ষ। ১৯৯৯ সালে ঘটা এই যুদ্ধের পরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বহু ঘটনা, দুর্ঘটনা, অ্যাচিভমেন্ট, পারফরম্যান্সের মধ্যে দিয়ে গেছে এই দেশ। তবু কারগিলের সেই যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি মুছে যায়নি দেশের মানুষের স্মৃতি থেকে।দেশের

সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে বীর সেনাদের সেদিনের সেই লড়াই চিরভাস্বর হয়ে আছে জনমানসে। সেদিনের ভারতের সেনারা ছিলেন সশস্ত্র। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের সেই দিনটিকে সেই সৈন্যদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হয়। ইতিহাসের পাতায় এই যুদ্ধ জয়ের বর্ণনা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সকাল নটা কুড়ি মিনিট নাগাদ কারগিল যুদ্ধের স্মৃতি সৌধ পরিদর্শন করেন। দেশের জন্য উসর্গীকৃত সেই সব লড়াকু সৈনিকদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়। পাহাড়ের চূড়ায় একটা বিশাল ভূখণ্ড দখল করে রেখেছিল পাকিস্তানি কিছু সৈন্য। উত্তর কারগিল জেলার এই পাহাড় থেকে যুদ্ধ করে ভারতীয় সেনারা ওই জায়গা দখলমুক্ত করে। দখল করা ওই জায়গা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ভারতীয় তকালীন প্রশাসন সেনা ও বিমান বাহিনীকে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়। জুলাই মাসে ভারত জয়ের মুখ দেখলেও যুদ্ধের শুরুটা হয়েছিল ১৯৯৯ সালের মে মাসে। জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সেদিনের সেই লড়াইয়ের ফল বিজয় এনে দিয়েছে ভারতবর্ষকে। সেই বিজযের সুখ স্মৃতি নিয়েই আজকের রজতজয়ন্তী উদযাপনে সামিল হল গোটা ভারতবর্ষ।

মধ্যপ্রদেশে রাস্তায় জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া পড়ুয়াকে উদ্ধার সাহসী গ্রামবাসীর

ভোপাল, ২৬ জুলাই ঃ বিগত কয়েকদিন ধরে মধ্যপ্রদেশে অব্যাহত প্রবল বৃষ্টি। জলের তলায় চলে গিয়েছে একাধিক এলাকার রাস্তাঘাট। রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে জলের তীব্র স্রোত। এমনকি মধ্যপ্রদেশের খারগন এলাকায় একটি সেতু ও ইতিমধ্যেই জলের তলায় চলে গিয়েছে বলে জানা গেছে। শুক্রবার এই খারগন এলাকাতেই অল্পের জন্য জলে তলিয়ে যেতে গিয়ে বাঁচল এক পড়ুয়া।জানা যাচ্ছে, স্থানীয় কোচিং সেন্টার থেকে ফেরার সময় রাস্তায় জলের তোড়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে সে। অনেক চেষ্টা করেও রাস্তার ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যাওয়া জল পেরিয়ে সুরক্ষিত জায়গায় যেতে পারছিল না ওই পড়ুয়া। প্রায় জলের স্রোতে ভেসে যাওয়ার সম্ভবনা তৈরি হয়েছিল। শেষমেশ এক গ্রামবাসী ঝুঁকি নিয়েই জলমগ্ন রাস্তায় নেমে উদ্ধার করে ছাত্রীকে। ওই গ্রামবাসীর সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

টানা ১৭ দিন ধরে জারি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন

কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ টানা ১৭ দিন ধরে জারি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন। একটানা ১৭ দিন ধরে আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য দাবি মেটানো হচ্ছে না কেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসির কাছে জবাব চাইতেই আন্দোলন। তাদের প্রধান দাবি মধ্যে হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের টাকায় কেন ইউনিভার্সিটি ৮০ লক্ষ টাকা আইনি খাতে খরচা করলো তার হিসাব চাওয়া হয়েছে। এবং বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের ফিস বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের যোগাযোগের বাস ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিভিন্ন কারণ নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এই আন্দোলন শুরু করেছিল। এবং সে আন্দোলন আই ১৭ তম দিনে পা দিল। ছাত্রনেতা অভিনব মুখার্জি বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি সৎ সাহস থাকলে তিনি ইউনিভার্সিটিতে এসে তার হিসাব দিতেন। কিন্তু তারা অন্যায় ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের টাকা বিভিন্ন খাতে খরচা করেছেন যেটা আইন বিরুদ্ধ। যতদিন না ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেটানো হচ্ছে এই আন্দোলন চলবে।। কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী, এই দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসির গাড়ি, বাংলো নেওয়ার কোন অধিকার নেই। তাও তিনি বেআইনিভাবে এগুলি ব্যবহার করছেন।

রাজ্যের পুলিশ কর্মীদের দেওয়া হবে এবার ইলেকট্রিক সাইকেল

কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ পরিবেশের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের পুলিশ কর্মীদের এবার ইলেকট্রিক সাইকেল দেওয়া হবে। শুক্রবার বিধানসভার অধিবেশনে এমনই জানিয়েছেন পরিবেশ মন্ত্রী গোলাম রব্বানী। পাশাপাশি বিজেপিকে বিধানসভার শব্দ দূষণের কারণ বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি আজ জানান। এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়েছে এধরনের ১২০০ সাইকেল দেওয়া হবে। পরিবেশ দফতরের তরফ থেকে দূষণ বেশি রয়েছে এমন কতগুলি পুরসভায় পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেলে পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে গোটা রাজ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, হলদিয়া-দুর্গাপুর-আসানসোল-কলকাতা-হাওড়া এবং ব্যারাকপুরের মতো পুরসভা ও পুরনিগমে সাইকেল দেওয়ার কাজ হয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় পুলিশ কর্মীদের সাইকেল দেওয়ার ফল কী হয় তা ভালোভাবে পরীক্ষা করা হবে। দূষণের বিভিন্ন মানদণ্ডে কতটা পরিবর্তন আসছে সেটা মাথায় রেখে অন্য পুরসভা এলাকায় সাইকেল দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। একই সঙ্গে এদিন বিধানসভার ছাদে নয়েস পলিউশন পরিমাপের জন্য একটি আধুনিক ডিভাইস বসানোরও প্রস্তাব দিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, এই অত্যাধুনিক যন্ত্র গোটা দেশের কেথাও নেই। এর সাহায্যে শব্দ দূষণের পরিমাণ কত তা নির্দিষ্ট করে জানা যাবে। এদিন এই প্রস্তাব দিতে গিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষও করেছেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, এই মুহূর্তে বিধানসভায় সবথেকে বেশি শব্দ দূষণের কারণ রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল। তারা কারণে অকারণে যেভাবে হইচই করে সে কারণেই তাদের প্রতি এই কটাক্ষ মন্ত্রীর।

বিজেপির বিধায়করা গীতা হাতে নিয়ে অধিবেশন কক্ষের ভেতরেই স্লোগান

কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রভার বিধানসভায় প্রস্তাব এনেছিল বিজেপি। এর পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান এটি বিধানসভা আলোচ্য বিষয় নয়, তাই এই প্রস্তাব খারিজ করা হলো। এরপরই বিজেপির বিধায়করা গীতা হাতে নিয়ে অধিবেশন কক্ষের ভেতরেই স্লোগান দিতে থাকে এবং সকলে মিলে কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এরপরই তারা একেবারে বিধানসভার বাইরে রাস্তায় গিয়ে মানববন্ধন করেন এবং পরিষ্কার ভাষায় ফিরহাদ হাকিমের পদত্যাগ দাবি করেন রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান যতক্ষণ না পর্যন্ত ফিরহাদ হাকিমকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী পরিবারকে আরও ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা

কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী সহ তাদের পরিবারকে আরও ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে স্বাস্থ্য চিকিৎসা প্রকল্পে আরও বেশ কিছু হাসপাতালকে যুক্ত করেছে। অর্থ দপ্তরের মেডিক্যাল সেল থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা কিডনি ইন্সটিটিউট, ই এম বাইপাসের টেকনো ইন্ডিয়া ডামা হেলথকেয়ার সেন্টার, দূর্গাপুরের তপোবন হাসপাতালের মত নয়টি সংস্থাকে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এরফলে সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও রাজ্যের মোট ১৬৫টি বেসরকারি হাসপাতাল, ২৬টি ডায়গনেস্টিক সেন্টার বর্তমানে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হল। পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের চিকিৎসার খরচের বিল জমা পড়ার পরে তাতে কোন জটিলতা থাকলে সেই সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলার জন্যে প্রকল্পের মেডিক্যাল সেলে একজন চিকিতসককে যুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পে বর্তমানে দুই লক্ষ ১৯ হাজার ৮৪৭ জন নাম নথিভুক্ত করেছেন। যার ফলে সুবিধা পাচ্ছেন সাড়ে সাত লক্ষের বেশি সুবিধাভোগী। এই প্রকল্পে সরকারি কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তরা দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্য চিকিৎসার সুবিধা পান।

এবার সোনারপুরের ত্রাস জামালের বাড়িতেও গুপ্তঘরের হদিশ পেল পুলিশ

সোনারপুর, ২৬ জুলাই ঃ সোনারপুরের বেতাজ বাদশা জামাল রাজপ্রাসাদের বাড়ির মালিক। তাঁর বাড়ির ভিতর এলাহি ব্যবস্থাপনা। সুইমিং পুলে চড়ে বেড়ায় পোষ্য কচ্ছপ। রয়েছে ঘোড়া। তার দেখভালের জন্য রয়েছে কর্মী। এছাড়া বাড়িতে পরিচারক-পরিচারিকারও শেষ নেই। অবশ্য জামালের আয়ের উৎস তেমন কিছু নেই। নিজের বাড়ির ভিতরে আলাদা পৃথিবী গড়ে তুলেছিলেন জামাল। অভিযোগ, সেখানে সালিশি সভা বসাতেন তিনি। সেই সালিশি সভাতেই শিকলে বেঁধে মহিলাকে নির্যাতন করেছিলেন জামাল। যা নিয়ে হইচইয়ের পর থেকেই এলাকাছাড়া হয়ে যান সোনারপুরের ত্রাস। সরাসরি কিছু না বললেও জামালের দাবি, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। বর্তমানে বন্দি তিনি। এক সপ্তাহ আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়েছিলেন সোনারপুরকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত জামাল সর্দার। সালিশি সভা ডেকে মহিলাকে মারধরের অভিযোগে গত শুক্রবার গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। এবার সোনারপুরের জামালউদ্দিনের বাড়িতে হদিশ মিলল গুপ্তঘরের! বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় বিষয়টি টের পায় পুলিশ। ভেঙে দেখা হচ্ছে, কী রয়েছে ভিতরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল এলাকায়। শুক্রবার সকালে জামালের বাড়িতে অভিযান পুলিশের। সকাল ৬ টা নাগাদ জামালকে সঙ্গে নিয়েই তাঁর বাড়িতে পৌঁছায় সোনারপুর থানার পুলিশ। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে গোটা বাড়ি জুড়ে চলে তল্লাশি। পুলিশ সূত্রে খবর, যেখানে সালিশি সভা বসত, যেখানে শিকল বাঁধার হুক ছিল, সেখানেই মাটির তলায় একটি চেম্বার গোছের জায়গার সন্ধান মিলেছে। কী কারণে ওই চেম্বারটি ব্যবহৃত হত, তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশকর্মীরা। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, জামাল দাবি করেছেন জলের ট্যাঙ্ক হিসাবেও মাটির তলার ওই চেম্বারটিকে ব্যবহার করতেন তিনি। শুক্রবার সকালে জামালের বাড়িতে পুলিশ ঢোকার পর, বাড়ি ভিতর থেকে কিছু ভাঙাভাঙির শব্দ ভেসে আসছিল। পুলিশি অভিযানের সময় সাক্ষী হিসাবে জামালের বেশ কয়েক জন প্রতিবেশীকে ডাকা হয়েছিল। তাঁরা জানিয়েছেন, জলের ট্যাঙ্কটিই ভাঙাভাঙির কাজ চলছিল। সূত্রে খবর, মাটির তলায় ওই চেম্বারটির মধ্যে কিছু রয়েছে কি না সেটি খতিয়ে দেখতেই পুলিশ সেটি ভাঙচুর চালিয়েছিল। তবে সাক্ষী হিসাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা এক প্রতিবেশী জানাচ্ছেন, ওই চেম্বারের ভিতর থেকে কিছু পাওয়া যায়নি। অপর এক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, বাড়ি থেকে আধার কার্ড-সহ বেশি কিছু নথিপত্র সংগ্রহ করেছেন পুলিশকর্মীরা।

গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির মন্দির ও এলাকার ভাঙন

পরিস্থিতি পরিদর্শন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী সহ একাধিক আধিকারিকবৃন্দ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৬ জুলাইঃ গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির বাঁচাতে সরকারি পদক্ষেপ। এলাকা পরিদর্শনে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী সহ একাধিক আধিকারিকবৃন্দ।চলতি মাসেজলোচ্ছ্বাসের জেরে একবার গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দিরের সামনের সমুদ্রতট ভেঙেছিল। তারপর পূর্ণিমার কোটালে ফের জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে যায় কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন স্নানঘাটের কংক্রিটের পথ। বৃহস্পতি বার বিকালে ভাঙন রোধে এলাকা পরিদর্শন করলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ভাঙন পরীক্ষা করানো হয়েছে। কী ভাবে মন্দিরের সামনের ভাঙন পাকাপাকি রোধ করা যায় তা নিয়ে ৩০ জুলাই উচ্চ পর্যায়ের পরিদর্শন হবে। এ দিন ভাঙন পরিদর্শনের সময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রায়, গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের (জিবিডিএ) এগ্‌জিকিউটিভ আধিকারিক নীলাঞ্জন তরফদার সহ সেচ দফতরের আধিকারিকেরা। এদিন তাঁরা বলেন, ভাঙন ঠেকানোর প্রযুক্তি নিয়ে চেন্নাই আইআইটির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আপাতত সুরক্ষিত রয়েছে কপিলমুনির মন্দির।তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ভাঙন রোধ না করলে কপিলমুনির ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁদের ক্ষোভ, প্রশাসন পাকাপাকি ভাবে কিছু ব্যবস্থা করছে না কেন। শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। কপিল মুনির মন্দির থেকে সমুদ্রের দূরত্ব ৫০০ মিটার। যে ভাবে সমুদ্রের পাড় ক্ষয়ে যাচ্ছে, তাতে আগামী ১০ বছরের মধ্যেই মন্দির সমুদ্রে বিলীন হয়ে যেতে পারে। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে পাইলট প্রজেক্টের কাজ হয়। তার চিহ্নমাত্র এখন নেই সমুদ্রতটে। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ক'দিন আগেই ধসের জেরে সমুদ্রের গর্ভে চলে যায় গঙ্গা সাগর ২ নম্বর থেকে ৫ নম্বর যাওয়ার রাস্তা। ৪ নম্বর রাস্তায় কংক্রিটের প্রায় ১০ ফুট রাস্তা বিলীন হয়ে গিয়েছিল সমুদ্রগর্ভে। এ বার ফের ধসে পড়েছে ৪ নম্বর রাস্তার প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট কংক্রিটের অংশ। বারবার ভাঙনের জেরে মন্দির সংলগ্ন এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের সাগরে নামতে নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে।

ত্রিবেনীতে চালক ছাড়াই চললো গাড়ি, সোজা গিয়ে পড়লো গঙ্গায়

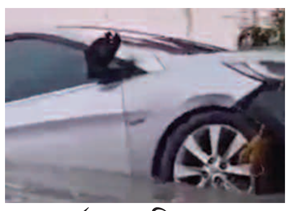

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ২৬ জুলাই ঃ চালক ছাড়াই চলতে শুরু করল গাড়ি, সোজা গিয়ে ডুব দিল গঙ্গায়! রাতের অন্ধকারে ঘটে যায় এমনই অদ্ভুত ঘটনা। অনেক চেষ্টার পর ত্রিবেনী ঘাট থেকে তোলা হয় সেই গাড়ি। ত্রিবেনীর সপ্তর্ষি ঘাটে তলিয়ে যাওয়া চার চাকা গাড়িটি হাইড্রা মেশিন দিয়ে টেনে তোলা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার চারজন গঙ্গার ঘাটে স্নান করার জন্য গিয়েছিলেন। তাঁরা বর্ধমানের আনন্দপল্লীর বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। রাত ১১টা নাগাদ তাঁরা সপ্তর্ষি ঘাটের সামনে বসেছিলেন। কিছুটা দূরে তাঁদের চার চাকা হুন্ডাই গাড়িটি রাখা ছিল। ঘাটের পাশের একটি সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটি হঠাৎ করে চলতে শুরু করে। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে সেটি। গাড়িটি সোজা গঙ্গার দিকে যাচ্ছে দেখে তাকে থামানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আহত হন এক মহিলা। যদিও গাড়িটিকে আটকানো যায়নি। গাড়ি সোজা গঙ্গায় নেমে জলে ডুবে যায়। খবর দেওয়া হয় মগরা থানায়। পুলিশ রাতেই গাড়িটি তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। জলে ডুবে থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়। জোয়ারের জল থাকায় ভাটার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। পরে সন্ধ্যার কিছু আগে স্থানীয় এক যুবক ডুব দিয়ে গাড়িটিতে দড়ি বেঁধে দেয়। তারপর পুলিশ হাইড্রা মেশিন দিয়ে টেনে গাড়িটি তোলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সম্ভবত হ্যান্ডব্রেক দেওয়া না থাকায় গড়িয়ে এগিয়ে যায় গাড়িটি।

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ২৬শে জুলাই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বত্র পালিত হলো

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ জুলাই ঃ কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ২৬শে জুলাই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বত্র পালিত হলো। সেই সব সাহসী জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানানো হয় যাঁরা ১৯৯৯-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় দেশকে রক্ষা করতে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। শুক্রবার ২৫তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে হাওড়ার বেলুড়ের লালবাবা কলেজে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে দেশের বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন বালির বিধায়ক ডা. রাণা চট্টোপাধ্যায়, লালবাবা কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর সঞ্জয় কুমার সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক ডা. রাণা চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই কলেজের এনসিসি ক্যারেডের ছাত্রছাত্রীরা এদিন কার্গিল দিবস পালন করছেন। এই কলেজের সভাপতি হিসেবে আমি খুশি। কার্গিল যুদ্ধে যাঁরা নিজেদের জীবন আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। আমি চাই এই ধারা বজায় থাকুক। যাঁরা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন তাঁদের যেন কেউ ভুলে না যাই। লালবাবা কলেজের অধ্যক্ষ সঞ্জয় কুমার বলেন, দেশকে রক্ষা করার জন্য যাঁরা নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছিলেন তাদের প্রতি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা এই দিনটির গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং দেশের জন্য তৈরি হতে পারবে।

আমাদের কাজ সার্ভিস, শিক্ষা, সুরক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে দেশের জন্য এদের তৈরি করা। দেশের জন্য আগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কার্গিল যুদ্ধে শহীদদের সম্মান জানানোর জন্য এরচেয়ে ভাল অনুষ্ঠান আর হতে পারে না।

ফের প্রোমোটারদের দাদাগিরি

সরকারি কালভার্ট বন্ধ করে প্রোমোটিং, অল্প বৃষ্টিতেই বানভাসি বিস্তীর্ণ এলাকা

কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ ফের প্রোমোটারদের দাদাগিরি। সরকারি কালভার্ট বন্ধ করে দেওয়ায় অল্প বৃষ্টিতেই বানভাসি হল বাঁকুড়া শহর লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকা। বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জেলা শাসক স্তরে বারেবারে জানিয়েও লাভ হয়নি। অগত্যা কোথাও এক হাঁটু আবার কোথাও তারো বেশি গভীর জলে ভাসছে এলাকা। বাঁকুড়া শহরের কাটজুড়িডাঙ্গা সংলগ্ন রবীন্দ্র পল্লী ও বিদ্যাসাগর পল্লী এলাকা এমনিতেই নিচু এলাকা হিসাবে পরিচিত। এই এলাকাগুলি দিয়ে রবীন্দ্র পল্লী, বিদ্যাসাগর পল্লী ছাড়াও কাটজুড়িডাঙ্গা ও শালবনি এলাকার জল বয়ে যায় নিচের দিকে। জল বয়ে যাওয়ার জন্য বাঁকুড়া পুরুলিয়া রাস্তার নিচে রয়েছে একটি কালভার্ট। সেই কালভার্ট দিয়েই এতদিন জল রস্তার অপর পার দিয়ে বয়ে যেত নিচের দিকে। সম্প্রতি ওই কালভার্ট সংলগ্ন জমিতে প্রোমোটিং শুরু করে প্রোমোটাররা। অভিযোগ প্রোমোটিং শুরু হতেই কালভার্টের মুখ মাটি ও পাথর দিয়ে পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় প্রোমোটাররা স্বাভাবিকভাবেই এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। অল্প বৃষ্টিতেই বিভিন্ন এলাকার জল গড়িয়ে এসে জমতে শুরু করে রবীন্দ্র পল্লী ও বিদ্যাসাগর পল্লী এলাকায়। ফলে বানভাসি অবস্থা গোটা এলাকায়। বর্ষার শুরুতেই এলাকায় জল জমে যাওয়ায় মশা মাছির উপদ্রব বাড়ছে। এই অবস্থায় ডেঙ্গির সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। প্রোমোটারদের এই দাদাগিরির প্রতিবাদে এলাকাবাসী বারেবারে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক প্রশাসন এমনকি জেলা শাসককেও। কিন্তু কোনো তরফেই মেলেনি সুরাহা। বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষর দাবী বিষয়টি তাঁর জানা নেই। দ্রুত পদক্ষেপের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হবে।

গিরিশ পার্ক এলাকায় আগুন

কলকাতা, ২৬ জুলাইঃ গিরিশ পার্ক এলাকায় আগুন ছাতু বাবু লাটু বাবু বাজারের কাছে বড় আগুন। একটি বাড়িতে আগুন কালো ধোঁয়া দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দমকল কে ফোন করা হয় দমকলে প্রথমে দুটি ইঞ্জিন আসে পরে আবার তিনটি মোট দমকলে ইঞ্জিনের সংখ্যা হল ৫ এখনো আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে । আগুন লাগার কারণ এখনো জানা যায়নি কিন্তু প্রথমিক অনুমান সরকার থেকে আগুনটা লেগেছে হঠাৎ কোনো খবর নেই।

হিমঘরের রাখা পচা আলু-পেঁয়াজের তীব্র দুর্গন্ধে এলাকাবাসীদের ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ হুগলি,২৬ জুলাইঃ হিমঘরের ফেলা রাখা পচা আলু-পেঁয়াজের তীব্র দুর্গন্ধে টেকা দায়! পাশেই স্কুল, জনবসতি। কিন্তু, বারবার বলা সত্ত্বেও টনক নড়েনি হিমঘর কর্তৃপক্ষের। অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন-পঞ্চায়েতে জানিয়েও হয়নি কোনও কাজ। শেষে বাধ্য হয়ে আন্দোলনের পথে হাঁটলেন এলাকার লোকজন। যোগ দিলেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পড়ুয়ারা। চলল রাস্তা অবরোধ। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল আরামবাগ-কলকাতা রাজ্য সড়ক। ব্যাপক যানজট এলাকায়। এলাকায় উত্তেজনা। আরামবাগের হরিণখোলা এলাকার হরাদিত্য। এখানেই রয়েছে মোহিনি কোল্ড স্টোরেজ। এলাকার লোকজনের অভিযোগ, হিমঘর থেকে প্রচুর পচা-আলু পেঁয়াজ বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে। দুর্গন্ধে ঢেকেছে এলাকা। বারবার বলার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সে কারণেই এদিন হিমঘরের সামনে স্কুলের পড়ুয়া থেকে অভিভাবকেরা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন। স্কুলের ছোট ছোট পড়ুয়াদের শুক্রবার ফেলে অবরোধ করতে দেখা যায়। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আরামবাগ থানার পুলিশ। পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিছু সময়ের জন্য পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কিও করতে দেখা যায় এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় হরিনখোলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূল নেতা পার্থ হাজারি। তিনিও কথা বলেন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে। এরইমধ্যে স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিও শুরু হয়ে যায় এলাকার লোকজনের। শেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

চন্ডীতলা থানার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ

হুগলী, ২৬ জুলাই ঃ কিছুদিন আগেই দেখা গেছে কলকাতার মেয়র তথা তৃণমূলের বিধায়ক মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিতর্কিত বক্তব্যের কারণে, সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, এবং তার কিছুদিন আগে লোকসভা ভোটের আগে মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর হিন্দুদেরকে ভাগীরথী নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ চন্ডীতলা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে বিজেপি নেতা কর্মীরা চন্ডীতলা থানায় ফিরহাদ হাকিম এবং হুমায়ুন কবিরের নামে অভিযোগ দায়ের করেন , এবং এর পাশাপাশি তারা বললেন এই ধরনের বাক্য যাতে তৃণমূল নেতারা আর কোনদিনও না বলেন বলে তাদেরকে সাবধান করলেন, এবং তার পাশাপাশি বললেন এই বিতর্কিত বক্তব্য নিয়ে এখনো পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মুখ খোলেননি কেন, তারা কি তৃণমূল করে তার দলের নেতা বলে তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি মুখ্যমন্ত্রী নাকি সংখ্যালঘু ভোট হাতের বাইরে চলে যাবে মুখ খুললে।

কার্গিল বিজয় দিবসে পথ সভা

কলকাতা, ২৬ জুলাইঃ আজ একটি মহামিছিল ও পথসভার ডাক দেওয়া হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং কলকাতা পুলিশের চাকরি পার্থী দের দিকদিয়ে যাহার স্থান হয় শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে ধর্মতলা । আজকের এই মহা মিছিল ও পথসভা মূলত দাবি হয় । প্রশ্নপত্র ফাঁসেএর সাথে জড়িত সমস্ত দালাল চক্র ও যুক্ত কোচিং ইনস্টিটিউট তাদের চিহ্নিত করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে স্বচ্ছতার সাথে মেধা তালিকা কে ভিত্তি করে দ্রুত গতিতে নিয়োগ করতে হবে পরীক্ষা প্রশ্ন পত্র ও উত্তর পত্রে বেবস্থা করতে হবে । ইতিমধ্যে করোনা কালে তিন বছর নষ্ট চাকরিপ্রার্থীদের বিশেষ বয়সের ছাড় দিতে হবে পরীক্ষার ক্ষেত্রে ।

প্রেমিকার সঙ্গে বচসার জের, আত্মঘাতী জগৎবল্লভপুরের যুবক, তদন্তে নামলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৬ জুলাইঃ ফেসবুক ডাউনলোড করাকে কেন্দ্র করে প্রেমিকার সঙ্গে বচসা, আর এর জেরে রাগের মাথায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা বছর কুড়ির যুবকের ! ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়া শিবরামপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, বড়গাছিয়া শিবরামপুর এলাকার বাসিন্দা শেখ সাহাবুল হোসেন নামের এক যুবকের হুগলির মাধবপুর এলাকার এক যুবতীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন ধরে।

ওই যুবকের বাবা জানান, তারা এই বিষয়ে সকলেই জানতেন। এবং বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিদিনের মতোই নিজের রুমে ঘুমোতে যান সাহাবুল। মাঝরাতে সাহাবুলের পরিবার দেখতে পায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। দরজা ভেঙে তাকে নামানোর চেষ্টা করে পরিবারের সদস্যরা। তারপরেই তার পরিবারের তরফ থেকে জগৎবল্লভপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। সাহাবুলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ওই যুবকের পরিবারের দাবি প্রেমিকার সঙ্গে ফেসবুক ডাউনলোড করা নিয়ে একটি ঝামেলা হয়েছিল এবং সেই কারণেই আত্মহত্যা বলে মনে করছেন মৃত সাহাবুলের পরিবার। ইতিমধ্যেই দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। মৃতের বাবা বলেন, কিছু একটা হয়েছিল। রাত পর্যন্ত গল্প করেছি। খাওয়া দাওয়া করা হয়েছে। দুটোর সময় শুয়ে পড়ে। আড়াইটার সময় স্ত্রী জানায় ছেলে গলায় দড়ি দিয়েছে। বেগমপুরের একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। ছেলের সঙ্গে অশান্তি হয়েছিল। কি নিয়ে অশান্তি তা জানা নেই। মৃতের এক পরিচিত বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে ফেসবুকে ওই ছেলেটির বান্ধবীর সঙ্গে অশান্তি হয়। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাদের মধ্যে গণ্ডগোল। কথা বলার সময় ফোন কেটে দেয় মেয়েটি। এমন কি ছেলেটির ফোন ব্লক করে দেয়। ফোনে না পেয়ে হোয়াটস অ্যাপে মেসেজ পাঠায় ছেলেটি। তাতেও কোনও সাড়া পায়নি। পরে শুনি ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে।

বেলুড়ে রুদ্রমূর্তি গঙ্গার

উথাল-পাতাল অবস্থা যাত্রীবাহী লঞ্চের, প্রাণভয়ে চিৎকার যাত্রীদের, সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলো সেই ছবি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৬ জুলাইঃ হাওড়ার বেলুড়ে রুদ্রমূর্তি গঙ্গার। উথাল-পাতাল যাত্রীবাহী লঞ্চের। প্রাণভয়ে চিৎকার যাত্রীদের। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলো সেই ছবি। গত মঙ্গলবারের ঘটনা। কোনওমতে প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন যাত্রীরা। বেলুড় থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার লঞ্চ ছেড়েছিল। কিছুক্ষণ চলার পরই হঠাৎ গঙ্গায় জলের প্রবল ঢেউয়ে উথাল-পাতাল শুরু হয়। ওই সময় লঞ্চে ঠাসা যাত্রী ছিল। আতঙ্কে যাত্রীরা ছুটোছুটি শুরু করেন। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ আকার নেয়। লঞ্চের দুলুনিতে প্রাণ অতিষ্ট হয়ে ওঠে যাত্রীদের। তীরে নামার পরও যাত্রীদের চোখেমুখে ছিল আতঙ্কের ছাপ। গত মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে থেকে পৌনে তিনটে নাগাদ বেলুড় থেকে লঞ্চ দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাবার সময় কিছুক্ষণ চলার পর ভয়ানকভাবে দুলতে শুরু করে। সেই ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। জনৈক যাত্রী সমর ঘোষ বলেন, জলপথে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে লাইফ জ্যাকেটের কথা বলা হলেও অনেক সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে তা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে লাইফ জ্যাকেট পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও যাত্রীদের তা পরার ব্যাপারে অনীহা থাকে। গঙ্গার যে ছবি ভাইরাল হয়েছে ওই পরিস্থিতিতে লঞ্চ না চালানোই ভালো। মাঝ গঙ্গায় দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষকে বাঁচানোর সমস্যা হবে। যে ঘটনা ভিডিওতে ভাইরাল হয়েছে তা সত্যিই আতঙ্কের। বর্ষার সময় গঙ্গায় যেরকম ঢেউ ওঠে তা সত্যি আতঙ্কের। জনৈক লঞ্চ কর্মী বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার সময় এমন বান আসে। সেই কারণে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ওই সময়ে মাঝ গঙ্গায় লঞ্চ নিরাপদ। বিপদের খবর থাকলে লঞ্চ বার করা হয়না ঘাটেই রাখা হয়। হঠাৎ বান আসবে তা জানা ছিল না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩৭ সংখ্যা, শনিবার, ১১ শ্রাবণ, ১৪৩১

কথা সাহিত্যিক মনোজ বসু

১৯০১ সালের এই দিনে কথাসাহিত্যিক মনোজ বসুর জন্ম। মনোজ বসু মাত্র সাত বছর বয়সেই বঙ্কিম চন্দ্র'র লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র মনোজ বসু। বাংলার মাটি, মানুষ, আকাশ, জলপাই রংয়ের গাছ-গাছালি, গঙ্গা পদ্মার শব্দ-নৈঃশব্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে মনোজ বসু সাহিত্যকর্ম। মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান তিনি। সম্পদ-সম্পত্তি বলতে যা বোঝায় তা ছিল না তাঁদের। গ্রামে তাঁদের ছিল বংশ গৌরব ও প্রচুর খ্যাতি। তাঁর ঠাকুর দাদার লেখার অভ্যাস পিতা রামলাল বসুর মধ্যেও ছিল। তিনি ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। দুই পুরুষের সাহিত্যচর্চার সঞ্চয় ছিল মনোজ বসুর লেখক হওয়ার পাথেয়। মনোজ বসু সাত বছর বয়সেই বঙ্কিমবাবুর লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৯০৯ সালের জুন মাসে মাত্র আট বছর বয়সে লেখক মনোজ বসু হলেন পিতৃহীন। তখনও পাঠশালার গন্ডি শেষ হয়নি। লেখক হওয়ার সাধ, স্বপ্ন, বাসনা সব কিছুর উপর পড়ল যবনিকা। এক নিদারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রথমে নিজ গ্রামে পরে কলকাতায় তাঁর শিক্ষাজীবন চলতে থাকে। কলকাতায় তিনি ভর্তি হন রিপন কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি কয়েকটি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। এর পর তিনি বাগেরহাট কলেজে ভর্তি হন। এই বাগেরহাট কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন।১৯২২ সালে তিনি আই. এ পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯২৪ সালে সাউথ সাবারবন কলেজ (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শুরু করেন আইন পড়া। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তিনি আইন পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি যোগ দিলেন শিক্ষকতায়। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি স্কুলের পাঠ্য পুস্তক লেখার কাজেও মনোনিবেশ করেন। ফলশ্রুতি হিসেবে পরবর্তীতে তিনি 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলে পড়াকালীন কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু মিলে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যা থেকেই মনোজ বসু লিখতে শুরু করেন। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় লেখকের 'গৃহহারা' একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পের পাশাপশি প্রকাশিত হচ্ছিল মনোজ বসুর সৃষ্টিধর্মী কবিতা। মনোজ বসুর জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে সাহিত্য চিন্তার প্রতিফলন। 'আমি সম্রাট', 'সেই গ্রাম সেইসব মানুষ', 'নিশিটুকুম্ব', 'নবীন যাত্রা', 'একদা নিশিথকালে', 'কিংশুক', 'মায়াকন্যা', 'বন কেটে বসত', 'রূপবতী', 'সেতুবন্ধ', 'ঝিলমিল' মনোজ বসুর রচনাবলী। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফসল জমা হয়ে আছে 'আগস্ট ১৯৪২', 'ভুলি নাই', 'সৈনিক', 'বাঁশের কেল্লা' এই সকল রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে। মনোজ বসু ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর লিখিত 'ভ্রমণ কাহিনীও রয়েছে।

কল্লোল কবি বিষ্ণু দে

কল্লোল যুগের পঞ্চপান্ডবের অন্যতম কবি বিষ্ণু দে আজ তাঁর ১১৫-তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের যে কবিরা রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হয়ে কবিতা লেখার কলম ধরেছিলেন, তাদেরই অন্যতম একজন বিষ্ণু দে। কল্লোল যুগের পঞ্চপান্ডব কবি রবীন্দ্রবেষ্টনীর মধ্যেই সীমিত থাকলেও বিষ্ণু দে নিজেকে সেই সীমায় আটকাননি। কবি বিষ্ণু দে'ই প্রথম খোলাখুলিভাবে বলতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হতে না পারলে বাংলা কবিতার উত্তরণের কোনো সম্ভাবনা নেই।

কবি বিষ্ণু দে একজন খ্যাতিমান কবি, প্রাবন্ধিক, চিত্রসমালোচক ও শিল্পানুরাগী। ১৯০৯ সালের ১৮ জুলাই কলকাতার পটলডাঙ্গায় তাঁর জন্ম। পিতা অবিনাশচন্দ্র দে ছিলেন অ্যাটর্নি। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে বিষ্ণু দে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি এ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। এরপর বিষ্ণু দে সেন্ট পলস কলেজ থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স (১৯৩২) এবং এই কলেজ থেকে ইংরেজিতে এমএ (১৯৩৪) ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে বিষ্ণু দে অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে ১৯৩৫ সালে কলকাতার রিপন কলেজে যোগদান করেন। পরে (১৯৪৪-১৯৪৭), মৌলানা আজাদ কলেজ (১৯৪৭-১৯৬৯) ও কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯২৩ সালে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের ফলে যে নতুন সাহিত্য উদ্যম ও ব্যক্তিত্বের শিল্প চেতনার সৃষ্টি হয়, বিষ্ণু দে ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। কিন্তু ১৯৩০ সালে কল্লোল পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে কবি বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৪৭ পর্যন্ত এর সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে কবি বিষ্ণু দে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেন। তিনি নিজেও নিরুক্ত নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বিষ্ণু দে কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন। শুধু সাহিত্য বিষয় নয়, শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির বিবিধ বিষয় নিয়ে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রচনা অভিনন্দিত হয়েছে। গদ্য ও পদ্যে তাঁর বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবি বিষ্ণু দে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ ঃ উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৭), সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪), রুচি ও প্রগতি (১৯৪৬), সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৫২), নাম রেখেছি কোমল গান্ধার।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

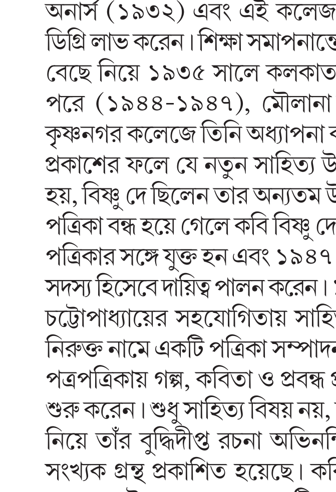

মা হচ্ছেন অন্তরের ব্যাপার। মা আছেন মানে তুই নিশ্চিত আছিস। তুই ভালোভাবে চলাফেরা করার শক্তির অধিকারী। আর মা না থাকলে শক্তিহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে হবে। মাই পারেন তাঁর সন্তানদের শক্তি দিতে। তিনি শক্তি দেওয়ার অধিকারিনী। মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর শক্তির ওপরে নির্ভর করে জগত চলাচল করে। এই জগতের বাইরে মা ছাড়া আর কেউই আপন নয়। মা তাঁর সন্তানদের বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকে। মা বুঝতে পারেন ঘরে বসে তাঁর সন্তানরা কি করছে। কোথায় যাচ্ছে। কার সাথে কথা বলছে। তিনি সবার অন্তরের কথা বুঝতে পারেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

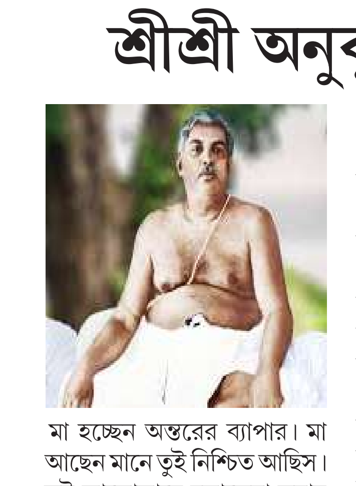

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। আসলে নারীকে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছেন সে শক্তি সবার মধ্যে নেই। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। মা সারদা হচ্ছেন সাক্ষাৎ মা ভবতারিনী। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আশির্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতেন। মা সারদা তো জগত মাতা। তিনি তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত প্রাণ ময়। মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাকে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে।

বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও শ্রীবৃদ্ধি করে গিয়েছিলেন সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর অসাধারণ 'নকসা সাহিত্য' সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে

বিশেষ প্রতিবেদক

যাঁদের অকাল মৃত্যুতে ঊনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা সর্ব প্রথমে উল্লেখ্য। ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং ১৮৭০ সালের জুলাই মাসে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। মাত্র তিরিশ বছরের এই সংক্ষিপ্ত জীবন -পরিধির মধ্যে কালীপ্রসন্ন বাঙলা সাহিত্য এবং বাঙালি জাতির জন্য যে সাধনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন; ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার।

কালীপ্রসন্ন জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত দেওয়ান বংশের একমাত্র পুত্র ছিলেন। অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। শৈশবেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটেছিল এবং নিতান্ত কাঁচা বয়সেই তিনি বিপুল বিত্ত-সম্ভারের মালিক হয়েছিলেন। অতএব সেযুগের বাবুতন্ত্রের কলকাতায়; তখনকার প্রথা অনুযায়ী; তাঁর পক্ষে অধঃপতনের পথ অতিশয় সুগম ছিল। অথচ সেটা কিন্তু ঘটেনি। তখন একদিকে পুতুলনাচ, বাঈজীনাচ এবং গণিকা-চর্চার বনেদী বাবুয়ানা, এবং অন্যদিকে মদ্যপান ও চলনে-বলনে-লেখনে বিকৃতি ইংরেজিয়ানা; গ্রীক পুরাণের ইউলিসিসের মত এই শিলা এবং ক্যারিবডিসের মধ্যে দিয়ে নিজের আশ্চর্য শক্তির সাহায্যে কালীপ্রসন্ন একজন খাঁটি মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেযুগে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের আদর্শ একমাত্র কালীপ্রসন্নের মধ্যেই সার্থকভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল বলা চলে। কালীপ্রসন্নের মধ্যে বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ঊনবিংশ শতকের বাংলার পূর্ণ প্রগতিশীলতার প্রতিনিধি ছিলেন। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর যে কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, সেটার উজ্জ্বলতম অভিজ্ঞান হল তাঁর বিপুলতম কীর্তি; মহর্ষি বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে তখনকার সমস্ত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতই সেই বিরাট কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন চাইলে শুধুমাত্র এই মহাভারতের বঙ্গানুবাদের জন্যই বাঙালির কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু শুধুমাত্র ঐতিহ্যের চর্চার মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর কর্তব্যকে শেষ করে দেন নি। তাঁর উপরে রামমোহনের প্রভাবের ফলে সমকালীন সমাজের যা কিছু কুপ্রথা; যা কিছু গ্লানি; যত কিছু ভণ্ডামি; সেসবের বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। আর তাঁর সেই বিদ্রোহের সব থেকে কৌতুককর নিদর্শন ছিল; 'টিকি মিউজিয়াম'। সে যুগের তথাকথিত ভট্টাচার্য পণ্ডিতদের ধর্মপ্রাণতা যে কি পরিমাণে অন্তঃসারবর্জিত ছিল, সেকথা প্রমাণ করবার জন্য অর্থ মূল্যের বিনিময়ে তিনি তাঁদের মাথা থেকে টিকিটি কেটে নিয়ে নিজের সংগ্রহে রেখে একটি আস্ত সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন। এমন মর্মঘাতী ব্যঙ্গের দৃষ্টান্ত বাংলার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণদের সেই 'শিখামেধ' যজ্ঞের পিছনে কালী প্রসন্নের যে মনোভঙ্গি নিহিত ছিল; তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সেটারই অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি ছিল। বাংলার ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের

সৎকীর্তি এবং সহৃদয়বত্তার তালিকা অফুরন্ত বলে দেখা যায়। মাত্র তেরো বছর বয়সে যিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা',র প্রতিষ্ঠা করে সুসাহিত্য সৃষ্টি এবং সমাজ-সংস্কারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন; বঙ্গদেশে প্রগতিশীল নাট্যধারার প্রবর্তনের জন্যে যিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই সঙ্গে নাটক রচনাও করেছিলেন; 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কবিকে প্রথম গণসংবর্ধনা জানিয়ে যিনি তাঁর হাতে কৃতজ্ঞ বাঙালির মানপত্র এবং প্রীতির পানপাত্র তুলে দিয়েছিলেন; সেযুগের কুখ্যাত 'নীলদর্পণ' মামলায় জড়িত রেভারেণ্ড জেমস লঙের জরিমানার হাজার টাকা যিনি সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে মিটিয়ে দিয়েছিলেন; নীলকর সাহেবদের শয়তানি চক্রান্তে জর্জরিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক লোকান্তরিত হরিশ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারকে যাঁর উদার অর্থ সাহায্যই বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল; সেই কালীপ্রসন্ন সিংহের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাঙালি কিন্তু আজও তেমন কোন যথোচিত কর্তব্য পালন করেনি। এছাড়াও সংবাদপত্র সেবায়, দানে-দাক্ষিণ্যে, দেশপ্রেমে, শিক্ষার আনুকূল্যে; এমনকি কলকাতায় প্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রবর্তনে; এক কথায় সমসাময়িক জীবনের সমস্ত প্রগতিশীল ভূমিকাতেই ঊনিশ শতকের বাঙালি শুধুমাত্র কালী প্রসন্নকেই দেখতে পেয়েছিল। এহেন বিরাট মানুষটির অপূর্ব জীবন-সাধনার পরিচয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' গ্রন্থটিতে সবিস্তারে পাওয়া যায়। বাঙালি সত্যিই আত্মবিস্মৃত জাতি। সেটা না হলে বছরে অন্ততঃ একবার হলেও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মরণোৎসবের আয়োজন করে নিজেরাই চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র কালীপ্রসন্ন সিংহকে ভুলে যাওয়াটাকে বাঙালির চরম দুর্ভাগ্য শুধু নয়, পরমতম লজ্জার বললেও ভুল কিছুই বলা হয় না। কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' এক অনন্ত সমাজচিত্র। যদিও শুধু চিত্র বললে সঠিক হয় না; কালীপ্রসন্নের এই গ্রন্থটি আসলে ঊনিশ শতকের বাঙালি সমাজের একটি আস্ত চিত্রশালা বা 'পিকচার গ্যালারি'। সে যুগের; চড়ক-পার্বণের রঙ্গ, বারোয়ারীর নামে সমকালীন সমাজের দুর্নীতি; মরা ফেরা, ছেলে ধরা, মিউটিনি, সাতপেয়ে গোরু, আর দরিয়াই ঘোড়ার হুজুগের ব্যঙ্গ-প্রসঙ্গ, বিচিত্র বুজরুকির নমুনা, হঠাৎ অবতার পদ্মলোচন দত্তের শ্লেষতিক্ত উপাখ্যান, মাহেশের স্নানযাত্রার বর্ণনা, রামলীলার হট্ট উৎসব এবং নব প্রবর্তিত রেলওয়ের অতি বাস্তব চিত্র; হুতোমের নকশা থেকে এগুলির কোনোটাই বর্জিত হয়নি। এই গ্রন্থটি শুধু একটি বিশুদ্ধ সমাজচিত্র নয়; সংস্কারব্রতীর প্রতি উপদেশও নয়; রসসৃষ্টির দিক থেকেও কালীপ্রসন্নের এই নকশার একটি অসামান্য ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে। সব সমালোচকদের মতেই এই গ্রন্থটি আসলে যেকোন উপন্যাসের থেকেও বেশি সুখ পাঠ্য। তবে কালীপ্রসন্নের নকশা অবশ্য এই পর্যায়ের প্রথম কোন গ্রন্থ নয়। কালীপ্রসন্নের আগেই 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রিকার বিশ্রুতনামা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন সমাজ-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রান্তি-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রথম কলম ধরেছিলেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। 'বাবুর উপাখ্যান' দিয়ে তিনি তাঁর এইধরণের লেখনী আরম্ভ করেছিলেন, এবং এরপরে যথাক্রমে; 'কলিকাতা কমলালয়', 'নব বাবুবিলাস' এবং 'নব বিবিবিলাস' গ্রন্থগুলির মধ্যে দিয়ে সেই লেখনীর পরিণতি ঘটেছিল। ঊনিশ শতকের কলকাতার সমাজক্ষেত্রে; বিশেষতঃ নব্যতন্ত্রীয়দের ভেতরে তখন যে সমস্ত অসঙ্গতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, ভবানীচরণের আক্রমণের লক্ষ্য সেদিকেই ছিল। সমালোচকদের মতে; তাঁর কলমে ধার ছিল এবং আক্রমণের মধ্যে সত্যতাও ছিল। কিন্তু তবুও একই সাথে একথাও ভোলা সম্ভব নয় যে, ভবানীচরণ সেযুগের রক্ষণশীল মনোভাবের প্রধানতম প্রবক্তা ছিলেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক অধিকাংশ প্রগতিশীল আন্দোলনেরই বিরোধিতা করেছিলেন, এবং সেসবের মধ্যে রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণ প্রসঙ্গে তাঁর ভূমিকা সব থেকে বেশি লজ্জাকর ছিল। সমসাময়িক ভট্টপল্লীর মনোভাব এবং শোভাবাজার রাজবাড়ির দৃষ্টিকোণই তাঁর রচনার মধ্যে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। তাই সদিচ্ছা সত্ত্বেও ভবানীচরণের ব্যঙ্গচিত্র একদেশদর্শী হয়ে গিয়েছিল। সমালোচকরা তাঁর রুচিরও তেমন প্রশংসা করতে পারেননি; তাঁদের মতে; সেদিক থেকে তিনি 'রসরাজের' গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য এবং ঈশ্বর গুপ্তের সমধর্মী ছিলেন। তৎকালীন সমাজের কুরুচিকে আঘাত করতে গিয়ে ভবানীচরণ নিজেই যে কতটা অশ্লীল হয়ে উঠেছিলেন; তাঁর লেখা 'নববাবুবিলাস' এবং বিশেষ করে 'নববিবিবিলাস' গ্রন্থে সেটার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সমাজচিত্র রচনায় ভবানীচরণের পরবর্তী স্মরণীয় প্রতিনিধি ছিলেন; 'টেকচাঁদ ঠাকুর' বা প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটি প্রথম বাঙলা সামাজিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে। উক্ত গ্রন্থটিতে টেকচাঁদ; 'আলাল' বেচারাম বাবু এবং তস্য 'দুলাল'; কাহিনীর নায়ক (অথবা ভিলেন) মতিলাল, বালীর বেণীবাবু, স্কুল মাস্টার বাঞ্ছারাম, এবং সর্বোপরি স্বনামধন্য ঠকচাচার অপূর্ব চরিত্র-চিত্রণ করেছিলেন। ভাষার দিক থেকেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য, সমালোচকদের মতে তাঁর প্রায় লোকায়ত সহজ-রীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গভীর মধুর রচনা পদ্ধতির মিলনের ফলেই পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-শৈলীর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু সমাজচিত্র রচনা করবার থেকেও উপন্যাস রচনা করবার দিকেই প্যারীচাঁদের ঝোঁক বেশি ছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। আর সেই উপন্যাস যে 'রম্যন্যাস' নয়; আদর্শবাদী প্রচারণার প্রতি নিবন্ধ দৃষ্টি প্যারীচাঁদ তাঁর সেই উদ্দেশ্যকে কখনো গোপন করেননি। সেদিক থেকে ভবানীচরণ যেমন প্রাচীন দলের মুখপাত্র ছিলেন, অন্যদিকে প্যারীচাঁদ তেমনি নব্য দলের বাণীবহ ছিলেন। সেযুগের প্রাচীনপন্থীদের অন্যতম আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু; ব্রাহ্ম-সমাজের সুনীতি ও সুরুচির প্রধান আদর্শগুলিই তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছিল বলে দেখা যায়। প্যারীচাঁদের আদর্শবাদিতার আরও সুস্পষ্ট পরিচয় তাঁর; 'অভেদী' কিংবা 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' ;গ্রন্থ দুটির মধ্যে পাওয়া যায়। তাই আত্যন্তিক আদর্শবাদে চিহ্নিত প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটিকে সমালোচকরা কখনওই সম্পূর্ণভাবে সমাজচিত্রের সমপর্যায়ে ফেলেননি; তাঁদের মতে এই গ্রন্থটির উপরে ঊনিশ শতকের বাংলার 'স্কুল বুক সোসাইটি'র স্থূল হস্তাক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ প্যারীচাঁদের আলালের গুরুত্ব এবং মহিমার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা।

প্যারীচাঁদের আলাল প্রকাশিত হওয়ার চার বছর পরে বাংলা সাহিত্য জগতে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা',র আবির্ভাব ঘটেছিল। আর সেই আবির্ভাব যে রীতিমত চাঞ্চল্যকর হয়েছিল, সেবিষয়ে কারো বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হল যে, হুতোমের এই নকশার মধ্যে কাল্পনিকতার কোন জায়গা ছিল না বললেই চলে। এই গ্রন্থটিতে দুঃসাহসী কালীপ্রসন্ন তাঁর সমকালীন বাংলার বিভিন্ন কুপ্রথা, মূঢ়তা, ভণ্ডামি এবং ইতরামীর একেবারে ফোটোগ্রাফিক ছবি যেন তাঁর এক্সরে লেন্সে ধরে ফেলে ছিলেন। গ্রন্থটির কোথাও বাস্তব নামধাম বজায় রেখে, তো কোথাও আবার সামান্যমাত্র আবরণ রেখে তিনি সেযুগের অনেক তথাকথিত বিখ্যাত ব্যক্তির খাঁটি স্বরূপটি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন, কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধেও তাঁর সেই উক্তিকে সমানভাবে প্রযোজ্য করা চলে;তিনি তুলি ধরে সামাজিক বৃক্ষে সমারূঢ় বানরের ল্যাজ সুদ্ধ এঁকে দিয়েছিলেন।

সেযুগের বাংলায় মধুচক্রে যে লোষ্ট্রপাত ঘটেছিল, সেবিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এরফলে তৎকালীন সমাজে যাঁদের গাত্রদাহ আরম্ভ হয়েছিল, তাঁদের পক্ষ থেকেও কালীপ্রসন্নের গ্রন্থটির প্রত্যুত্তরের দেওয়ার চেষ্টার কোনও অভাব হয়নি। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তো উতোর গেয়ে লিখেছিলেন; 'আপনার মুখ আপনি দেখ।' কিন্তু হুতোমের সত্য ও স্পষ্টভাষণে শেষ পর্যন্ত তাঁরই দল ভারী হয়ে উঠেছিল। সেই কারণেই; হুতোমপন্থী ও 'সমাজ কুচিত্র' গ্রন্থের লেখক 'নিশাচর', হুতোমকে নিজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়ে ভোলানাথকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন; বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরুলো, বদমায়েশদের তাক্ লেগে গ্যালো, ছেলেরা চমকে উঠলো, আমরা জেগে উঠলুম, চিড়িয়াখানায় নানাপ্রকার স্বর শোনা যেতে লাগলো। 'আপনার মুখ আপনি দেখ' এগিয়ে এলো। আমরা তারে চেনো চেনো কোরে ধরে ফেল্লেম, সেটা পাখী নয়, সুতরাং উড়তে পাল্লে না, আপনার ফাঁদে আপনিই ধরা পড়লো। (সমাজ কুচিত্র, আমাদের গৌরচন্দ্রিমা)কিন্তু সবথেকে কৌতুকের ব্যাপার হল যে, শেষপর্যন্ত এই ভোলানাথকেই কালীপ্রসন্নের অসীম অনুকম্পার দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। **লেখকঃ রানা চক্রবর্তী**

ভগিনী নিবেদিতা ভারতের জন্য নিবেদিত

মধুসূদন দে

জ্যোতির্ময়ী এক তরুণী। প্রশস্ত ললাট। নীল নয়ন। বাদামী ঘন কেশ। বর্ণ উজ্জ্বল শ্বেত। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। মুখে মৃদু হাসি। হাসিতে এক আকর্ষণীয় শক্তি। দেহের প্রতিটি পেশী গতিশীল। আবেগ চঞ্চল। উদ্যমে পূর্ণ হৃদয়। নিবেদিতার প্রথম উদ্যম বাগবাজার পল্লীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। একদিন বলরাম বাবুর বাড়িতে সভা হল। নিবেদিতার আবেদন–স্কুলের মেয়ে দেন। সকলে বসে আছেন। এমন সময় স্বামীজি সবার পিছনে আসন গ্রহণ করলেন। স্বামীজী হরমোহন বাবুর হয়ে বললেন–

Well–Miss Nobel– this gentleman offers his girl to you. নিবেদিতা স্বামীজীর উৎসাহ বাণী শুনে খুব বেশি রকমের খুশি হলেন। হাততালি দিতে লাগলেন। শেষে আনন্দে বিভোর হয়ে নাচতে লাগলেন। ঠিক যেন একটি ছোট বালিকা।

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ১৮৬৭ সালের ২৮ শে অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে অতি অল্পবয়সে তিনি শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেন। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী ও রাশিয়ার বিপ্লবের কথা জানতে পারেন। তিনি এই সময় প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে কিছুটা সংশয়ে ভুগতে থাকেন। ঠিক সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বিবেকানন্দের বাণী তাঁর জীবনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। তখন তিনি ভারতে চলে আসেন এবং বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। তাঁর নতুন নাম হল ভগিনী নিবেদিতা

কলকাতার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত বাগবাজার একটি পুরাতন পল্লী। তারই মধ্যে বোসপাড়া লেন। এখানে নিবেদিতা বাস করতেন। বাগবাজার পল্লীর লোকগুলির প্রতি তার ভালোবাসা জন্মেছিল। তাঁর বাড়ির অপরদিকে একটি ছোট্ট মাটির বাড়ি ছিল। একরাতে তিনি খাবার খেতে বসেছেন। হঠা সেই বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শোনা গেল। তিনি তক্ষণাৎ ছুটে গেলেন। তাঁর চোখের সামনে একটি ছোট্ট মেয়ে মারা গেল। নিবেদিতা সন্তানহারা মায়ের বিয়োগে ব্যথা অনুভব করলেন। তিনি বেশি কথা বলতে পারলেন না। শোকে আকুল মায়ের মাথাটি নিজের কোলে রেখে নীরবে বসে রইলেন। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটির মা একটু শান্ত হল।

তারপর সহসা বলে উঠলো, আমার মেয়ে কোথায় গেল? নিবেদিতা বলল--তোমার মেয়ে এখন মা কালীর কাছে। তারপর সে শান্ত হল।

জীবজন্তুর প্রতি তার গভীর করুণা ছিল। একদিন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে যেতে যেতে দেখলেন বিপরীত দিক হতে নিবেদিতা আসছে। রাস্তায় একটি কুকুর ছানা অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে ধুঁকছে। কত লোক যাচ্ছে, আসছে, কারোর কুকুর ছানার প্রতি দয়া নেই। নিবেদিতা কুকুর ছানাটি দেখা মাত্রই থেমে গেলেন। কাছে একটি খাবারের দোকান থেকে দুধ কিনে নিয়ে এলেন। কুকুর ছানাকে দুধ খাওয়ালেন। বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। একটি প্রাণকে বাঁচানোর জন্য-এমন আন্তরিকতা এখনো আমার দেশে বিরল ঘটনা। নিবেদিতার এই করুণা ও স্নেহ ছিল সহজাত।

ভারতে প্রথম আগমনের সময় নিবেদিতার স্বপ্ন ছিল ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রীতি সম্পর্ক স্থাপন। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সেই স্বপ্ন যখন নির্মমভাবে ছিন্ন হয়ে গেল, উদঘাটিত হল বিদেশী শাসনের এক ভয়ঙ্কর দানবিক ও পাশবিক লালসা এবং অত্যাচারের কাহিনী। তখন থেকে ভারতবর্ষ হল তাঁর একমাত্র উপাস্য দেবতা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সাধনার পীঠস্থান ছিল ভারতবর্ষ। নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন। তিনি মারাত্মক রকমের বিপ্লবী ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের মুক্তি। নিবেদিতা দেশের সকল তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার জন্য জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। বিপ্লবী তরুণগণ তার নিকট স্নেহ, প্রেরণা এবং আশ্রয় লাভ করেছিল। দেশের মুক্তি সাধনায় তিনি অরবিন্দ ঘোষকেউৎসাহ দিয়েছিলেন। অনুশীলন সমিতিতে তার যাতায়াত ছিল। তিনি ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়াসী ছিলেন। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে সমিতি গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে নিবেদিতার সমর্থন ছিল।

ভারতবর্ষ নিবেদিতার স্বদেশ। ভারতবর্ষকে তিনি নিজের মাতৃভূমি বলে উল্লেখ করেছেন। মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে ছিলেন। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মতো মহান বিজ্ঞানীদের পরামর্শে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাব রেটরিতে দেশের যুবকেরা যাতে বোমা তৈরি করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। ইংরেজরা হয়তো স্বপ্নেও ভাবেনি যে একজন ইংরেজ মহিলা এইভাবে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করবে। লেডি মিন্টো ভেবে অবাক হয়ে ছিলেন যে, একজন ইংরেজ মহিলা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী। অরবিন্দ ঘোষ তাঁকে অগ্নিকন্যা, বিবেকানন্দ তাঁকে মানসকন্যা, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লোকমাতা, আর ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের ইন্সপায়ার বলেছেন। বিনয় সরকার তাঁকে বলেছেন-আইরিশ বেটি, ইংরেজি বলে ভালো। বিদেশিনী হয়েও নিবেদিতা ষোল আনা ভারতীয়। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ বলেছেন -নিবেদিতা পবিত্রা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবেদিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। প্রথম দেখে তিনি বলেন -গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ঠিক যেন এক তপস্বিনী মূর্তি।

ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সেই সূত্রে নন্দলাল বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছিল। তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার কাজে সব রকম সাহায্য করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বসু দম্পতির সহিত তাঁর সংযোগ ছিল। নিবেদিতা নিজেও ছিলেন একজন কবি। তিনি ভারতীয় ধর্ম, দর্শন নিয়ে অনেক বই রচনা করেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তিনি বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের ফলে ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর তিনি অমৃতলোকে যাত্রা করেন। নিজের দেশ ও জন্মভূমিকে পিছনে ফেলে এসে ভারত ও ভারতবাসীকে নিজের করে নিয়েছিলেন। এমন দৃষ্টান্ত সব দেশে সবকালেই বিরল। নিবেদিতা সত্যই তুমি অনন্যা। হিমালয়ের নির্জন কোলে –নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভটি ঘোষণা করছে--নিবেদিতা ভারতের জন্য নিবেদিত। **(প্রধান শিক্ষক, মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়)**

সম্পাদক সমীপেষু

সুবিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী গীতা দত্ত

বাঁশি বুঝি সেই সুরে আর ডাকবে না। ১৯৩০ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুরে এক জমিদার পরিবারে জন্ম গীতার। জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ রায় চৌধুরীর দশ সন্তানের পঞ্চম ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভিটেমাটি ছেড়ে প্রথমে কলকাতা, তারপর সেখান থেকে বম্বে। গেলো জমিদারী আর ঠাঁই হলো বম্বের বস্তি এলাকায়। অবস্থা এতোটাই খারাপ ছিলো যে, বারো বছর বয়স থেকেই গানের টিউশনি করতে হতো। বাসের পয়সা বাঁচাতে মাইলের পর মাইল হাঁটতেন। গরিব বলে যে বাড়িতে গান শেখাতেন সেখানে তাকে মাটিতে বসতে বলা হতো।

তখন মাত্র ১২ বছর বয়স, একদিন বাড়ির বারান্দায় গুনগুন করে গান গাইছিলেন। আর তা কানে এলো পথচলতি বম্বের সুরকার হনুমান প্রসাদের । কথা বলার পর তাকে দিয়ে সিনেমার প্লেব্যাক করানোর সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

অবশেষে ১৯৪৬ সালে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ। ভক্ত প্রহ্লাদ নামের একটি চলচ্চিত্রে গান করেন প্রথম। তবে সেটা কোরাসে, তাও মাত্র দুলাইন। তবে গীতা তার সংগীতের নতুন পথের খোঁজ পান যখন বাংলাদেশের আর এক বিখ্যাত শিল্পী ও সংগীত পরিচালক শচীন দেব বর্মণ তাকে পরের বছরই 'দো ভাই' ছবিতে প্লেব্যাক করান। এই এক চলচ্চিত্রে নটা গান দিলেন তাঁকে। মাথায় হাত বুলিয়ে শুধু বলেছিলেন, বম্বেতে বাঙালিদের খুব নামডাক। মান রেখো মা।

'দো ভাই' ছবি তাকে খ্যাতি এনে দেয়। লতা মঙ্গেশকর তখনও এতোটা জনপ্রিয়তা পাননি। গীতার কণ্ঠে আসতে লাগলো একের পর এক সুপার ডুপার হিট গান। 'বাজি', 'দেবদাস' এবং 'পেয়াসা' ছবির গান আজও মুগ্ধতা ছড়ায়।

শুরুটা হিন্দি গান দিয়ে করলেও ক্যারিয়ার যখন তুঙ্গে তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ এবং সুধীন দাশগুপ্তের সুরে কিছু গান গেয়েছিলেন, যা মুখে মুখে ফেরে আজও।

শিল্পী হিসেবে যখন তিনি বলিউড মাতাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ই তিনি বলিউডের বিখ্যাত পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার ও অভিনেতা গুরু দত্তের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। গীতার বয়স তখন একুশ আর গুরুর সাতাশ।

ওই সময়ের কথা বলতে গিয়ে গুরু দত্তের ছোট বোন, চিত্রশিল্পী ললিতা লাজমি এক স্মৃতিচারণায় বলেন, গীতাদিদি তখন বিরাট স্টার। নানা ভাষায় প্রায় ন'শোটা গান গেয়ে ফেলেছেন। গলা তো মধুতে ডোবানো, নিখুঁত নাক মুখ। আমাদের বাড়ি আসতো বিদেশি লিমুজিনে। ওই দিকে গীতা দত্তের ছোট ভাই মিলন রায় তার স্মৃতিচারণায় বলেন, ১৯৫৩-য় ওই বিয়ে ছিল 'বিগেস্ট ওয়েডিং এভার'। দু'মাইল গাড়ির লাইন। বৈজয়ন্তী মালা, নূতন, রফি, লতা, পি সি সরকার, গীতা বালি... কে আসেন নি!"

বিয়ের কিছু দিন পরেই গুরু দত্ত নিজের হোম প্রোডাকশন ছাড়া গীতার অন্যত্র গাওয়া নিষিদ্ধ করলেন। গীতা প্রথমে মেনে নিলেও পরবর্তীতে মেনে নিতে পারেননি। দিনে চার পাঁচ ঘণ্টা রেওয়াজ করতেন। গলা বাঁচানোর জন্য কখনো টক বা আইসক্রিম খেতেন না। বিদ্যুতের গতিতে গান তুলতে পারতেন। দিনে ছ'টা গানও রেকর্ডিং করেছেন, হয়তো প্রতিটা আলাদা ধাঁচের! সম্পর্কে ফাটল ধরা শুরু হয় যখন গুরু দত্তের সঙ্গে ওয়াহিদা রেহমানের পরিচয় ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। তাদের অন স্ক্রিন বা অফ স্ক্রিন রোমান্স তখন মোটামুটি সবার জানা। গীতা সরে আসেন গুরু দত্তের কাছ থেকে।

কুসংস্কারের বলি গৃহবধূ, আটক ওঝা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ জুলাইঃ বিজ্ঞানের যখন দুর্বার অগ্রগতি। মানুষ চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে চন্দ্রযান, তখন শুধুমাত্র শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারের শিকার হচ্ছেন এক শ্রেণির মানুষ। বীরভূমের বোলপুরে এমনই অন্ধ কুসংস্কারের বসে এক তান্ত্রিকের কবলে পড়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু ঘটলো। চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে এক ওঝার কাছে তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করে অকালে চলে গেল গৃহবধূর প্রাণ। সেই ভণ্ড ওঝার দাবি ছিল, লাগবে পাঁঠা ও ৫০ হাজার টাকা। তবেই ঠিক হবে তার স্ত্রী। এলাকাবাসী তানমনি হাঁসদার দাবি, ডাক্তারের ওষুধ খেতে না দিয়ে ওঝার কাছে চিকিৎসা করার ফলেই মৃত্যু হল বোলপুর পৌরসভা এলাকার এক নম্বর ওয়ার্ডের বোনডাঙ্গার এক গৃহবধূ। মৃত গৃহবধূ নাম তুলসী টুডু। দীর্ঘদিন ধরে মাথা ব্যথা ও পেটের যন্ত্রণা নিয়ে ভুগছিলেন তিনি। ডাক্তার না দেখিয়ে তান্ত্রিকের উপর ভরসা করেন মৃত গৃহবধূ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ মৃতের পরিবার ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ না দিয়ে তান্ত্রিকের দেওয়া জরিবুটি খাওয়ানো হত তুলসী টুডুকে। তান্ত্রিক তুলসী টুডুর পরিবারের কাছে একটি পাঁঠা ও ৫০ হাজার টাকার দাবি করেন। সেই টাকা না দিতে পারায় তান্ত্রিক বলে হয় রোগী আর বাঁচবে না স্বর্গে উঠে যাবে। গত কাল মারা যেতেই ক্ষেপে ফেটে পড়ে গ্রামবাসীরা। শুক্রবার সকালে তান্ত্রিকের বাড়িতে চড়াও হয় গ্রামবাসীরা। তান্ত্রিক লক্ষণ সরেনকে বাড়ির মধ্যে বন্ধ করে গ্রামবাসীরা পুলিশকে খবর দেয় এবং পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শান্তিনিকেতন থানা নিয়ে যায়। এলাকাবাসীর দাবি দীর্ঘদিন ধরেই এই ব্যবসা করছিল ওই তান্ত্রিক। ওই এলাকায় তাই তারা চায় না ওই তান্ত্রিক মানুষ ঠকিয়ে তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিক।

ম্যানগ্রোভ দিবস পালন সাগরের চৌরঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ জুলাইঃ আজ ২৬ জুলাই আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস তথা বিশ্ব বাদাবন দিবস। ম্যানগ্রোভ বা বাদাবনের জীববৈচিত্র্য কে অক্ষুন্নরাখা এবং পরিবেশ সুরক্ষার আহবান জানিয়ে এবছর দিবসটি পালিত হচ্ছে সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস। প্রতি বছর ২৬ জুলাই ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়। ১৯৮০ সাল থেকে, আমরা

ম্যানগ্রোভ বনের অর্ধেক হারিয়েছি। কিছু দেশ তাদের ম্যানগ্রোভ জনসংখ্যার ৮০ এরও বেশি হারিয়েছে। তাই সচেতন হোন, সচেতন করুন। গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান, মানবজাতিকে বাঁচান এবং নিজে বাঁচুন! বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন আজ ওয়ার্ল্ড ম্যানগ্রোভ দিবস। পরিবেশ আজ ভারসাম্যহীন একদিকে বিশ্ব উষ্ণায়ন, অন্যদিকে নিজেদের সুখের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে গাছ কেটে বসতি স্থাপন করা, এবং সম্মিলিত মানুষের ব্যবহৃত প্লাস্টিক সকল দ্রব্যাদির দূষণ, আজ প্রকৃতির করাল গ্রাসে সমগ্র মানুষ আজ বিপন্ন, অসহায়, কখনো খরা, বন্যা, বজ্রপাত সুস্থ স্বাভাবিক জনজীবনের অস্তিত্ব কে তুলেছে। পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে সমগ্র মানবজাতিকে এগিয়ে আসতে হবে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগী সহযোগিতা করতে হবে... বাদাবন, এবং বিভিন্ন ধরণের গাছ লাগিয়ে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে তবেই আমরা সুন্দরবনকে রক্ষা করতে পারবো... আবার নতুন ছন্দে জনজীবন গড়ে উঠবে। ভূমির স্থায়িত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি এসব ম্যানগ্রোভ বনায়ন সবুজ বেষ্টনী তৈরি, জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আরও বলা যায় যে, উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন নতুন জমিতে পলি ভরাটে সাহায্য করে, উপকূলীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে, পরিবেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে। বলা অত্যুক্তি নয় যে, সুপরিকল্পিত ম্যানগ্রোভ বন জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ম্যানগ্রোভ প্রজাতি সমূহের মধ্যে কেওড়া, পাইন, গেওয়া, কাঁকড়া ও গোলপাতা ইত্যাদি উপকূলীয় বনায়নে রোপণ করা হচ্ছে। আজ বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কে ম্যানগ্রোভ বন রক্ষায় একতাবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানাই। গাছ লাগান দেশ বাঁচান.... ম্যানগ্রোভ লাগান সুন্দরবন বাঁচান...।

বোমা বিস্ফোরণ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ জুলাই ঃ মজুত করে রাখা বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গেল ঘরের চাল। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার ঠেঙ্গাপাড়ার ঘটনা। ঠেঙ্গাপাড়া লক্ষ্মী মন্দির কমিটির অফিস ঘর বলে পরিচিত ঘরের এডবেস্টারের চালা সম্পূর্ণ উড়ে যায়। মনে করা হচ্ছে প্রচন্ড গরমে মজুত করা বোমা বিস্ফোরণে এই ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের প্রচন্ড শব্দে এলাকা কেঁপে ওঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ও গঙ্গারামপুর দমকল বাহিনী। যদিও ওই লক্ষ্মী মন্দির কমিটির অফিস ঘর নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই অফিস ঘরটি দীর্ঘদিন আগে বামফ্রন্টের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের অফিস ছিল। পরবর্তী সময়ে ওই ঘর তৃণমূল কংগ্রেস দখল করে নেয় বলে জানা গেছে। যদিও বর্তমানে ওই ঘরটি লক্ষ্মী মন্দির কমিটির অফিস ঘর বলেই পরিচিত।

ট্রেন থেকে উদ্ধার প্রচুর গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই ঃ এনজিপি জিআরপির অভিযান ট্রেন থেকে উদ্ধার গাঁজা। বৃহস্পতিবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে আসা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গাঁজা পাচারের ছক বানচাল করে জিআরপি। উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণে গাঁজা। যার বাজার মূল্য লাক্ষাদ্বিক টাকা। সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে এনজিপি জিআরপি। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এর পার্সেল ভ্যানে করে। তামাকের বস্তার আড়ালে পাচার হচ্ছিল গাঁজা। ৩৭টা তামাকের বস্তা, যার ওজন ৪৫ থেকে ৫০ কেজি। যার মধ্যে থেকে ৭ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার যার ওজন ৪ কিলো ৪০০ করে। জিআরপি সূত্রে জানা গেছে এই বস্তা গুলি বামন হাট স্টেশন থেকে তোলা হয় যা শিয়ালদার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

নোটিশ

পুরুষোত্তমপুর বসবাসকারী কার্তিক চন্দ্র মাইতির ছেলে শঙ্কর মাইতি, থানা - দাসপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর ২০০২ সালের দলিল নং ১৭৮২ হারিয়েছে এবং ২৩-০৭-২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ২৩৬১ এর মাধ্যমে দাসপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে সাধারণ দাবির সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই তা অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে, যদি থাকে, গণ্য করা হবে মওকুফ করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং.- ৯০০৭৮২৪৯৫৭

e – Tender Notice

DATE CORRIGENDUM

e-Tender are invited for works as follows :
1) Name of work:- Improvement of cooling system by S & F of Four (04) no. 240Volt, 50Hz, 3 Star 1.5 Tr. Split type A.C Machine unit including allied works at General Section and Cash Section at 2nd floor, Q.C Building of the HRBC Bhavan.
Tender ID-2024_HRBC_716595_3
e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/04/24-25/SI3

Last date of submission of bid (online) is **31.07.2024 up to 10.00 AM.**
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

E - TENDER NOTICE

Online bids are invited for the year 2024-25 from the bonafied contractors for listed work under 15th fc untied in respect of nit no - 228/susu/2024 dated 19/07/24, last date of paper submission on 31/07/24. For details information contact to the undersigned

**Sd/
PRADHAN
SUSUNIA GRAM PANCHAYET**

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম + পোষ্ট : জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬

ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি

প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, মিনিস্ট্রিজ এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধিকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ
NIT-6/24-25 , Jau/641 dated 22.7.24.
NIT- 7/24-25 , Jau/642 dated 22.7.24.
বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং www.wbtender.com-তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

E-Tender Notice

Prodhan ,Amarpur Gram Panchayat ,Post :Moukhira,Dist : Purba Bardhaman under Ausgram-II Development Block , invites e–Tender vide Memo No:332/AGP Dated : 23/07/2024 for 4 Nos. schemes from 15 Th CFCG Fund For The Year 2024-25. Date Of Downloading Documents from 23/07/2024 at 16.30 hours ,Date Of Closing Of Downloading documents 29/07/2024 at 14.00 hours.Date Of Opening of Technical Bid at The Office Of Prodhan , Amarpur Gram Panchayat on 31/07/24 at 15.00 hours.Details information will be available At The Office of Prodhan , Amarpur Gram Panchayat.

E-Tender Notice

Prodhan ,Amarpur Gram Panchayat ,Post :Moukhira,Dist : Purba Bardhaman under Ausgram-II Development Block , invites e–Tender vide Memo No:331/AGP Dated : 23/07/2024 for 7 Nos. schemes from 15 Th CFCG Fund For The Year 2024-25. Date Of Downloading Documents from 23/07/2024 at 16.30 hours ,Date Of Closing Of Downloading documents 29/07/2024 at 14.00 hours. Date Of Opening of Technical Bid at The Office of Prodhan, Amarpur Gram Panchayat on 31/07/24 at 15.00 hours. Details information will be available At The Office of Prodhan , Amarpur Gram Panchayat.

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫১৯৪৩৪৬, তারিখ ২৪.০৭.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫, কাঁচরাপাড়া কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য কাস্টম বিড সার্ভিস আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য শপ-৩৫/কেপিএ-তে হালিশহর, রিভারসাইড পাম্প হাউসে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক সম্পদ সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফলাফল ও কার্যক্রম ভিত্তিক আউটসোর্সিং। **টেন্ডারের অনুমিত মূল্য ঃ** ১,৮৮,৬১,৬৩৪.৪৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ২,৪৪,৩১০ টাকা। **দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **চুক্তির মেয়াদঃ** ০৩ বছর। জিইএম কাস্টম বিড সার্ভিসের বিড নথিসমূহ জিইএম সাইট সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল https://gem.gov.in-এ পাওয়া যাবে এবং এর জন্য অনলাইনে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ https://gem.gov.in-এর মাধ্যমে দাখিল করতে হবে।

MISC-114/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT No - 02/15 th CFC/Kam.GP/2024-25,Dated–20/07/2024, Date of Application for Tender Form up to 31/07/2024 upto 14.00 Hrs. NIeT No - 03/15th CFC(Tied)/Kam.GP/2024-25, Dated – 20/07/2024, Date of Application for Tender Form up to 31/07/2024 up to 14.00 Hrs. NIeT No-04/15th CFC(Tied)/Kam.GP/2024-25, Dated – 20/07/2024, Date of Application for Tender Form up to 31/07/2024 upto 14.00 Hrs. Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan,Kamnagar Gram Panchayat, under Beldanga-II Development Block from eligible bonafied contractors under manual in sealed cover system respectively under Kamnagar Gram Panchayat, Beldanga-II Dev. Block.For details please visit website – **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Kamnagar Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং এএসএন/I/০৩ অফ ২০২৪-২৫ ফর ই-টেন্ডারিং। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/I/পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারের জন্য টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নাম ঃ** কালীপাহাড়ি প্রোজেক্ট এবং সীতারামপুর লিংক কেবিন ফ্লাইওভার প্রোজেক্ট-কে এড়িয়ে মহীশিলা (এসইআর)-এর সঙ্গে আসানসোল ইয়ার্ড সংযুক্ত করার অণ্ডাল-সীতারামপুর, ষষ্ঠ লাইন (৩৪.০০ কিমি), সীতারামপুর-প্রধানখুন্তা ৪র্থ লাইন (৪০.০৬ কিমি), বারাবনি-সীতারামপুর ডবল লাইন প্রোজেক্ট (১৩.২১ কিমি), কালীপাহাড়ি বাইপাস লাইন-এর জন্য চূড়ান্ত স্থান সমীক্ষা নিষ্পাদন, ট্রাফিক সার্ভে, সকল অসামরিক, বৈদ্যুতিক এবং এসঅ্যান্ডটি কাজের বিশদ অনুমান তৎসহ অ্যালাইনমেন্ট পরিকল্পনা প্রস্তুতি, ইয়ার্ড প্ল্যান, ক্ষুদ্র সেতু, বৃহৎ সেতু, রোড ওভার ব্রীজ/রোড আন্ডার ব্রীজ, ফুট ওভার ব্রীজের অঙ্কন, লেভেল ক্রশিং অঙ্কন, হাইড্রোলজিক্যাল এবং জিওটেকনিক্যাল অনুসন্ধান এবং অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ, ইলেকট্রিকাল, টিআরডি এবং এস অ্যান্ড টি সহ সকল কাজের ইপিসি টেন্ডার প্রস্তুতি ও দাখিল। **অনুমিত মূল্য ঃ** ১.৯৪ কোটি টাকা। **টেন্ডারের ধরন ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **জামিন প্রস্তাবঃ** ২,৪৭,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ASN-127/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

MANKANALI GRAM PANCHAYAT
Under Bankura-II Dev. Block & Panchayat Samity
NIT No-008/E/MGP/2024-25, SI No-01

Pradhan, Mankanali Gram Panchayat invites Tenders of “REPAIR OF GP OFFICE BUILDING WITH CONSTRUCTION OF GATE AT MANKANALI GRAM PANCHAYAT” under Mankanali GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Mankanali Gram Panchayat, PO-Mankanali, Dist.-Bankura.

**Sd/- Pradhan
Mankanali Gram Panchayat**

E-TENDER INVITING NOTICE
**Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-06/2024-25
(Memo No: 502 /Panch , Dated: 26/07/2024)**

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of six (06) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https:// etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

**Sd/-
Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity**

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-25/2024-25 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-27/2024- 25. Bid Submission closing date (Online)-05/08/2024 instated of 25/07/2024 and Bid Submission opening date (Online) 07/08/2024 instated of 29/07/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

**Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality**

Office of the Block Dev. Officer
Raninagar-I Dev. Block
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 03/R-I/ICDS/2024-25

For and on behalf of the Block Development Officer, Raninagar-I Dev. Block, invites sealed percentage rate tender for total 4(Four)Nos. similar works. Last date of submission of E-tender (online) up to **14:55 Hrs. on 02.08.2024**. Date of Opening of e-tender(online) on **05.08.2024 at 12.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Block Development Officer
Raninagar-I Development Block**

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH.
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in

Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : **NIT-371/2024**, Dated-25.07.24(E-NIT) Fund-15TH FC & SBM 2.0(3 NOS OF WORK)

**SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah**

নোটিশ

আমার ক্লায়েন্ট কুসুম কেজরিওয়াল প্রয়াত মতিলাল কেজরিওয়ালের স্ত্রী, যিনি ১৫৮, লেনিন সরণি, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা ৭০০০৭২ ১৯৮৬ সালের দলিল নং ১৪৭৫১ এবং ১৯৮৬ সালের জন্য দলিল নং ১৪৭৫২ হারিয়েছেন এবং একটি মামলাও করেছেন। ১০-০৫-২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ৮৩১ এর মাধ্যমে বউবাজার থানায় সাধারণ ডায়েরি। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে, যদি থাকে, গণ্য করা হবে মওকুফ করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

বিজ্ঞপ্তি
**বোলপুর সিভিল জজ (জুনিয়ার বিভাগ) প্রথম আদালত, বীরভূম
(ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, বোলপুর)
০২ নং মিস প্রবেট মোকর্দ্দমা ২০২৪ সাল**

দরখাস্তকারীঃ শ্রী নরেন্দ্র কুমার সোমানি।
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পার্ব্বতী দেবী সোমানি, স্বামী- শ্রী নন্দলাল সোমানি, সাকিম- বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পোষ্ট ও থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২০৪ মহাশয়া ইংরাজী ০৭ /০১/ ২০১৬ তারিখে তপশীল লিখিত সম্পত্তি সম্বন্ধে একটি উইল সম্পাদন করিয়া ইংরাজী ১৩/০১/২০১৬ তারিখে বোলপুর এ.ডি.এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রী করিয়াছিলেন। উক্ত পার্ব্বতী দেবী সোমানি মহাশয়া গত ইংরাজী ০৯/১০/২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত পার্ব্বতী দেবী সোমানি মহাশয়ার সম্পাদিত উইলখানি প্রবেট হইয়া পাইবার জন্য ২০২৪ সালের ০২ নং প্রবেট মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত উইল প্রবেট মোকর্দ্দমায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাস মধ্যে মাননীয় আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইতে হইবে। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাস অতিবাহিত হইয়া যাইলে, অত্র মোকর্দ্দমাটি এক তরফা শুনানী হইবে।

।। তপশীল ।।

১) জেলা- বীরভূম, থানা- বোলপুর, মৌজা- বোলপুর, জে. এল. নং- ৯৯, এল. আর. খতিয়ান নং- ৫১৭৯

দাগ নং	রকম	পরিমাণ
৩৩৪৬	দোকান (দালান)	০.০৫৫০ একর

২) জেলা- বীরভূম, থানা- বোলপুর, মৌজা- বাঁধগোড়া, জে. এল. নং- ১০০, এল. আর. খতিয়ান নং- ১৭২৫.

দাগ নং	রকম	পরিমাণ
২৬	হোমস্টেট	৫.৩৮ ডেসিমেল

অনুমত্যানুসারে
**Biswaranjan Roy
Sheristadar
Civil Judge (Jr. Divn.) 1st Court
Bolpur, Birbhum
19.7.24**

Office of the Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tenders are hereby invited by the undersigned for Supply and Delivery of Approns. Details of which are as noted below: 1. **N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/BDO/NIT-01(01)/2024-25, Date: 26/07/2024**. 2. Bid submission start date: **27.07.2024 at 10.00 Hrs**. 3. Bid submission closing date: **03.08.2024 at 14.00 Hrs**. 4.Pre Bid Meeting date: **01/08/2024 at 12:00 Hrs**. Details available from the website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
Bhasa, South 24 Parganas**

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড
CIN:L99999WB1982PLC035576
রেজি অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেইল ঃ investors@shreetulsionline.com
ওয়েবসাইটঃ www.shreetulsionline.com

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির চল্লিশ দ্বিতীয় (৪২ তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১২ আগস্ট, ২০২৪, সোমবার, ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') এর মাধ্যমে IST সকাল ১১.০০ এ অনুষ্ঠিত হবে। অডিও ভিজ্যুয়াল মানে ('OAVM') শুধুমাত্র, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। কোম্পানি F.Y-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে ৪২ তম AGM-এর নোটিশ পাঠিয়েছে। ২০২৩-২০২৪ ১৬ / ০৭ / ২০২৪ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের জন্য যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার দিয়ে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নোটিশ এবং ৪২ তম এজিএমের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.shreetulsionline.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ, কলকাতার ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.com এবং মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.msei.in। এর একটি অনুলিপি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে https://www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এর সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০, সময় সংশোধিত এবং SEBI (LODR) এর প্রবিধান ৪৪ এর সাথে পড়া) রেগুলেশন, ২০১৫, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএমের আগে এবং সেইসাথে এজিএমে লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সিডিএসএল নিযোগ করেছে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে। দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক. দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উপলব্ধ হবে ঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	বৃহস্পতিবার থেকে, ০৮ তম দিন, আগস্ট, ২০২৪ (সকাল ০৯.০০)
দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ	রবিবার, ১১ তারিখ, আগস্ট পর্যন্ত, ২০২৪ (বিকাল ০৫.০০)

দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি ভোট দেওয়ার জন্য CDSL দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে তারপরে এবং সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না

খ. সোমবার, ০৫ আগস্ট, ২০২৪ ('কাট-অফ ডেট') থেকে সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে। সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা মিটিং চলাকালীন তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন, অন্যথায় উভয়ে দেওয়া ভোট ভোটদান, গণনার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ই-ভোটিং গণনা করা হবে।

গ. একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে মেম্বারদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি এজিএমের আগে / চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন

ঘ. যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি একটি অনুরোধ পাঠিয়ে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ অথবা CDSL-এর দেওয়া টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৫৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন। ই- ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ('FAQs') এবং ই- ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএমের নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত।

৪. নোটিশ আরও দেওয়া হয়েছে যে আইনের ধারা ৯১ এবং SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ - এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার থেকে বন্ধ থাকবে, ০৬ আগস্ট, ২০২৪ থেকে সোমবার, ১২ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) ৪২ তম এজিএমের উদ্দেশ্যে।

**শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেডের জন্য
বিনোদ কুমার বোথরা
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও)**
DIN: 00780848

**স্থান - কলকাতা
তারিখ- ২৬।৭।২০২৪**

NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO.- 28/Q of 2024-25,
Tender ID: 2024_WBPWD_722135_1
N.W.- Annual Maintenance and repair work (Civil and Electrical) of the New Administrative Building Complex at Nimtouri, Purba Medinipur for 2024-25_ Cutting and proper finishing of trap door for maintenance work of ceilling fan and fire detection system at Block B and Block C of Administrative Complex. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of submission of BID: 1.00 P.M. of 02.08.2024 Date and time of bid opening: 1.00pm of 05.08.24

**SD/- Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division,
P.W.Dte.**

নোটিশ
আমমোক্তারনামাপত্র

শ্রী সত্যেন হালদার, পিতা দুরন্ত হালদার ঠিকানা - বাগদী পাড়া (মনসাতলা) পোস্ট - দক্ষিন বারাসাত, থানা- জয়নগর, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭২, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ। গত ইং ০৮ /০৭/ ২০২২ তারিখে আলিপুর সাবরেজিস্ট্রী ৩ নম্বর অফিসে রেজিষ্ট্রী কৃত ৬১০৮৬ দলিল মূল্যে চৌবাগা মৌজায় জে.এল. নম্বর ৩, এল.আর. ১২১ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত এল. আর. ৪১৭ নম্বর দাগে ৩৮ নম্বর প্লট ভুক্ত ১ কাটা ৩ ছটাক জমি ০৮/০৭/২০২২ এ তারিখে আলিপুর সাবরেজিস্ট্রী ৩ নম্বর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত। ১০৪১৬ নম্বর আমমোক্তার দলিলনামা মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার রঘুনাথ দেওয়ান এর হইতে খরিদ করিয়া মিউটিশানের জন্য আবেদন করছি। এত দ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, কাহারো যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য তিনি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন নোটিশের এক মাসের মধ্যে। Subhadeep Chatterjee Advocate, Alipore police court, Kolkata -700027

Subhadeep Chatterjee
(AD)
F- 1005/705/17
M-8240768718

E-Tender Notice

E-Tender for e-NIT No. 05 vide memo no. 631/Bin GP Dated: 25th July,2024 of the Pradhan, Binshira Gram Panchayat, Hili , Dakshin Dinajpur is invited from bonafied resourceful Contractor / Bidders by the undersigned. The last date of submission of tender is 31.07.2024, 5.00 P.M. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal www.wbtenders.dov.in & www.dinaipur.nic.in

Sd/-
Pradhan
Binshira GP,Hili,D/Dinajpur

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমি তমাল ফদিকার বৈরাগী, পিতা - সহদেব বৈরাগী (২) অন্তরা ফদিকার বৈরাগী, মৌজা - কামরাবাদ (J.L. নং - ৪১), এল আর দাগ - ৩০৬৩, এল আর খতিয়ান - ১১৩২৩,১১৩২৪ পাওয়ার দলিল নং- ৫৩৫৩, তারিখ - ১৮ /০৮/২০২২ গড়িয়া রেজিস্ট্রি অফিস, পাওয়ার দাতা- (১) দেবেন্দ্র মান্না (২) যমুনা মান্না, পাওয়ার গ্রহীতা - আশীষ মাকাল পিতা- জয়দেব মাকাল । MN case no - ১৬৫৫০, ১৬৫৪৯ উক্ত পাওয়ার দলিলের বিষয়ে যদি কারোর কোনো আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে ৭৯৮০১৭২২৫৬ ফোন নম্বরে অথবা B.L & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন ।

(বোসপুকুর, সোনারপুর, কোল-৪৯)

E-TENDER

The Block Development Officer, Pingla Development Block invites Tender for 01 No. Schemes.

NOTICE INVITING E-TENDER NO.

NIT NO.	Last Date of Application
BDO/PINGLA/e-NIT/ 03/BCW/2024-25	10.08.2024 up to 17.30 Hrs.

Details of the Tender notice is available in website **wbtenders.gov.in**

**Sd/- Block Development Officer,
Pingla Development Block**

OFFICE OF THE
MEDINIPUR GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O.- Medinipur Gram, P.S - Onda, Dist - Bankura, PIN - 722144
Email- wbregs.medinipur@gmail.com
NIT-08/MGP/2024-25
Pradhan, Medinipur Gram Panchayat

Invites off-Tenders of 03 nos of tubewell parts supply works in Medinipur GP area within 01/08/2024 Details of which are available on the Notice Board of Medinipur Gram Panchayat, P.O.-Medinipurgram, Dist-Bankura.

**Pradhan
Medinipur Gram Panchayat**

Moshiara Gram Panchayat
Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
NIT No-03/MoshGP/2024-25(2nd Call)

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for few civil works, within Moshiara GP details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.

**Pradhan
Moshiara Gram Panchayat**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The DG(S&D), KMC invites tender online item wise rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/S-4/24-25 (1st Call)

Name of the Work : **Repairing of 5 nos. of lock gate at the junction of Boat Canal and Tollynullah and 2 nos. of lock gate at the junction of Tollygunge Road and Tollynullah near CLPS/BDPS**. Estimated Amount : **Rate to be quoted**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **25 days**. Last date and time of submission of bid : **07.08.2024** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **27.07.2024** at **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Ch. Eng. (M)(SWM-II), KMC invites tender online item rate two bid system for the following work :

NIT No. : SWM-II/DIST-IV/18/24-25

Name of the Work : **Repairing of base plate of garbage disposal container, both side mudguard and tail gate body of Leyland make 1619 Vehicle No. WB03D 1214 with painting of repaired portion under Dist. IV Garage/SWM-II**. Estimated Amount : **Rs. 1,87,558.00**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **7 days**. Last date and time of submission of bid : **05.08.2024** up to **1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.07.2024 (11 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply), S.S. Unit, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/05/24-25 (1st Call)

Name of the Work : **Improvement of filter water pressure by laying of 150 mm dia D.I. outlet pipe from H/No. B29/1 to 387 R. R. M. Roy Road in Ward No. 121, BR-XIV**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,46,533.91**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/06/24-25 (1st Call)

Name of the Work : **Restoration of 450 mm reserve main at different places of R.R.M. Roy Road (H/No. 120, 72/2, 36/3) by M.S. Jacketing along with other related works in Ward No. 121, BR-XIV**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,76,391.79**. Earnest Money : **Rs. 5,700.00**. Period of Completion : **21 days**. **[For Sl. No. 1 & 2]**. Last date and time of submission of bid : **12.08.2024** up to **4 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**. Tender will be opened on : **14.08.2024** at **4 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **31.07.2024** at **4 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Executive Engineer (Water Supply)/(ARSM SQ. BPS), KMC invites tender online two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/ARSM/19/2024-25

Name of the Work : **Replacement of defective luminaries and accessories inside the pumping station at Park Circus BPS**. Estimated Amount : **Rs. 2,67,993.00**. Earnest Money : **Rs. 5,400.00**. Period of Completion : **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/ARSM/21/2024-25

Name of the Work : **Replacement of MS Cover for reservoir manhole chamber and repairing of western side and pump house gates with others windows at Auckland SQ. BPS**. Estimated Amount: **Rs. 1,80,237.00**. Earnest Money : **Rs. 3,650.00**. Period of Completion : **15 days**. Last date and time of submission of bid : **07.08.2024** up to **2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**. For detail information please visit the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Executive Engineer (Water Supply)/Central, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/03/24-25

Name of the Work : **Replacement of 150 mm dia old and worn out filtered water service main Along Zakaria Street (from the junction of Rabindra Sarani to 24, Zakaria Street) in Ward No. 43**. Estimated Amount : **Rs. 2,68,357.00**. Earnest Money : **Rs. 5,367.00**.

(2) NIT No. : KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/04/24-25

Name of the Work : **Replacement of 150 mm dia old and worn out filtered water service main Along Tarachand Dutta Street and Ramlochan Mullick Street (from the junction of Rabindra Sarani to 134/4, MG Road) in Ward No. 43**. Estimated Amount : **Rs. 2,53,309.00**. Earnest Money: **Rs. 5,066.00**. Period of Completion : **25 days. [For Sl. No. 1 & 2]**. Last date and time of submission of bid : **14.08.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 1 & 2]**. Date and time of opening of tender : **16.08.2024** at **12 noon**. The bid forms and other details shall be available on the website **http:www.etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Executive Engineer (Water Supply)(West), KMC invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/W78-36/T-49/24-25

Name of the Work : **Replacement of old and worn out 100 mm dia F.W. Main by new 100 mm dia D.I. Pipe from 33C to 36/E Ekbalpur Lane in Ward No. 78**. Estimated Amount : **Rs. 3,33,443.00**. Earnest Money : **Rs. 6,700.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date and time of receipt/opening of tender (online) : **07.08.2024** at **11 a.m./09.08.2024** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in**.

(2) NIT No. : KMC/WS/West/W69/T-02/2024-25

Name of the Work : **Development of filtered Water Supply at 40/1, 40/2 & 39B Beltala Road and its adjoining area in Ward No. 69**. Estimated Amount: **Rs. 3,49,309.00**. Earnest Money : **Rs. 6,990.00**. Period of Completion : **25 days**. Last date and time of receipt/opening of tender (online): **10.08.2024** at **1 p.m./12.08.2024** at **1.30 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in**.

The Executive Engineer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/237 (1st Call)

Name of the Work : **Washing & Painting of guard railing including KERB at J.M. Avenue from Aurobindo Sarani Crossing to Beadon Street Crossing & Beadon Street from J.M. Avenue Crossing to A.P.C. Road Crossing under BR-II**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,94,171.08**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/238 (1st Call)

Name of the Work : **Washing & Painting of guard railing including KERB at Bidhan Sarani from Shyambazar 5 Point to Beadon Street Crossing under BR-II**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,85,581.44**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **120 days**. **[For Sl. No. 1 & 2]**.

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/247 (1st Call)

Name of the Work : **Repairing of different damaged portions of road surface at J.M. Avenue & Canal West Road under BR-II**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,92,743.87**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **180 days**. Last date and time of submission of bid: **08.08.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 1 to 3]**. The bid forms and other details are available on and from **30.07.2024** at **12 noon**. from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3]**.

The Special Officer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/278 (2nd Call)

Name of the Work : **Emergency repairing of Diamond Park surrounding Road in Ward No. 143 under BR-XVI.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,87,577.80 (Excl. Contingency Amount)**. Earnest Money : **Rs. 9,800.00**. Period of Completion : **30 days**. Last date and time of submission of bid : **22.08.2024** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **10.08.2024 (12 noon.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

300/24-25

চাষবাস

কি ভাবে আপনি আনারস চাষ করে লাভের মুখ দেখবেন

ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আনারস চাষে অগ্রণী রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের জেলাগুলিতেই মূলত এই ফসলের চাষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারেই মূলত আনারস চাষ হয়। রাজ্যে আনারস চাষ হয় প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমিতে। পশ্চিমবঙ্গে আনারসের জনপ্রিয় জাতগুলি হ'ল জায়ান্ট কিউ, কুইন এবং মরিশাস।

জায়ান্ট কিউ

সবচেয়ে পরিচিত জাত এবং প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উপযোগী। গড় ওজন দুই থেকে আড়াই কেজির মতো। দেরিতে পাকে। পাকলে ফলের রঙ হলদে, ছিবড়ে প্রায় নেই বললেই চলে। খুব রসালো। এর চোখগুলি অগভীর হওয়ায় যন্ত্রের সাহায্যে ছাড়ানো এবং টিনজাত করা সহজ হয়।

কুইন

ফল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লম্বাটে গড়নের। গড় ওজন ১.২ কেজি। সোনালি হলুদ রঙের ফল।

মরিশাস

মূলত টেবিল পারপাসে ব্যবহার হয়। পাতা কালচে সবুজ বর্ণের, মাঝের শিরে লালচে দাগ এবং পাতার ধারে লাল রঙের কাঁটা থাকে। তেউড়েও কাঁটা থাকে। মাঝারি আকৃতির ফল। গড় ওজন দেড় থেকে পৌনে দুই কেজি। পাকলে ফলের রঙ হলদে। স্বাদ খুব মিষ্টি।

চারা নির্বাচন

আনারস গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে চারা বেরোয়। সেগুলো হল গোড়া থেকে বেরোনো

চারা, উপরের চারা বা স্লিপ, মাথার চারা বা ক্রাউন। দেখা গেছে গোড়ার চারা একটু লম্বা হলেও ফল আসে তাড়াতাড়ি। বসানোর ৪৭৮ দিনের মধ্যেই এজাতীয় বেশিরভাগ চারায় ফুল ধরে। অন্য চারাগুলিতে ফুল আসতে দেরি হয়।

আনারস চাষের মাটি

যে কোন জমিতেই চারা লাগানো যেতে পারে, তবে আনারস চাষের জন্য বেলে-দোঁয়াশ মাটিই শ্রেষ্ঠ। অম্ল মাটি, যার পিএইচ ৫.৫-৬.০ সে মাটি আনারাস চাষের পক্ষে আদর্শ। যে অঞ্চলে বছরে অন্তত ১০০-১৫০ সেমি বৃষ্টিপাত হয় সেখানে আনারস ভাল হয়।

চারা বসানো

চারার আকার বড়, ওজন বেশি হলে ফলও তাড়াতাড়ি ধরে। বসানোর আগে গোড়ার দিকটা বোর্দো মিশ্রণ দিয়ে শোধন করলে চারা পচে না। ঘোর বর্ষার সময়ে ফল না তোলাই ভালো। চারা বসানোর ১২ -১৫ মাসের মাথায় ফুল আসে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের জেলাগুলিতে অক্টোবর-নভেম্বরে, অন্যত্র জুন-জুলাই মাসে চারা বসানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। হেক্টর প্রতি ২০-২৫ হাজার চারা লাগানো যায়। ঘন করে লাগালে জমিতে আগাছার উপদ্রব কমে। ঘন করে লাগালে পুষ্ট ফলগুলি কড়া রোদের প্রভাব থেকে খানিকটা রক্ষা পায়। তবে এধরনের জমির ফল আকৃতিতে কিছুটা ছোট হয়।

সার প্রয়োগ

আনারসের জমিতে নাইট্রোজেন এবং পটাশের চাহিদা থাকে বেশি। ফসফরাস অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন হয়। তবে মাটি পরীক্ষা করে জমির পুষ্টি নির্ধারণ প্রয়োজন। ঘন করে ফসল লাগালে সুষম খাদ্যের চাহিদাও বেশি হয়। জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ টন কম্পোস্ট প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এছাড়াও গাছ প্রতি ১০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৪ গ্রাম ফসফরাস এবং ১০ গ্রাম পটাশ সার দিতে হয়। ফসফরাস, পটাশ এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন জমি তৈরির সময়ে আর বাকি নাইট্রোজেন চাপান হিসেবে মার্চ-এপ্রিলে ফুল আসার সময় প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া প্রয়োজন মতো অণুখাদ্যও প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জমিতে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্রয়োজন মতো প্রয়োগ করলে উৎপাদন বাড়ে।

ফসলের পরিচর্যা

আনারসের জমিতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ খুব প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ। যথাযথ আগাছা দমনের উপর ফলন অনেকাংশেই নির্ভর করে। জমি তৈরির সময় কাশ, উলু প্রভৃতি আগাছার গোড়া ভাল করে বেছে তুলে ফেলা প্রয়োজন। এর পর জমি তৈরি করে রেখে দিলে নতুন যে আগাছা বের হয় তা আগাছা নাশক প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে এজাতীয় নাশক যেন কোনওভাবেই গাছের সংস্পর্শে না আসে। আনারস যেহেতু মূলত বৃষ্টি নির্ভর চাষ, জমিতে মাল্চ ব্যবহার করলে জমির রস সংরক্ষিত হয় এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণও হয়। কালো প্লাসিকের চাদর বা জৈব আচ্ছাদনও ব্যবহার করা যেতে পারে। আনারসের জমিতে পরিচর্যা কিন্তু খুব শ্রম সাধ্য এবং কৃষি শ্রমিকরা সে জমিতে কাঁটা ইত্যাদির কারণে সহজে কাজ করতে চান না।

ধরা পড়লেন বিশ্বের অন্যতম বড় মাদকসম্রাট

মেক্সিকোর কুখ্যাত মাদক পাচার চক্র সিনালোয়া কার্টেলের নেতা ইজমায়েল 'এল মায়ো' জামবাদাকে গ্রেপ্তার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। বৃহস্পতিবার টেক্সাসের এল পাসো থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এল মায়োকে বিশ্বের অন্যতম বড় মাদকসম্রাট হিসেবে ধরা হয়।

ইজমায়েল জামবাদা (৭৬) ও হোয়াকিন 'এল চাপো' গুজম্যান সিনালোয়া কার্টেল গঠন করেন। এল চাপো বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারাগারে বন্দী।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জানান, এল মায়োর আগে এল চাপোর ছেলে হোয়াকিন গুজম্যান লোপেজকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের কৌঁসুলিরা জামবাদার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য 'ফেন্টানাইল' তৈরি ও বিতরণের অভিযোগ আনেন। ফেন্টানাইল হেরোইনের চেয়ে শক্তিশালী। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচার, খুন, অপহরণ, অর্থ পাচার ও সংঘটিত অপরাধের অভিযোগও আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।গতকাল সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল ম্যারিক গারল্যান্ড বলেন, ওই দুই ব্যক্তি বিশ্বের সবচেয়ে সহিংস ও শক্তিশালী মাদক পাচার চক্রগুলোর একটির নেতা। তিনি বলেন, 'ফেন্টানাইল আমাদের দেশের জন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় সবচেয়ে প্রাণঘাতী মাদকসংশ্লিষ্ট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জনগণের মধ্যে এই বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী মাদক চক্রের প্রত্যেক নেতা, সদস্য ও সহযোগীকে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। এর আগে বিচার বিভাগ থামবেন না।'যুক্তরাষ্ট্রের কৌঁসুলিরা বলছেন, সিনালোয়া কার্টেল যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় মাদক সরবরাহকারী চক্র। মার্কিন কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, যুক্তরাষ্ট্রে ১৮-৪৫ বছর বয়সী নাগরিকদের মৃত্যু র এক বড় কারণ ফেন্টানাইলের ব্যবহার। যুক্তরাষ্ট্রের মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (ডিইএ) এল মায়োকে ধরিয়ে দিতে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

২০১৯ সালে এল চাপোর বিচার চলাকালে এল মায়োর বিরুদ্ধেও একটি অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, তিনি বিচারের সম্মুখীন হওয়া এড়িয়ে মুক্ত জীবন যাপন করার বিনিময়ে মেক্সিকো সরকারকে ঘুষ দেন। এল চাপোর আইনজীবী জেফরি লিচম্যান বিচারকদের বলেছিলেন, সত্যিকার অর্থে তিনি (এল চাপো) কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন না, করেন এল মায়ো। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মতে, মাদক ছাড়াও মেক্সিকোয় বেশ কিছু বৈধ ব্যবসা রয়েছে এল মায়োর। এর মধ্যে দুগ্ধজাত পণ্যের প্রতিষ্ঠান, পরিবহন সেবা ও হোটেল ব্যবসা অন্যতম। এ ছাড়া আবাসন খাতের ব্যবসাও রয়েছে তাঁর। এল মায়োকে এখন বিশ্বের অন্যতম বড় মাদকসম্রাট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় তাঁর প্রভাব অনেক বেশি। কয়েক দশক ধরে তিনি ছিলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফলে তাঁর গ্রেপ্তার মেক্সিকোর মানুষদের অবাকই করেছে। এল মায়ো কীভাবে গ্রেপ্তার হয়েছেন, সে বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের আধিকারীকদের উদ্ধৃত করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানায়, মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস ও এফবিআই কয়েক মাস ধরে তাঁকে গ্রেপ্তারে ওত পেতে ছিল। এরই অংশ হিসেবে সিনালোয়া কার্টেলের উচ্চপদস্থ এক সদস্যের মাধ্যমে ফাঁদে ফেলা হয় তাঁকে। সেই ফাঁদে পা দেন এল মায়ো। ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এল চাপোর ছেলে লোপেজ গুজম্যান মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং এল মায়োকে ধরিয়ে দেন। এল চাপোকে গ্রেপ্তারের পেছনে এল মায়োর হাত ছিল বলে অভিযোগ ছিল লোপেজের। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানায়, ফাঁদ হিসেবে এল মায়োকে গ্রেপ্তার করার আগে মেক্সিকোয় কৌশলে একটি উড়োজাহাজে তোলা হয়। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি সেখানকার একটি গোপন বিমানঘাঁটি পরিদর্শনে যাচ্ছেন। কিন্তু উড়োজাহাজটি তাঁকে নিয়ে টেক্সাসে যায়।

আর সেখানেই মার্কিন গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার করেন তাঁকে। ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে উত্থান সিনালোয়া কার্টেলের। এটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এল মায়ো। তবে চক্রটির সুপরিচিত মুখ ছিলেন এল চাপো। দুজনের মধ্যে এল চাপোকেই বেশি কুখ্যাত বলে ধরা হতো। অবশ্য অনেকেই বিশ্বাস করতেন, এল মায়ো-ই ছিলেন মাদক চক্রটির মূল হোতা।

কমলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করলেন ওবামা

ওয়াশিংটন, ২৬ জুলাই ঃ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। কমলাকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে তাঁর সমর্থন দেওয়ার বিষয়ে কয়েক দিন ধরে নানা জল্পনাকল্পনা চলছিল। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা আজ শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন, কমলা হ্যারিসের 'নিজস্ব দর্শন, স্বকীয়তা এবং শক্তি' রয়েছে যা সংকটময় মুহূর্তে একজন প্রেসিডেন্টের থাকাটা খুব জরুরি। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর পর কমলা হ্যারিস শতাধিক ডেমোক্র্যাট নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন, যাঁদের মধ্যে বারাক ওবামাও রয়েছেন। ২০ বছর ধরে ওবামা ও কমলা একে অপরকে চেনেন। বাইডেন সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর এক বিবৃতিতে বারাক ওবামা তাঁর সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন। কিন্তু তিনি তখন কমলাকে সমর্থন জানাননি। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ইতিমধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোক্র্যাট ডেলিগেটের (প্রতিনিধি) সমর্থন পেয়েছেন। আগামী আগস্টে দলীয় সম্মেলনে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের মনোনয়ন দেওয়া হবে। আজ বিবৃতিতে বারাক ওবামা বলেন, কমলা হ্যারিসকে সমর্থন জানানোর বিষয় নিয়ে তাঁরা আর দেরি করতে চান না। তাঁরা কমলাকে জয়ী করতে 'সম্ভাব্য সবকিছু' করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই দম্পতি বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে একমত। তিনি কমলাকে বেছে নিয়ে সেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই দায়িত্ব নেওয়ার মতো সামর্থ্য কমলার রয়েছে।'বিবৃতিতে ওবামামিশেল দম্পতি ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল, সিনেটর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলার রেকর্ড তুলে ধরেন। বিবৃতিতে এই দম্পতি বলেন, 'তবে এর চেয়ে বেশি যোগ্যতা ও সক্ষমতা কমলার রয়েছে। তাঁর দর্শন, স্বকীয়তা ও শক্তি রয়েছে, যা সংকটময় মুহূর্তে জরুরি।' বিবৃতিতে ওবামামিশেল বলেন, 'আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে কমলা হ্যারিস এবারের নির্বাচনে জিতে মার্কিন জনগণের জন্য কাজ করতে যাচ্ছেন।' অনলাইনে বিবৃতির সঙ্গে একটি ভিডিও দেওয়া হয়েছে যাতে দেখা যায়, ওবামা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন এবং কথোপকথনের একপর্যায়ে তিনি তাঁকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ভিডিও ক্লিপে কমলা বলেন, 'ওহ ঈশ্বর! মিশেল, বারাকএটা আমার জন্য বিরাট পাওয়া।' গত রোববার জো বাইডেন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর বেশ কয়েকটি নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দিয়েছেন কমলা। সর্বশেষ গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি হিউসটনে আমেরিকান ফেডারেশন অব টিচারস ইউনিয়নের এক সমাবেশে যোগ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে পাথরপ্রতিমা ব্লকের আনন্দলাল আদর্শ বিদ্যামন্দিরে উদযাপিত হল বাদাবন উৎসব।

সুন্দরবনে পালিত হল ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ দিবস

সুন্দরবন, ২৬ জুলাইঃ জয়গ্রাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় ও রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ দিবস পালিত হল। শুক্রবার তিনটি ভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যমে দিনটি সম্পন্ন হয়। হাসনাবাদ এলাকার সর্বাধিক বিপর্যয় প্রবণ গ্রাম ও স্কুলগুলিতে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ দিবস পালন করা হল।

ঘূণি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও তার প্রয়োজনীয়তার উপরে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়েছে। মোট ৪৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। সেইসঙ্গে চকপাটলি উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও তা লাগানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উপস্থিত বক্তৃতা নিয়ে এক প্রতিযোগিতা হয়। উভয় স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও টিয়ামারী আদিবাসী কমিউনিটির মানুষদের নিয়ে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা শিবির হয়েছে। সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ নিয়ে এই সোসাইটির সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মন্ডল, সভাপতি মোহাম্মদ নাদিম, সহ-সম্পাদক আবু মুছা গাজী, সহ-সভাপতি নিরেশ কুমার বৈদ্য, সদস্য অনুপ কুমার মন্ডল, মারুফ বিল্লা গাজি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের পক্ষে আলোকপাত করেন মান্দ্রিতা ত্রিবেদী। চকপাটলি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশফাক খান ও ঘূণি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুল পরিদর্শক তনয় কুমার দাস ও সহকারী শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম এবং টিয়ামারী গ্রামের জনপ্রতিনিধি সুনীল সিং ম্যানগ্রোভ রোপণ ও সংরক্ষণ নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এই প্রসঙ্গে, সোসাইটির সম্পাদক বলেন, প্রতি বছর নদী বাঁধ ভাঙন ও বিপর্যয় রুখতে প্রচুর পরিমানে ম্যানগ্রোভ লাগানো এবং উপযুক্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

প্রসঙ্গতঃ ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ দিবস উপলক্ষে সোসাইটির উদ্যোগে রাজারহাট এলাকার ১১৭ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়েছে। সার্বিকভাবে ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বে কানিজ ফাতেমা উপস্থিত ছিলেন।

কিশনগঞ্জে ৬৮ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার ৩

কিশনগঞ্জ, ২৬ জুলাই ঃ ইন্দো-নেপাল সীমান্তের যোগবানী থানা এলাকার কুশমাহা গ্রামের নয়াটোলায় দু'টি বাড়ি থেকে ৬৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। শুক্রবার পুলিশ ও এসএসবি'র যৌথ অভিযানে এই বিপুল পরিমান গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় তিনজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, এদিন ভোরে যৌথ বাহিনী প্রথমে নয়াটোলায় স্থানীয় মহম্মদ হারুনের বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপর হারুন জানায়, পাশের বাড়িতেও আরও ৩৪ কেজি গাঁজা লুকানো আছে। সেখানে হানা দিয়ে বাকি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় মহম্মদ হারুন ছাড়াও মহম্মদ সাব্বির ও মহম্মদ ইরশাদকে গ্রেফতার করা হয়। ফরবেসগঞ্জের ডিএসপি মুকেশ কুমার সাহা জানান, প্রথমে এসএসবি পুলিশকে এই খবর দেয়। জানা গিয়েছে, সীমান্ত সংলগ্ন এই গ্রামটিতে ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গ থেকে উন্নতমানের গাঁজা এনে নেপালে পাচার করা হত।

এছাড়া কেনাবেচা করা হত। এদিন আরারিয়া আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে আরারিয়া জেলে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভুয়ো এফিডেভিট, ঘটনায় ধৃত ১

রামপুরহাট, ২৬ জুলাইঃ পাসপোর্ট করতে গিয়ে ভুয়ো এফিডেভিট করার ঘটনা রামপুরহাটে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। জানা গেছে, হাঁসনের বাসিন্দা সূর্য সেখ নামে এক ব্যক্তি ভুয়ো পাসপোর্ট করে। সেই কাজে থাকে সাহায্য করে বিকাশ ওরফে রবি মণ্ডল নামে এক ল ক্লার্ক। সে একজন দলিল সেখক। সেই উকিলের হয়ে সহি করে। কিন্তু ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর জানা গেছে যার নামে এফিডেভিট সে মুম্বাইয়ে থাকে।

আশানুরূপ বৃষ্টি না হলেও এই মুহূর্তে কোনও চিন্তা নেই, ডাঃ মানস ভুঁইয়া

কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ আশানুরূপ বৃষ্টি না হলেও এই মুহূর্তে কোনও চিন্তা নেই বলে জানিয়েছেন জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন মন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া। মোট চাষযোগ্য কৃষিজমির মধ্যেই এ পর্যন্ত ৭৬ জলের যোগান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন তিনি, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। রাজ্য সরকার এরাজ্যের কৃষকদের কল্যাণে বিশেষ করে সেচের জন্য জল যোগান দিতে অতি তৎপর ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জল ধরো জল ভরো প্রকল্পে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও মাটির সৃষ্টি কর্মসূচি অনুযায়ী, সেচের জলের যোগান বাড়িয়ে তুলতেই ২৮৬ তুলনায় ছোট নতুন প্রকল্পে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নলকূপ পরিষেবাও চালু রয়েছে। ২,৭১৮.৭৪ হেক্টরে নতুন করে কৃষিতে জলের যোগান দিতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। এবছর সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মন্ত্রী এ প্রসঙ্গে জানান, ৪৭২ টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত প্রকল্পে ৫,৬১৮.৯৩ হেক্টরে জলের সুবিধা মিলছে। সম্প্রসারিত হয়েছে সেচের জলের যোগান। এর ফলে ০.৮১ লাখ কৃষিজীবি পরিবার উপকৃতের তালিকায় রয়েছেন। রাজ্য সরকারের তরফেও সেচের উন্নয়নে এই খাতে ৫১১.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জন্য একাধিক সেচ প্রকল্পে এ পর্যন্ত গত এক বছরে নতুন ভাবে ৫৫,৮৫৬ হেক্টরে খরিফ, রবি ও আমন মরসুমের পাশাপাশি ডাল ও দানা শস্য এবং বোরো অর্থাৎ অফ সিজনে জলের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতেই সদা তৎপর জল সম্পদ অনুসন্ধান দর। এর আগে বিভাগীয় আধিকারিক ও সচিব পর্যায়ের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে জলের সমস্যা নিরসনে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন মন্ত্রী স্বয়ং।

Name Change

I, Nirmal Kumar Jana S/o. Surendra Jana R/o. Rania Vivekananda Sarani, Rajpur Sonarpur (M), 24 Pgs. (S), Pin- 700154, W.B., India shall henceforth be known as Nirmal Jana. I declare that Nirmal Jana and Nirmal Kumar Jana is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-07-2024.

Name Change

I, Jai Kumar S/o. Late Narendra Gain R/o. Vill. – Netaji Pally, P.O. – Noapara, P.S.- Barasat, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-700125 shall henceforth be known as Jai Gain. I declare that Jai Gain and Jai Kumar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-07-2024.

Name Change

I, Jai Gain S/o. Late Narendra Gain R/o. Vill. – Netaji Pally, P.O. – Noapara, P.S.- Barasat, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-700125 that my deceased father who previously known as Late Narendra Kumar shall henceforth be known as Late Narendra Gain. I declare that my deceased father Late Narendra Gain and Late Narendra Kumar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-07-2024.

Name Change

I, Keya Ghosh W/o. Soumendu Ghosh R/o. 144, A.P.C Roy Road, P.O. - Birati, P.S. - Nimta, Dist. - 24 Pgs. (N), Pin- 700051 shall henceforth be known as Keya Ghosh Mukherjee. I declare that Keya Ghosh Mukherjee and Keya Ghosh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-07-2024.

NAME CHANGE

I,Bipasha Ganguly, W/o Soumyajit Maitra, R/o : EkKadam Apartment, 1st Floor, Flat No. 202, Nazrul Sarani, Sadharan Pathagar, Paschim Para, Alampur, Howrah, West Bengal, Pin: 711227 shall henceforth be known as Bipasha Ganguly Maitra, as notarized before C.M.M. Court,Kolkata Dated 26.07.2024. Bipasha Ganguly & Bipasha Ganguly Maitra is same & identical person.

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED

CIN : L67100WB1986PLC040201

Regd. Office : 6, Waterloo Street, R. No. 506, 5th Floor, Kolkata-700069(W.B)
Tele Fax.(033)22430376, **Email. :** ashirwadssteels@gmail.com,
Web Site : www.ashirwadsteels.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

(Rupees in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ending 30.06.2024	Corresponding 3 months ended in the previous year 30.06.2023	Year ended 31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1)	Total Income from operations	104.54	79.16	439.94
2)	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	77.69	43.12	318.59
3)	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	77.69	43.12	318.59
4)	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	59.70	29.57	225.51
5)	Total Comprehensive Income for the period [comprising of Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income]	73.88	38.45	246.82
6)	Equity Share Capital	1,250.00	1,250.00	1,250.00
7)	Earnings per share (Face value 10/- each):			
	a) Basic ₹	0.48	0.24	1.80
	b) Diluted ₹	0.48	0.24	1.80

Notes :

1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchange(BSE LTD.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2) The above financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and amended rules 2016 ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
3) The full format of Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 are available on the Bombay Stock Exchange(BSE LTD.) website (www.bseindia.com) and also on Company's website (www.ashirwadsteels.com).
4) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Ashirwad Steels & Industries Limited ("the Company") at its Meeting held on Friday, the July 26, 2024. The above financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2024, have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company and they have issued an unmodified report on the same.

For and on behalf of the Board of Directors of Ashirwad Steels & Industries Limited
Sd/-
Dalbir Chibbar
Managing Director
DIN: 00550703

Place : Kolkata
Date : 26.07.2024

১৪.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে অসমের টংলা স্টেশনের পুর্নবিকাশ

মালিগাঁও, ২৬ জুলাইঃ উত্তর পূর্বাঞ্চল ও অসমে রেলওয়ে সা-সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৬০টি রেলওয়ে স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধাযুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত স্টেশনগুলির মধ্যে অসমের টংলা রেলওয়ে স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ১৪.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুবিধা লাভ করবেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে রঙিয়া-রাঙাপাড়া সেকশনের মধ্যে অবস্থিত ওদালগুড়ি জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হলো টংলা রেলওয়ে স্টেশন। রিটায়ারিং রুম এবং ওয়েটিং রুম সহ যাত্রীদের সুবিধার্থে সর্বশেষ সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিদ্যমান স্টেশন ভবনটি উন্নত সম্মুখ অংশ সহ সম্প্রসারণ করা হবে। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য অনুকূল রেম্প এবং দুটি লিফট ও একটি ৫ মিটার চওড়া ওভার ব্রিজের মতো অন্যান্য আধুনিক সুবিধা সহ শৌচালয়ের সুবিধাও প্রদান করা হবে। নতুন টয়লেট ব্লকটি পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্মাণ করা হবে। চারপাশের সৌন্দর্যায়ন সহ উন্নতমানের পার্কিং সুবিধার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। যাত্রীদের সহজ চলাচলের জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে শেল্টার প্রদান করা হবে এবং মার্বেল পাথর, টাইল্‌স ইত্যাদি দিয়ে নতুনভাবে সারফেস নির্মাণ করা হবে। আগমন ও প্রস্থানের পথ পুনঃউন্নয়ন করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন। উপরোক্ত সকল কাজের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। নতুন স্টেশন ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অন্যান্য যাত্রী সুবিধার জন্য কাজ যেমন কোচ গাইডেন্স বোর্ড স্থাপন, ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম, প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, দিব্যাঙ্গজনের জন্য সহজলভ্য ওয়াটার বুথের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যও কাজ চলছে। এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করে তুলবে এবং পর্যটনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

পৃথক দুটি জায়গার অবৈধ ভাবে পুকুর ভরাটে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৬ জুলাই ঃ জলাশয় তথা পুকুর ভরাট করে সেখানে অবৈধ ভাবে বহুতল বা অন্য কোন নির্মান কাজের অভিযোগ রাজ্য জুড়েই উঠে আসে। তবে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্দেশ্যেও কড়া বার্তা দিতে শোনা গেছে। আর নদীয়ার নবদ্বীপ শহরেও একাধিক জায়গায় জলাশয় তথা পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে বিজেপির তরফে। সম্প্রতি গত কয়েক সপ্তাহ আগে নবদ্বীপ শহরের সরকার রোড তথা নবদ্বীপ আদালতের বিপরীতে একটি জলাশয়কে অবৈধ ভাবে ভরাট করে নির্মান ও শহরের দন্ডপাণিতলা মোড় সংলগ্ন পুরোনো টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের পাসে একটি জলাশয় অবৈধ ভাবে ভরাটের অভিযোগ তুলে বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নবদ্বীপের বিজেপি নেতা আনন্দ দাস। পরবর্তী সময়ে এই অভিযোগ করার জন্য আনন্দ দাসকে ফোনে হুমকি দেবারও অভিযোগ তোলেন তিনি। আর শুক্রবার ২৬ জুলাই বেলা আনুমানিক বারোটায় আনন্দ দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে BLRO দপ্তরের আধিকারিকেরা উক্ত দুই জায়গায় তদন্তে আসে। প্রথমে তদন্ত শুরু হয় নবদ্বীপ শহরে দন্ডপাণিতলা রোড এলাকার জায়গায়, ও পরবর্তী সময়ে নবদ্বীপ সরকার পাড়া এলাকায়। অপ্রীতিকর রকম অপ্রতিকর ঘটনা এরাতে উপস্থিত ছিলো নবদ্বীপ থানার আই সি জলেশ্বর তিওয়ারির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী সহ নবদ্বীপ পৌরসভারও আধিকারিক। সেখানে BLRO আধিকারিক সন্দীপ চক্রবর্ত্তী সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান তিনি আজ আনন্দ দাসের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পৃথকভাবে দুটি জায়গার তদন্তে এসেছেন, তার সামগ্রিক রিপোর্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত তিনিই বলবেন। তবে তিনি আরও জানান ইতিমধ্যে নবদ্বীপে একাধিক জায়গার অভিযোগ এসেছে তাদের দপ্তরের তরফেও তার জন্য আইনানুগ ব্যাবস্থাও গ্রহন করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এদিন সামগ্রিক তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন পুলিশ প্রশাসন ও নবদ্বীপ শহরের সরকার এলাকায় নির্মিয়মান বিল্ডিং এর মালিক সৌমেন ঘোষের সাথে একাধিক বার বাদানুবাদে জরায় অভিযোগকারী আনন্দ দাস ও বিজেপি নেতৃত্বরা। বিজেপি নেতা আনন্দ দাস জানান এই তদন্তে আমরা খুশি না, BLRO আধিকারিক কেবল মাত্র দায় সারা কাজ করলেন, আমরা এর পরবর্তী উচ্চ আদালতের দারস্থ হবো। বিজেপির নবদ্বীপ বিধানসভার কনভেনার জীবন কৃষ্ণ সেনও একই কথা বলেন, তিনি বলেন যে আধিকারিক এসেছিলেন তিনি একবার বলেন গারভেজ দিয়ে ভরাট করলে সেটা তাদের বিষয় নয়, সাদা, বালি বা মাটি দিয়ে ভরাট হলে সেটা আমরা দেখবো আবার আরেক জায়গায় বলেন পুকুরের পারে বিল্ডিং হলেও তাদের বিষয় নয় কিন্তু আসলে দুটি জায়গাতেই জলাশয় ভরাট করার অভিযোগ করা হয়েছে, পাশাপাশি তিনি জলাশয় ভরাট করে বিল্ডিং নির্মান হওয়ায় সরাসরি নবদ্বীপের পৌর সভার পৌরপতির দিকেই আঙুল তুলেছেন । যদিও সরকারপাড়া এলাকার নির্মিয়মান বিল্ডিং- এর মালিক সৌমেন ঘোষ জানান গত কয়েক সপ্তাহ আগে বিল্ডিং নির্মানের সময় নবদ্বীপ থানার পুলিশ এসে কাজ বন্ধ করতে বললে আমরা কাজ বন্ধ করি তারপর আমাদের যাবতীয় কাগজপত্র সকল সংশ্লিষ্ট দপ্তরেও দেখাই, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন যিনি অভিযোগ করেছে তিনি বলেছেন পুকুর ভরাট করে নির্মান চলছে কিন্তু যতটা জায়গায় নির্মান কাজ চলছে সেটা আমাদের আর পুকুরটার মালিক অন্য এক ব্যাক্তি তাহলে আমি পুকুর ভরাট কিভাবে করলাম! পাশাপাশি তিনি আরও বলেন এদিনের তদন্তে তিনি সন্তুষ্ট। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারির পর যেভাবে বিজেপি নেতার অভিযোগে BLRO দপ্তরের সক্রিয় ভূমিকা সামনে উঠে এলো তা সত্যি চোখে পড়ার মতো যদিও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকের এদিনের পরিদর্শনে ও কাজে খুশি নন বলেই দাবী বিজেপির।

পদ্মশ্রী সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে বোলপুর শান্তিনিকেতন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৬ জুলাই ঃ পদ্মশ্রী সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখনও মনে রাখেন এক টাকার ডাক্তার হিসেবে। যিনি এক টাকার ভিজিট নিয়ে তাঁর জীবনের ষোল আনা দিয়েছিলেন মানুষের কল্যাণে। তাই তাঁর স্মরণ সভায় এসে রক্ত দান ভবন গড়ে তোলার কথা বললেন পৌরসভার মেন্টর সুদীপ্ত ঘোষ। এখনো প্রয়াত সুশোভনবাবুর অবদানের কথা অনুভব করেন বোলপুরবাসী। তার স্মরণে বোলপুর গড়ে তোলা হবে রক্ত দান ভবন। ইতি মধ্যে সেই জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। দুই বছর আগে প্রয়াত হন চিকিৎসক পদ্মশ্রী সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার মানুষের প্রতি অবদান যে ভোলার নয় তা আজ তার স্মরণ সভায় উপস্থিত হয়ে সকলেই তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তা মনে পড়িয়ে দিলেন। বোলপুর হরগৌরী তলায় তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক পদ্মশ্রী সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন বোলপুর পৌরসভার পুর প্রধান পর্ণা ঘোষ, বিশিষ্ট চিকিৎসক অসীম অধিকারী, সুদীপ্ত ঘোষ, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার মলয় পিঠ, বিশ্বভারতী পাঠ্য ভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক কিশোর ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী আঙ্গুর খান সহ বোলপুরের অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। ছিলেন ডাক্তারবাবুর হাতে গড়া তার অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীরা।

শ্রী টি ভি কে রেড্ডি আজ কলকাতায় পূর্বাঞ্চলের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর মহাপরিচালক হিসাবে যোগদান করেছেন। ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিস (IIS) ১৯৯০ ব্যাচের একজন সিনিয়র অফিসার, শ্রী রেড্ডি এই অঞ্চলে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (CBC) এর কার্যক্রমও দেখভাল করবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৪৯৪, তারিখ ২৫.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **'ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/২১/২৪-২৫/আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে শিয়ালদহ মেন-এর আরআরআই-এর এজ কাম কন্ডিশন ভিত্তিতে আউটডোর সিগন্যালিং গিয়ার প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৪০,৫০,৮০৮.২৪ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ৩,৭০,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ ঃ** ১২.০৮.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের শেষ তারিখ ঃ** ২৬.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ২৬.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছর মেয়াদে, টেন্ডার- দাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য মানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ ধরনের কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** প্যানেল ইন্টারলকিং বা রুট রিলে ইন্টারলকিং বা ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং বা আইবিএইচ বা অটোমেটিক সিগন্যালিং বা লেভেল ক্রসিং গেট ইন্টারলকিং বা এএফটিসি বা এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি-এর যে কোনও কাজ আলোচ্য টেন্ডারের কাজের জন্য অনুরূপ ধরনের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লেখিতমতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, প্রমাণপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন অর্থে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-133/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ডুয়ার্সে পালিত হলো কার্গিল বিজয় দিবস, শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই ঃ শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের মালবাজার চালসাতে ২৫ তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মার্কোস একাডেমির তরফে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হলো। ২৫ বছর আগে ১৯৯৯ সালে আজকের দিনে পাকিস্তান দ্বারা পরিচালিত ছায়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে জম্মু কাশ্মীর সীমান্তে কার্গিল, দ্রাস প্রভৃতি এলাকায় জয়ী হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। হিমালয়ের চূড়ায় প্রতিকূল পরিবেশে লড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক অসামান্য প্রতিরোধের সাক্ষী হয়েছিলো গোটা বিশ্ব। অপারেশন

বিজয়-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সকল বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হলো। মার্কোস একাডেমির তরফে আজ উপস্থিত ছিলেন মার্কোস একাডেমির কর্ণধার দীপঙ্কর সরকার, শারীরিক প্রশিক্ষক প্রাক্তন সেনা জওয়ান রবিন শর্মা সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে, কার্গিল বিজয় দিবস পালন করল শিলিগুড়ির গেরুয়া ব্রিগেড। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইন্দ্রনীল খাঁনের উপস্থিতিতে শিলিগুড়িতে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন হয়। জাতীয় পতাকা হাতে পথ হাটেন বিজেপির যুব নেতৃত্বরা। পরে হাসমিচক এলাকায় কার্গিলে শহীদদের উদ্দেশ্যে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়। ইন্দ্রনীল খান জানান, ২৬ জুলাই কার্গিল জয় এসেছিল। তার স্মরনেই এই আয়োজন। বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হল।

বি.আর.সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহে সিনিয়র রেসিডেন্ট নিয়োগ

মেডিক্যাল ডিরেক্টর-এর অফিস, বি.আর.সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪-তে নীচে প্রদত্ত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী নিম্নলিখিত সিনিয়র রেসিডেন্ট (অ্যাকাডেমিক এবং নন-অ্যাকাডেমিক) নির্বাচনের জন্য **০৬.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়** একটি ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হবে। **হাসপাতালের নাম ও ঠিকানাঃ** বি.আর. সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪। **ডিসিপ্লিন এবং শূণ্যপদের সংখ্যা ঃ অ্যাকাডেমিক** - অফথ্যালমোলজি - ০১ + প্যানেল, জেনারেল সার্জারি - ০১ + প্যানেল, অ্যানেস্থেশিয়া - ০১ + প্যানেল, প্যাথলজি - ০১ + প্যানেল, গাইনিকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স - ০১ + প্যানেল, **নন - অ্যাকাডেমিক** - কার্ডিওলজি - ০২ + প্যানেল। **দ্রষ্টব্যঃ সিনিয়র রেসিডেন্ট (অ্যাকাডেমিক)-এর জন্য জাতিগত বিন্যাসঃ মোট পদ** - ০৫, **অস.** - ০২, **অ.অ.শ্রে.**-০১, **ত.জা.**-০১, **ত.উ.জা.**-০১। **সিনিয়র রেসিডেন্ট (নন-অ্যাকাডেমিক)-এর জন্য জাতিগত বিন্যাসঃ মোট পদ** - ০২, **অস.** - ০১, **ত.জা.**-০১।

যোগ্য প্রার্থীদের থেকে সিভি এবং তিনটি সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ (স্ব-হস্তাক্ষরিত)-যার মধ্যে একটি বয়ানে (এই অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে) সাঁটা সহ আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। **নিম্নলিখিত সকল নথিপত্রের একটি সেট (ফটোকপি এবং স্ব-প্রত্যয়িত) অরিজিনাল সহ, ভেরিফিকেশনের জন্য ইন্টারভিউয়ের সময় দাখিল করতে হবেঃ** ১০ম লেভেল অ্যাডমিট কার্ড (বয়সের প্রমাণ হিসাবে), উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমতুল মার্কশীট, এমবিবিএস মার্কশীটস্ (১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ প্রফেশনাল), ডিগ্রি সার্টিফিকেটস্, অ্যাটেম্পট্ সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, কনফারেন্সে যোগদান, জার্নালে প্রকাশিত পেপার (যদি থাকে), এমসিআই/স্টেট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট, বর্তমান নিয়োগকর্তার থেকে এনওসি যেখানে উল্লেখ থাকবে যে প্রার্থীকে (যদি নির্বাচিত হন) অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হবে। ● **অফথ্যালমোলজি, গাইনিকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স, অ্যানেস্থেশিয়া, প্যাথলজি এবং জেনারেল সার্জারিতে অ্যাকাডেমিক সিনিয়র রেসিডেন্টের জন্য নিয়ম ও শর্তাবলীঃ (ক) ন্যূনতম পেশাগত যোগ্যতাঃ** রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ডিএম/এমসিএইচ/ডিএনবি অথবা ডিপ্লোমা। নির্দিষ্ট স্পেশালিটিতে এইরূপ প্রার্থী পাওয়া না গেলে, এমবিবিএস-এর পরে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটিতে সরকারী হাসপাতাল থেকে জুনিয়র রেসিডেন্সীতে এক বছরের অভিজ্ঞতা আছে এমন স্নাতকোত্তর যোগ্যতা না থাকা প্রার্থীদের বিচার করা হবে। **(খ) বয়সসীমাঃ** ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিল নিয়ম অনুযায়ীঃ জেনারেল প্রার্থীদের জন্য ৩৭ বছর। সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী বয়সে ছাড় অনুমোদনযোগ্য। **(গ) পারিশ্রমিকঃ** ১৫৬০০ টাকা-৩৯১০০ টাকার স্কেলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে অনুমোদনযোগ্য অনুযায়ী অন্যান্য ভাতা। **(ঘ) সিনিয়র রেসিডেন্সীর চুক্তিঃ** প্রাথমিকভাবে এক বছর সময়সীমার জন্য নিয়োগ করা হবে, পরবর্তীকালে প্রশাসনিক অনুমোদন সহ প্রতিটি এক বছরের দুটি টার্মের জন্য সিনিয়র রেসিডেন্টশিপের নবীকরণ হতে পারে। সিনিয়র রেসিডেন্টশিপের মোট সময়সীমা সর্বাধিক ০৩ (তিন) বছর সময়সীমার জন্য হতে পারে। উভয় পক্ষ থেকে এক মাসের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অথবা এক মাসের কম সময়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রার্থী পদত্যাগ করতে ইচ্ছুক হলে এক মাসের বেতন সমর্পণ করলে চুক্তির সমাপ্তি ঘটতে পারে। ● **কার্ডিওলজিতে নন-অ্যাকাডেমিক সিনিয়র রেসিডেন্টের জন্য নিয়ম ও শর্তাবলী, মোট শূণ্যপদ-০২ঃ (ক) ন্যূনতম পেশাগত যোগ্যতাঃ** রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কার্ডিওলজি/জেনারেল মেডিসিনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ডিএনবি অথবা পোস্ট ডিপ্লোমা থাকতে হবে **অথবা** উপরে উল্লিখিত অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে এমবিবিএস-এর পরে ন্যূনতম তিন (০৩) বছরের অভিজ্ঞতা যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটিতে সরকারী হাসপাতাল অথবা এমসিআই স্বীকৃত প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে জুনিয়র রেসিডেন্ট হিসাবে ০১ বছরের অভিজ্ঞতা আছে এমন স্নাতকোত্তর যোগ্যতা না থাকা প্রার্থীদের বিচার করা হবে। **(খ) বয়সসীমাঃ ইন্টারভিউয়ের তারিখেঃ (i)** অনধিক ৩৭ বছর। বয়স ৪৫ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে যদি উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না যায়। **(ii)** সংরক্ষণ পলিসি অনুযায়ী বয়সে ছাড় প্রযোজ্য। **(গ) পারিশ্রমিকঃ** ১৫৬০০ টাকা-৩৯১০০ টাকার স্কেলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে অনুমোদনযোগ্য অনুযায়ী অন্যান্য ভাতা। **(ঘ) সিনিয়র রেসিডেন্সীর চুক্তিঃ** প্রাথমিকভাবে এক বছর সময়সীমার জন্য নিয়োগ করা হবে, পরবর্তীকালে প্রশাসনিক অনুমোদন সহ প্রতিটি এক বছরের দুটি টার্মের জন্য সিনিয়র রেসিডেন্টশিপের নবীকরণ হতে পারে। সিনিয়র রেসিডেন্টশিপের মোট সময়সীমা সর্বাধিক ০৩ (তিন) বছর সময়সীমার জন্য হতে পারে। ● **ইন্টারভিউয়ের স্থান, তারিখ ও সময়ঃ** মেডিক্যাল ডিরেক্টরের অফিস, বি.আর.সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪, **০৬.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা।** ● **প্রার্থীদের উপস্থিত হওয়ার সময়ঃ সকাল ১০টা** রেজিস্ট্রেশন এবং নথিপত্র ভেরিফিকেশনের জন্য ● ইন্টারভিউ এবং যোগদানের জন্য কোনও টিএ/ডিএ অনুমোদনযোগ্য নয় ● **কোনও পর্যায়ে কোনও বিষয় গোপন করলে সেক্ষেত্রে প্রার্থীপদ অবিলম্বে বাতিল হয়ে যাবে।** নিয়ম ও শর্তাবলী সহ বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট **http://www.er.indianrailways.gov.in under Head Notification** -তে পাওয়া যাবে।

মেডিক্যাল ডিরেক্টর, বি.আর.সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

Office Of
Sabang Panchayat Samity
Sabang :: Paschim Medinipur

Tender Notice

On and behalf of Sabang Development Block, the undersigned invites e-tender for the works of the following NIT under mentioned schedule from bonafide and resourceful outside contractors. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Tender ID	Amount put to tender (Rs)	EMD Free (Rs)	Tender documents Rs.
2024_ZPHD_719737_1	199306.00	3986.00	750.00
2024_ZPHD_719776_1	199306.00	3986.00	750.00
2024_ZPHD_719776_2	199306.00	3986.00	750.00
2024_ZPHD_719954_1	300028.00	6001.00	750.00
2024_ZPHD_719954_2	300028.00	6001.00	750.00
2024_ZPHD_719954_3	300028.00	6001.00	750.00
2024_ZPHD_719954_4	300028.00	6001.00	750.00
2024_ZPHD_719954_5	300028.00	6001.00	750.00
2024_ZPHD_719954_6	300028.00	6001.00	750.00
2024_ZPHD_719954_7	300028.00	6001.00	750.00
2024_ZPHD_719954_8	300028.00	6001.00	750.00
2024_ZPHD_719954_9	300028.00	6001.00	750.00
2024_ZPHD_720573_1	1176354.00	23527.00	3000.00
2024_ZPHD_720595_1	589435.00	11789.00	1500.00
2024_ZPHD_720595_2	494113.00	9882.00	750.00
2024_ZPHD_720648_1	249999.00	5000.00	750.00
2024_ZPHD_720947_1	4291558.00	85831.00	6000.00
2024_ZPHD_720947_2	4014431.00	80289.00	6000.00
2024_ZPHD_720983_1	4117049.00	82341.00	6000.00
2024_ZPHD_720983_2	5716113.00	114322.00	6000.00

Sd/- Executive Officer,
Sabang Panchayat Samity

Digsui Hoerah Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Digsui, P.S.- Mogra, Dist.- Hooghly, Pin – 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 9 nos. development works vide **e-NIT No.: 236/DHGP/24-25 & 237/DHGP/24-25, Date: 25.07.2024.** Fund: 15th CFC-Untied & Tied. Bid Submission Start Date: **On any working day from 27.07.2024 at 10:00 AM.** Bid Submission End Date: **08.08.2024 up to 05:00 PM.** Date of Opening of Tender: **10.08.2024 at 02.00 PM.** For more details please visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan,
Digsui Hoerah Gram Panchayat

গোল্ডেন ক্রেস্ট এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
CIN: L51109WB1982PLC035565
রেজি অফিসঃ রুম নং ২, ২য় তলা, ৬২এ, ডাঃ মেঘনাদ শাহ সরণি, সাউদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০২৯
ইমেইলঃ info@goldencrest.in, ওয়েবসাইটঃ www.goldencrest.in

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির চল্লিশ প্রথম (৪১ তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১২ আগস্ট, ২০২৪, সোমবার, ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') এর মাধ্যমে IST সকাল ১১.০০ এ অনুষ্ঠিত হবে। অডিও ভিজ্যুয়াল মানে ('OAVM') শুধুমাত্র, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। কোম্পানি F.Y-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে ৪১ তম AGM-এর নোটিশ পাঠিয়েছে। ২০২৩-২০২৪ ১৬ / ০৭ / ২০২৪ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের জন্য যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার দিয়ে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নোটিশ এবং ৪১তম AGM-এর ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.goldencrest.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন BSE লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ। এর একটি অনুলিপি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে https://www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এর সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০, সময় সংশোধিত এবং SEBI (LODR) এর প্রবিধান ৪৪ এর সাথে পড়া) রেগুলেশন, ২০১৫, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএমের আগে এবং সেইসাথে এজিএমে লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সিডিএসএল নিয়োগ করেছে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে। দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক. দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উপলব্ধ হবে ঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	বৃহস্পতিবার থেকে, ০৮ তম দিন, আগস্ট, ২০২৪ (সকাল ০৯.০০)
দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ	রবিবার, ১১ তারিখ, আগস্ট পর্যন্ত, ২০২৪ (বিকাল ০৫.০০)

দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি ভোট দেওয়ার জন্য CDSL দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে তারপরে এবং সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না

খ. সোমবার, ০৫ আগস্ট, ২০২৪ ('কাট-অফ ডেট') থেকে সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে। সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা মিটিং চলাকালীন তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন, অন্যথায় উভয়ে দেওয়া ভোট ভোটদান, গণনার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ই-ভোটিং গণনা করা হবে।

গ. একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে মেম্বারদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি এজিএমের আগে / চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন

ঘ. যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি একটি অনুরোধ পাঠিয়ে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ অথবা CDSL-এর দেওয়া টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৫৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন। ই- ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ('FAQs') এবং ই- ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএমের নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত।

৪. নোটিশ আরও দেওয়া হয়েছে যে আইনের ধারা ৯১ এবং SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ - এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার থেকে বন্ধ থাকবে, ০৬ আগস্ট, ২০২৪ থেকে সোমবার, ১২ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) ৪১ তম এজিএমের উদ্দেশ্যে।

স্থান - কলকাতা
তারিখ- ২৬ ।৭ ।২০২৪

গোল্ডেন ক্রেস্ট এডুকেশন এণ্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
যোগেশ লামা
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও)
DIN: 07799934

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 07/2024-2025
Notice Inviting E-Tender No.: 08/2024-2025
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from 26/07/2024 from 6.30 pm up to 02/08/2024 at 6.30 pm. Last date of submission of Bid(online) 02/08/2024 up to 4.30 pm. Date of opening of Tender on 05/08/2024 from 12.00 pm. For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

Office of the Executive Officer
KHEJURI - I DEV. BLOCK
Kamarda Bazaar ::: Purba Medinipur
NIT No- WB/EO/KH-I/03/2024-25
Tender ID: 2024_ZPHD_722069_1
E-Tender is invited by the Executive Officer, Khejuri-I Panchayat Samity, of 1 nos Different Scheme etc. Details may be had in website- https://wbtenders.gov.in & https://purbamedinipur.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Khejuri - I Panchayat Samity.

ম্যাভেনস বায়োটেক লিমিটেড
সিন-১৭২৯৭ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২২৬
রেজিঃঅফিসঃ কক্ষ নং ৪০৭, ৪র্থ তলা, প্রাঙ্গণ নং ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা-৭০০ ০০১
ই-মেইল ঃ investorsmavesbiotech.com,
ওয়েবসাইট ঃ www.mavensbiotech.com

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ইভোটিং এবং বই বন্ধ

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৪২ তম (বেয়াল্লিশ) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ১২ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ০১ঃ৩০ এ অনুষ্ঠিত হবে। আইএসটি ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (ওএভিএম) এর মাধ্যমে শুধুমাত্র, এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। কোম্পানি এফওয়াই এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে ৪২ তম এজিএমএ-এর নোটিশ পাঠিয়েছে। ২০২৩-২০২৪ ১৬০৭২০২৪ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের জন্য যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার দিয়ে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নোটিশ এবং ৪২ তম এজিএমের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mavens-biotech.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে cse--india.com পাওয়া যায়। এর একটি অনুলিপি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে https:www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এর সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর নিয়ম ২০, সময় সংশোধিত এবং সেবি (লর্ড) এর প্রবিধান ৪৪-এর সাথে পঠিত) রেগুলেশন, ২০১৫, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএমের আগে এবং সেইসাথে এজিএমে লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে রিমোট ইভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সিডিএসএল নিয়োগ করেছে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে। দূরবর্তী ইভোটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে
ক) দূরবর্তী ইভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উপলব্ধ হবে ঃ বৃহস্পতিবার, ০৮ তারিখ, আগস্ট, ২০২৪ (০৯ঃ০০ এএম) থেকে দূরবর্তী ইভোটিং শুরুদূরবর্তী ইভোটিং শেষ রবিবার, ১১ তম দিন, আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত (০৫ঃ০০ পিএম.)রিমোট ইভোটিং

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	বৃহস্পতিবার, ০৮ তারিখ, আগস্ট, ২০২৪ (০৯ঃ০০ এএম) থেকে
দূরবর্তী ইভোটিং	শেষ রবিবার, ১১ তম দিন, আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত (০৫ঃ০০পিএম.)

মডিউলটি সিডিএমএল দ্বারা ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
খ. সদস্যদের ভোটের অধিকারগুলি কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে, অর্থাৎ ০৫ই আগস্ট, ২০২৪ ('কাটঅফ তারিখ')। সভা চলাকালীন রিমোট ইভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ইভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা মিটিং চলাকালীন তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন, অন্যথায় উভয়ে দেওয়া ভোট ভোট, শুধুমাত্র ই-ভোটিং গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে
গ. একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাটঅফ তারিখে মেম্বারদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি এজিএমের আগে চলাকালীন রিমোট ইভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন
ঘ কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাটঅফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি হেল্পডেস্কে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে দূরবর্তী ইভোটিংয়ের জন্য লগইনআইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। .evotingcdslindia.com অথবা সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৫৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা যদি আপনার ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ইভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। একজন ব্যক্তি যিনি কাটঅফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএমের নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত।
৪. বিজ্ঞপ্তি আরও দেওয়া হয়েছে যে আইনের ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি, এবং সেবি (লর্ড) রেগুলেশন, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার থেকে বন্ধ থাকবে, ০৬০৮২০২৪ থেকে সোমবার, ১২,৮,২০২৪

ম্যাভেনস বায়োটেক লিমিটেডের জন্য
জয় প্রকাশ(ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও)
(ডিন ঃ ০২৫২৫৪১৪)
স্থান কলকাতা
তারিখঃ ২৬,০৭,২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The E.E. (C)/Br.-VI, KMC invites tender online item rate two bid systems for following works :-
1. NIT NO. : KMC/BR-VI/047/008/2024-2025/R/BUSTEE Name of work : **Maintenance of bustee latrine near 1, Robert Street, 29, Eden Hospital Road etc. and surrounding bustee area in Ward No.47.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,49,696.00.** Earnest Money : **Rs.7,100.00.**
2. NIT NO. : KMC/BR-VI/052/004/2024-2025/R/BUSTEE Name of work : **Repairing of bustee concrete and I.P.S. passage at 3, 19 Marquis Lane, 138/C Collin Street and adjacent area in Ward No.52.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,48,305.00.** Earnest Money : **Rs.7,100.00.**
3. NIT NO. : KMC/BR-VI/052/015/2024-2025/D Name of work : **Restoration of paver block footpath at 125/A S.N. Banerjee Road, 24 Rafi Ahmed Kidwai Road and adjacent area in Ward disturbed by CESC Ltd. in Ward No.52.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,07,454.00.** Earnest Money : **Rs.8,200.00.** Period of Completion : **60 Days (for Sl.No.1 to 3).**
4. NIT NO. : KMC/BR-VI/047/011/2024-2025/D Name of work : **Maintenance of disturbed & damaged paver block footpath near 45, G.C. Avenue, 62, B.B. Ganguly Street, 161, Lenin Sarani etc. and surrounding area in Ward No.47.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,94,476.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
5. NIT NO. : KMC/BR-VI/053/009/2024-2025/D Name of work : **Restoration of Gifted Land Portion at 71 S.N. Banerjee Road in Ward No.53.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,22,657.00.** Earnest Money : **Rs.4,600.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No. 4 & 5).**
6. NIT NO. : KMC/BR-VI/052/008/2024-2025/R Name of work : **Restoration of Asphaltum Road at 21 Market Street, 7 Collin Street and adjacent area in Ward disturbed by CESC Ltd. in Ward No.52.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,95,059.00.** Earnest Money : **Rs.6,100.00.** Period of Completion : **150 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **08.08.2024 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 6).** Tender opened on : **10.08.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2024 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 6).**

The Director General (Mechanical)/Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT NO. : KMC/ASPH/PB/S.J.M-02/24-25 (1st Call) Name of work : **Improvement of road by lowering bituminous surface and allied civil works from 15 to 13/1 Marquis Street, 109/1 to 98 Collin Street and 95 to 96 Collin Street and in Ward No.62, Br.-VI under Roads Mechanical Department.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,71,651.38.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.** Period of Completion : **25 Days.** Last date and Time of submission of Bid : **10.08.2024 at 11 a.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **12.08.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.07.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**
2. NIT NO. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-05/2024-25 Name of work : **Manufacturing & fitting fixing of center rollers, guide rollers as replacement of mixing drum & allied works at plant no.II under Asphaltum, Goragacha.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **7 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.08.2024 at 2 p.m.** Bid opening date for technical proposal : **12.08.2024 at 2.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.07.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**
3. NIT NO. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-17/2024-25 Name of work : **Continuation of Operation of Payloadrs, Vehicles (Mechanical) and other allied work under Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost : **Rs.4,54,380.00.** Earnest Money : **Rs.9,100.00.** Period of Completion : **180 Days.** Last date and Time of submission of Bid : **08.08.2024 at 1.30 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal : **10.08.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available from **30.07.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**
4. NIT NO. : KMC/RRD/PR-3/2024-25 Name of work : **Repairing & running maintenance of F.I.P, Coupling, Oil pump, Engine, Body with other allied mechanical works of Roller No.OB-89 (Britannia make, 8-10 ton Capacity) at road Roller Deptt.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
5. NIT NO. : KMC/RRD/PR-4/2024-25 Name of work : **Repairing & maintenance of bearing, timimg, oil pump, cooling, total engine with other mechancial work of Roller No.OB-43 (Jessop Make, 8-10 ton Capacity) at Road Roller Deptt.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **10 Days (for Sl.No. 4 & 5).** Last Date and Time of submission of Bid : **07.08.2024 at 1 p.m. (for Sl.No. 4 & 5).** Bid opening date for Technical Proposal (online) : **09.08.2024 at 1 p.m. (for Sl.No. 4 & 5).** The bid forms and other details are available on and from **27.07.2024 at 6 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 4 & 5).**

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/EE_PS/V/49/1/24-25 (1st Call) Name of work : **Retoration drainage system of Children Corner at Sradhananda Park in Ward No.49,Br.-V.** Estimated Cost : **Rs.4,99,809.52.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
2. NIT NO. : KMC/EE_PS/V/50/2/24-25 (1st Call) Name of work : **Repair of existing grill & frame structure, earth filling & plantation at Santosh Mitra Square in Ward No.50, under Br.-V.** Estimated Cost : **Rs.2,98,488.04.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days (for Sl.No. 1 & 2).** Last date and time of submission of bid : **06.08.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **30.07.2024 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The OSD & EO Dy. C.E. (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/DYCE(PS)/I/02/01/24-25 (1st Call) Name of work : **Repairing and painting of Ramkrishna Park at Foarar More and repairing of playing apparatus at Biswanath Park in Ward No.02, Br.-I.** Estimated Cost : **Rs.2,41,541.74.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
2. NIT NO. : KMC/DYCE(PS)/I/04/01/24-25 (1st Call) Name of work : **Repairing of Garden in front of Prantik Housing in Ward - 04 and in front of Rabindra Bharati University in Ward-02 along B.T. Road, Br.-I.** Estimated Cost : **Rs.2,91,818.14.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last date and time of submission of bid : **05.08.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **27.07.2024 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/EEBS/HQ/X/94/5/24-25/033 (1st Call) Name of work : **Replacement of existing damaged toilet doors with FRP Doors in different Bustee in Ward No.94.** Estimated Amount (Incl.GST & LWC). : **Rs.4,94,820.45.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
2. NIT NO. : KMC/EEBS/HQ/X/98/10/24-25/034 (1st Call) Name of work : **Development of cement concrete bustee passage at Subhas Pally, Gandhi Colony etc. in Ward No.98, Br.-X.** Estimated Amount (Incl.GST & LWC). : **Rs.4,45,282.44.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days (for Sl.No. 1& 2.** Last date and time of submission of Bid : **08.08.2024 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** Bid opening date and time for technical proposals : **10.08.2024 at 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **31.07.2024 at 5 p.m.** from the website **http://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

297 / 24-25

এশিয়া কাপে ভারতের মেয়েদের দাপট

বাংলাদেশকে উড়িয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের মেয়েরা

বাংলাদেশঃ ৮০ / ৮ (নিগার ৩২, শর্ণা আখতার ১৯, রেণুকা ১০৩)
ভারতঃ ৮৩ / ০ (শেফালি ২৬, স্মৃতি ৫৫, জাহানারা ১৭০)
১০ উইকেটে জয়ী ভারত।

২৬ জুলাই ঃ এশিয়া কাপে ভারতের মেয়েদের দাপট অব্যাহত। শুধু দাপট বললে বোধহয় কম বলা হয়। বাংলাদেশকে রীতিমত দুরমুশ করে ফাইনালে চলে গেলেন হরমনপ্রীতরা। বাংলাদেশকে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৮০ রানে বেঁধে রেখে ওখানেই কাজ শেষ করে দেন রেনুকা সিং রাধা যাদবরা। সেখান থেকে ভারতের মেয়েদের ম্যাচ জিততে কোনও অসুবিধাই হয়নি। ৫৪ বল বাকি থাকতেই ১০ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল তারা। এদিন রণগিরি ডাম্বুলা স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের অধিনায়ক নিগার সুলতানা। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যে হিতে বিপরীত হবে, তা বোধহয় ভাবতে পারেনি বাংলাদেশ দল। শুরুতেই আক্রমণ করেন রেণুকা সিং। দিয়ারা আখতার, মুরশিদা খাতুন এবং ইসমা তাঞ্জিম, বাংলাদেশের প্রথম সারির তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁদের ব্যাটিংয়ের কোমর ভেঙে দেন রেণুকা। তার পর শুরু হয় রাধা যাদবের দাপট। তিনিও তুলে নেন তিন উইকেট। একমাত্র বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা ৩২ রান করে কিছুটা চেষ্টা করেন। ১৯ রান করেন শোরনা আখতার। বাংলাদেশের আর কারওর রান দুই সংখ্যা ছোঁয়নি। একটি করে উইকেট নেনে পূজা বস্ত্রকর এবং দীপ্তি শর্মা। বাংলাদেশের ইনিংস থেমে যায় মাত্র ৮০ রানে। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কাছে এই লক্ষ্য কিছুই নয়। বিশেষ করে শেফালি বর্মারা যে ফর্মে আছেন, তাতে কত দ্রুত তাঁরা এই রান তুলে নেবেন, সেটাই দেখার ছিল। আর ভারতের দুই ব্যাটার যেন শুরুও করলেন সেটা মাথায় রেখে। পাওয়ারপ্লের মধ্যেই উঠে যায় ৪৬ রান। শেফালি বর্মার সঙ্গে জুটি বেঁধে স্মৃতি মান্ধানা অনায়াসে তুলে নেন এই রান। তার মধ্যে একবার স্মৃতি ক্যাচ আউট হলেও সেটি নো বল হয়। হাফসেঞ্চুরি করে যান তিনি। শেফালিরও একটি ক্যাচ পড়ে। অর্থাৎ ব্যাটিং বোলিংয়ের মতো ফিল্ডিংয়েও সুযোগ হাতছাড়া বাংলাদেশের। ১০ উইকেটে ম্যাচ জিতে টানা ৯ বার এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে গেল ভারতের মেয়েরা।

পাঁচ বছর অন্তর মেগা নিলাম সহ আরও পরিবর্তন আইপিএল-র নিয়মের বদল চায় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো

নয়াদিল্লি। ২৬ জুলাই ঃ আইপিএল এর মেগা নিলামে একাধিক পরিবর্তনের পক্ষে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। জুলাইয়ের শেষে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকরা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অফিসে আলোচনায় বসবেন। সেখানে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। বিশেষ সূত্রের জানতে পারা গিয়েছে, রিটেন করা ক্রিকেটারের সংখ্যা বেড়ে পাঁচ বা ছয় হতে পারে। আরটিএম কার্ড ফেরানো হবে কিনা ওই বৈঠকেই আলোচনা হবে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রত্যেকটি দলকে ৮টি করে রাইট টু ম্যাচ দেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপ্পন করা হবে সেই মিটিংয়ে। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো বোর্ডের কাছে 'পার্স ভ্যালু' বাড়ানোর আবেদন করবে বলে জানা গিয়েছে। আইপিএলের বর্তমান স্যালারি ক্যাপ ৯০ কোটি। সূত্রের খবর অনুযায়ী, পার্স ভ্যালু বাড়িয়ে ১৩০-১৪০ কোটি করার আবেদন করবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। সূত্রের খবর অনুযায়ী, আইপিএল ২০২৫ ও ২০২৬ মরশুমে ম্যাচের সংখ্যা বাড়বে। ম্যাচের সংখ্যা হবে ৮৪টি। ২০২৭ সালের আইপিএলে ৯৪টি ম্যাচ হবে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকরা আইপিএল সিইও হেমাং আমিনের কাছে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর মেগা নিলামের আবেদন করবে।

আমরা ভালো লোক', চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে রোহিতদের পাকিস্তানে আসার আমন্ত্রণ শোয়েবের

ইসলামাবাদ, ২৬ জুলাই ঃ পাকিস্তানের মাটিতে হওয়ার কথা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড পাক মুলুকে দল

পাঠাতে নারাজ। শোনা যাচ্ছে, ভারত যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে না যায়, তাহলে মেগা টুর্নামেন্টের ভেন্যু বদলাবে। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শোয়েব মালিক ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে পাকিস্তানে এসে খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এমনকী খেলার থেকে রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রাখার কথা বলেছেন প্রাক্তন পাক তারকা। শোয়েব মালিক বলেন, দুই দেশের মধ্যে যতই সংরক্ষণ থাকুক না কেন, তার সমাধান করতে হবে পৃথকভাবে। খেলাধুলোর মধ্যে রাজনীতিকে না জড়ানোই ভালো। গতবছর পাকিস্তান ভারতে গিয়েছিল। এবার ভারতের সামনে বড় সুযোগ। ভারতীয় দলে এমন অনেক ক্রিকেটার রয়েছে যারা পাকিস্তানে খেলেনি। নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করার এটা দারুণ সুযোগ। আমরা ভালো লোক। আমরা অতিথিপরায়ণ। আমি নিশ্চিত ভারতীয় দল পাকিস্তানে খেলতে আসবে।

শোয়েব মালিকের এহেন বার্তায় বরফ গলবে কিনা জানা নেই। তবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কা বা দুবাইয়ে করার অনুরোধ জানাতে পারে। ২০০৮ সালের এশিয়া কাপে ভারতীয় দল শেষ বার পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে গিয়েছিল। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে এখন আর ভারত-পাকিস্তানের দেখা হয় না, আইসিসির ইভেন্টেই মুখোমুখি হয় দুই দেশ। এবার কী হবে, তার উত্তর দেবে সময়।

ডুরান্ড কাপ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ কলকাতা ফুটবল লিগে প্রত্যাশা মতো খেলতে পারছে না মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। প্রিয় দলের পারফরম্যান্স নিরাশ করেছে সমর্থকদের। সিএফএল ২০২৪-এর পয়েন্ট টেবিলের নিচের দিকে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। আক্রমণ গড়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছে দল।তবে ডুরান্ড কাপ একেবারে অন্য টুর্নামেন্ট। আগামী দিনে হতে চলা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ, এশিয়ান টুর্নামেন্টের কথা ভেবে ডুরান্ডে ফুটবলারদের মাঠে নামাবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। রিজার্ভ দলের ফুটবলারদের পাশাপাশি ফার্স্ট টিমের ফুটবলারদের ম্যাচে দেখা যেতে পারে। কেউ কেউ প্রথমবারের মতো সবুজ মেরুন জার্সি পরে মাঠে নামতে পারেন। তাছাড়া ডুরান্ড কাপের দিকে দলের হেড কোচ হোসে মোলিনার নজর থাকবে । তাঁর সঙ্গে থাকতে পারেন বাস্তব রায়। চলতি কলকাতা ফুটবল লিগ খেলছে মোহনবাগানের রিজার্ভ দল। দলের খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য প্রশিক্ষক দেগি কার্দোজাকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সিএফএল এ পরপর ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে চাপে পড়েছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। ডুরান্ড কাপের শুরুর দিকে জয় গঙ্গাপাড়ের তাঁবুতে নিয়ে আসতে পারে স্বস্তির বাতাস। ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের আজ প্রথম ম্যাচ ডাউনটাউন হিরোস এফসির বিরুদ্ধে। ডাউনটাউন হিরোস এফসি কাশ্মীরের অন্যতম শক্তিশালী ক্লাব। কিন্তু মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের তুলনায় ধারেভারে অনেকটা পিছিয়ে। ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়তে চাইবে বাগান। গত মরসুমে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান।

হার্দিক পান্ডিয়া প্রসঙ্গে নীরবতা ভাঙলেন বুমরাহ

২৬ জুলাই ঃ আইপিএল ২০২৪-এর সময় ভারতীয় সমর্থকদের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল হার্দিক পান্ডিয়াকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ম্যাচ চলাকালীন দর্শকরা পান্ডিয়াকে ধারাবাহিকভাবে ট্রোল করেছিল। টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে পান্ডিয়া এই ভক্তদের জন্য নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তবে আইপিএল ২০২৪ চলাকালীন ভক্তদের আচরণ হয়তো অনেকেই ভুলতে পারবেন না। হার্দিক পান্ডিয়ার প্রতি দর্শকদের আচরণ নিয়ে এবার মুখ খুললেন জসপ্রীত বুমরাহ। বুমরাহ জানালেন, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হার্দিকের মানসিক দৃঢ়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুমরাহ বলেছেন, 'আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে আবেগ সত্যিই আলোচনার বিষয়। ভারত একটি আবেগ তাড়িত দেশ। আমরা বুঝতে পারি সমর্থকরা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে এবং খেলোয়াড়রাও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে।' বুমরাহ আরও বলেছেন, 'নিজের খেলার প্রতি মনোনিবেশ করতে হলে সমালোচকদের কথা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু সেটা চাইলেই হয় না। এটা অত সহজ নয়। দর্শকদের চিৎকার কানে আসেই। তবে আবার, অভ্যন্তরীণ বৃত্ত আপনাকে সহায়তা করে আমরা দল হিসেবে ওর (হার্দিক পান্ডিয়া) ছিলাম, পরিবারের মতো পাশে থাকার চেষ্টা করেছি আমরা। কিছু জিনিস নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যে ভক্তরা সমালোচনা করেছে, সেই ভক্তরাই আবার প্রশংসা করবে, এটাই সত্যি। খেলায় যেমন হার-জিৎ লেগেই থাকে, তেমনই সমর্থকদের সমালোচনা প্রশংসা পর্বটিও জারি থাকে।'

বিশ্ব রেকর্ড প্যারিস অলিম্পিক্সে

প্যারিস, ২৬ জুলাই ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে অলিম্পিক্সে পর্দা ওঠার আগেই একটি বিশ্ব রেকর্ডের স্বাদ পেল প্যারিস অলিম্পিকস। সেই রেকর্ড করলেন দক্ষিণ কোরিয়া লি শিহন। আর্চারির র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডে দুই স্বদেশির রেকর্ড একসঙ্গে ভেঙে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। মেয়েদের রিকার্ভের এককে প্রথম দিনেই ৬৯৪ পয়েন্ট করে রেকর্ডটি গড়েন লিম। ভেঙে দেন ২০২০ টোকিও অলিম্পিকসে গড়া আন শানের ৬৮০ ও ২০১৯ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে কাং চেইয়োং ৬৯২ পয়েন্টের আগের বিশ্ব রেকর্ড। এবারের অলিম্পিকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে শুক্রবার। তার আগে ফুটবল ও রাগবি শুরু হয়ে গেছে বুধবার আর বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে আর্চারি।

কলকাতা লিগের দ্বিতীয় পর্বের সূচি প্রকাশ, ঘরের মাঠে ফিরছে মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ অন্য দুই প্রধান ঘরের মাঠে কলকাতা লিগের ম্যাচ খেললেও ব্যতিক্রম ছিল মোহনবাগান। অবশেষে লিগের ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলতে চলেছে তারাও। লিগের দ্বিতীয় পর্বের সূচি প্রকাশ করেছে আইএফএ। ১১ আগস্ট জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে মোহনবাগান মাঠে খেলবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ৩০ জুলাই টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে তাদের ম্যাচ হবে নৈহাটিতে। ২ আগস্ট বারাকপুরে মোহনবাগান খেলবে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। এরপর ৫ আগস্ট ফের নৈহাটিতেই সবুজ-মেরুনের প্রতিপক্ষ ইস্টার্ন রেল। মাঠের কাজ চলায় এতদিন সব ম্যাচ বাইরের মাঠে খেলেছে মোহনবাগান। লিগের দ্বিতীয় পর্ব নৈহাটিতে শুরু করবে মহামেডানও, ৪ আগস্ট ডায়মন্ডহারবার এফসির বিরুদ্ধে। তারা শুরুতে ঘরের মাঠে ম্যাচ খেললেও এদিন পাঠচক্রের বিরুদ্ধে ম্যাচটা নৈহাটিতেই খেলেছে। মাঠ ঠিক করার জন্য আপাতত বাইরে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। তবে বিএসএস (১০ আগস্ট), এরিয়ান (১৯ আগস্ট), সুরুচি সংঘ (২২ আগস্ট) এবং মেসারার্স ক্লাবের (২৫ আগস্ট) বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে সাদা কালো শিবির। ইস্টবেঙ্গল অবশ্য এই পর্বে সব ম্যাচই ঘরের মাঠে খেলবে। নেক্সট জেন কাপ খেলতে শুক্রবার লন্ডন

যাচ্ছে লাল-হলুদ। সেই স্কোয়াডের একঝাঁক ফুটবলার রয়েছেন লিগের দলে। তাই দ্বিতীয় পর্বের শুরুটা একটু দেরিতেই করবে ইস্টবেঙ্গল। ৯ আগস্ট ইস্টার্ন রেল ম্যাচ দিয়ে লিগে ফিরছে তারা। লিগের সূচি ঃ ইস্টবেঙ্গল ইস্টার্ন রেল (৯ আগস্ট), ভবানীপুর (১২ আগস্ট), কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন (১৭ আগস্ট), রেনবো এসি (২০ আগস্ট), পিয়ারলেস (২৪ আগস্ট), কলকাতা পুলিশ (২৮ আগস্ট)। মোহনবাগান টালিগঞ্জ অগ্রগামী (৩০ জুলাই), কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন (২ আগস্ট), ইস্টার্ন রেল (৫ আগস্ট), কাস্টমস (১৪ আগস্ট), রেলওয়ে এফসি (২৩ আগস্ট), পুলিশ এসি (২৭ আগস্ট)। মহামেডান ডায়মন্ডহারবার এফসি (৪ আগস্ট), বিএসএস (১০ আগস্ট), এরিয়ান (১৯ আগস্ট), সুরুচি সংঘ (২২ আগস্ট), মেসারার্স ক্লাব (২৫ আগস্ট)।

রুপো-ব্রোঞ্জের পর কি সোনা? সিন্ধুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে দেশ

২৬ জুলাই ঃ তিনি পর পর দুবারের অলিম্পিক পদকজয়ী। ২০১৬র রিও অলিম্পিকে জিতেছিলেন রুপো। এবং ২০২১র টোকিও অলিম্পিকে তাঁর হাতে উঠেছিল ব্রোঞ্জ মেডেল। এবার পিভি সিন্ধুর কাছে পদকের হ্যাটট্রিকের সুযোগ। কিন্তু তিনি তো শুধু সেখানেই থামতেই চাইবেন না। ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকার সামনে অধরা সোনার স্বপ্ন। আশায় বুক বাঁধছে দেশবাসীও। ২০১৬-য় তাঁর সোনার স্বপ্ন থেমে গিয়েছিল ক্যারোলিনা মারিনের কাছে। সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল রুপো নিয়ে। ২০২১-এও সোনার স্বপ্নপূরণ হয়নি। ২৯ বছর বয়সি তারকা এবার মরিয়া থাকবেন পদকের রং সোনালি করে তুলতে। তার সঙ্গে আরও একটা বড় দায়িত্ব সিন্ধুর কাঁধে। শরথ কমলের সঙ্গে প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা বহন করবেন তিনি। তবে সব লক্ষ্যই পূরণ হবে পদক জিততে পারলে। প্রথম রাউন্ডে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মালদ্বীপের ফতিমাথ আবদুল রাজ্জাক। যাঁর র‍্যাঙ্কিং ১১১। ফলে ১৩ র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা সিন্ধু যে সহজেই তাঁকে হারাবেন সেটা সহজেই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু আসল পরীক্ষা শুরু হবে তার পর। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য চিন্তাও থাকছে তাঁর জন্য। গত দুবছর কোনও পদক জিততে পারেননি সিন্ধু। চলতি বছরেই অল ইংল্যান্ড ফাইনাল, মালয়েশিয়া মাস্টার্স ফাইনাল এবং সিঙ্গাপুর ওপেনে হারতে হয়েছে তাঁকে। সেই দুর্বলতা ঘোচানোর পরীক্ষাও তাঁর সামনে।

কানাডার মহিলা ফুটবল দলের কোচকে বরখাস্ত

প্যারিস, ২৬ জুলাই ঃ কানাডিয়ান অলিম্পিক কমিটি কয়েকদিন আগে নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ প্র্যাকটিসের সময় ড্রোন গুপ্তচরবৃত্তি কেলেঙ্কারির কারণে মহিলাদের জাতীয় ফুটবলের প্রধান কোচ বেভ প্রিস্টম্যানকে সরিয়ে দিয়েছে। কানাডার অলিম্পিক কমিটি শুক্রবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেছে যে সহকারী কোচ অ্যান্ডি স্পেন্স টুর্নামেন্টের বাকি অংশে কানাডা মহিলা ফুটবল দলের নেতৃত্ব দেবেন। নিউজিল্যান্ডের অনুশীলনে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য ড্রোন ব্যবহার করার অভিযোগে দুই দলের কর্মীকে গত সপ্তাহেই দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ড্রোন গুপ্তচরবৃত্তি কেলেঙ্কারির কারণে কানাডার শিবির চলতি সপ্তাহে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে যাচ্ছিল। কানাডা সকারের সিইও কেভিন ব্লু কানাডা অলিম্পিক কমিটির রিলিজে বলেছেন, প্যারিস ২০২৪ অলিম্পিক গেমসের পূর্বে বিরোধীদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী ড্রোন ব্যবহার সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য আমাদের নজরে এসেছে।

মানুষ হিসেবে খেলোয়াড়দের বোঝা গম্ভীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, মনে করেন শাস্ত্রী

২৬ জুলাই ঃ ভারতের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে খেলোয়াড় ও তাঁদের মেজাজ সবারা আগে বোঝাপ্রয়োজন বলে মনে করেন রবি শাস্ত্রী। ভারতের প্রাক্তন প্রধান কোচ আরও বলেছেন, গম্ভীর সমসাময়িক বলে নতুন ভাবনা আনতে পারবেন। চুক্তি নবায়ন না করায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে রাহুল দ্রাবিড়ের। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন গম্ভীর। যিনি এই প্রথম সরাসরি কোনো দলের কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আগামীকাল শুরু হবে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজ, যেটি হতে যাচ্ছে গম্ভীরের অধীনে প্রথম। আইসিসি রিভিউ অনুষ্ঠানে ৪২ বছর বয়সী গম্ভীরকে নিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'সে সমসাময়িক, আইপিএলে সদ্যই দারুণ একটি মৌসুম গেছে তার। আমার মনে হয় সে উপযুক্ত বয়সে আছে, সে তরুণ। নতুন ভাবনা আনবে। বিশেষ করে সাদা বলে সে বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে জানে, আইপিএলে দলগুলোর অংশ ছিল বলে।' সম্প্রতি কলকাতা নাইট রাইডার্সে সাফল্য পেয়েছেন গম্ভীর। যদিও আইপিএলের দলটির মেন্টর হিসেবেই ছিলেন প্রাক্তন এ ব্যাটসম্যান। তবে খেলোয়াড়দের একসূত্রে গাঁথা, সুনীল নারাইনকে আবার ওপেনিংয়ে ফেরানো, হর্ষিত রানার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপারে কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছে গম্ভীরকে। তবে ভারত

জাতীয় দলকে সামলানো যে ভিন্ন ধরনের এক চ্যালেঞ্জ, সেটি জানা কথাই। শাস্ত্রী বলেছেন, 'অবশ্যই খেলোয়াড় ব্যবস্থাপনা কোচ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সে কীভাবে এগোয়, সেটি দেখাটা চমকপ্রদ হবে। আমার মনে হয় তার অস্ত্র আছে, তার উপকরণ আছে এবং তার অভিজ্ঞতাও আছে।' শাস্ত্রীর মতে, গম্ভীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে মানুষ হিসেবে তাঁর খেলোয়াড়দের বোঝা, তাঁদের মেজাজ বোঝা। শাস্ত্রী বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব খেলোয়াড়দের বুঝতে পারাটাই ব্যাপার। তাদের শক্তির জায়গা কোনটি, তারা কেমন মানুষ এবং মেজাজ কেমন। তাদের ব্যক্তিত্ব কেমন। একজন মানুষকে বুঝতে পর্দার আড়ালে অনেক কিছুই করতে হয়।' তবে সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজেও গম্ভীরের ঝামেলা হবে না বলে মনে করেন বর্তমানে ধারাভাষ্যে ফিরে যাওয়া শাস্ত্রী, 'আমার মনে হয় সেটিই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, যেটি তার জন্য সমস্যাও হবে না। কারণ সে সমসাময়িক। সে তাদের বাইরে থেকে দেখেছে, যারা কলকাতা ও লক্ষ্ণৌয়ের হয়ে খেলেছে তাদের সামলেছেও।' সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজটি হবে এ সংস্করণের কোচ গম্ভীরের প্রথম। এরপর দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আরও দুটি টেস্ট আছে ভারতের। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে ভারত খেলবে পাঁচটি টেস্ট। এদিকে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গম্ভীরের কোচিং প্যানেলে যোগ দিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক অলরাউন্ডার রায়ান টেন ডেসকাটে। এ ব্যাপারে বিসিসিআই এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, শ্রীলঙ্কায় জাতীয় দলের অনুশীলনে দেখা গেছে ডেসকাটেকে। এর আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফেও ছিলেন ডেসকাটে। কলকাতায় গম্ভীরের অধিনায়কত্বে তিনি একসময় খেলেছেনও। ডেসকাটে ছাড়াও ভারত জাতীয় দলে গম্ভীরের সহকারী কোচ হিসেবে অভিষেক নায়ারও যোগ দিয়েছেন বলে জানাচ্ছে ভারতের সংবাদমাধ্যম। নায়ারও কলকাতায় গম্ভীরের সঙ্গে কাজ করেছেন। এ ব্যাপারেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি বিসিসিআই। এদিকে বোলিং কোচ হিসেবে প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার মরনে মরকেলকে গম্ভীর চান বলেও সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

খাবারের সংকট অলিম্পিকে

২৬ জুলাই ঃ প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এখনও হয়নি। কিন্তু একাধিক বিতর্ক এরমধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আর্জেন্টিনা-মরক্কো ম্যাচে দর্শকদের অনুপ্রবেশ, ড্রোনের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি, প্যারিসের রেলপরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়ারও খবর ভেসে এসেছে। এসবের মধ্যেই অলিম্পিক ভিলেজে পর্যাপ্ত খাবারের অভাব দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন বিদেশি মিডিয়ার খবর অনুযায়ী, গেমস ভিলেজে অ্যাথলিটরা পর্যাপ্ত ডিম পাচ্ছেন না। তাছাড়া গ্রিলড চিকেন, মাংসের অভাব দেখা দিয়েছে বলেই খবর। অলিম্পিক শুরুর আগেই এহেন খবর ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় ক্রীড়াবিদরাও খাদ্যের অভাবে ভুগছেন বলেই অভিযোগ করেছেন। ভারতের ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার তানিশা ক্রাস্টোর অভিযোগ, শুনেছিলাম রাজমা হয়েছে আজ কিন্তু আমরা যাওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায় রাজমা। বক্সার অমিত পাঙ্ঘাল তাঁর সাপোর্ট স্টাফকে রাতের খাবারে ডাল রুটি দেওয়ার কথা বলছেন। শোনা যাচ্ছে প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজক কমিটি কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য নিরামিষ খাবারের উপরে জোর দিয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অ্যাথলিটদের খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলেই খবর। খাবারের পাশাপাশি পরিবহণ পরিষেবা নিয়েও আশঙ্কিত অ্যাথলিটরা।

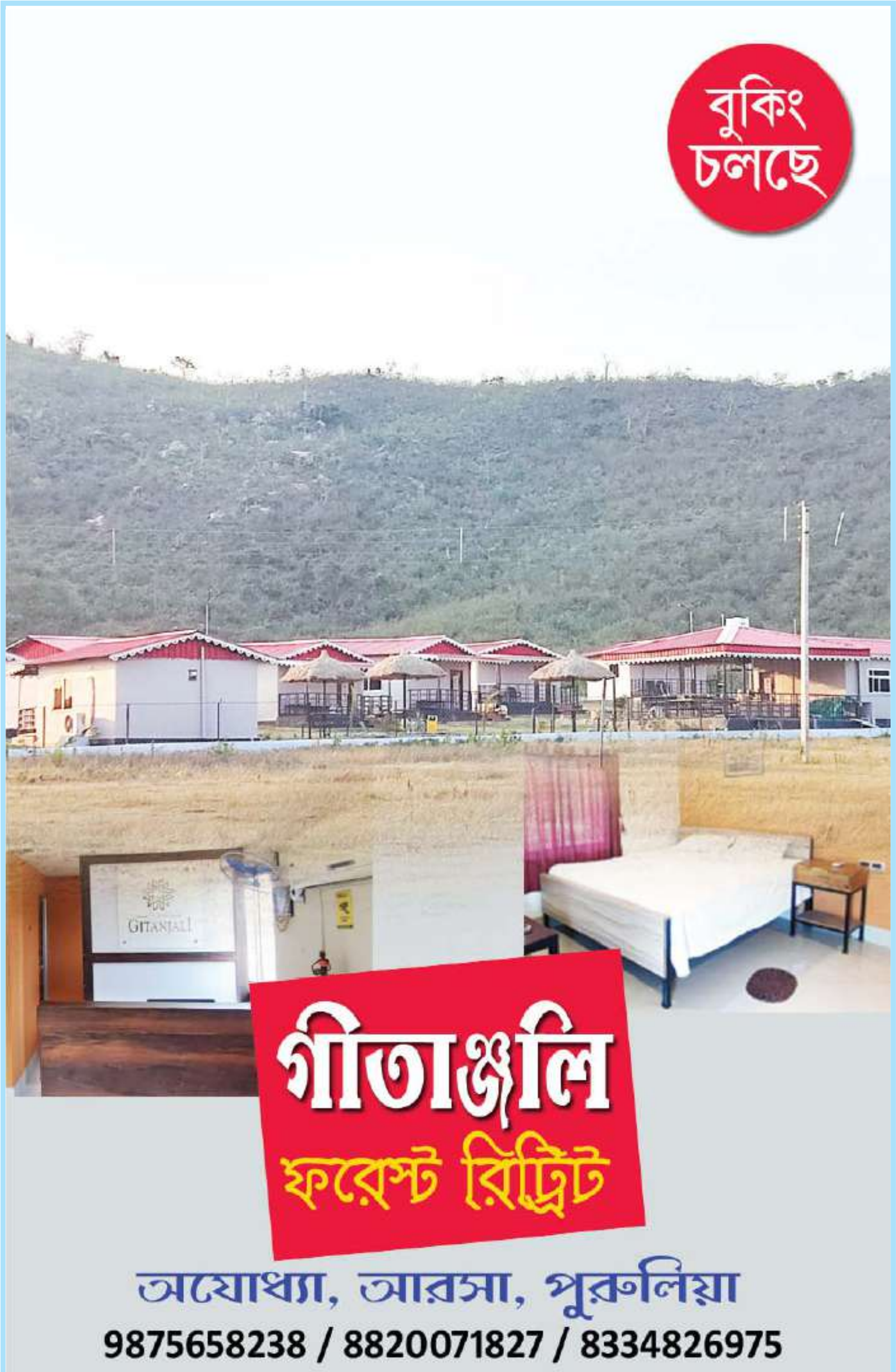

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com